ভাঙ্গাপ্রাণ।

প্রথম খণ্ড।

প্রণেতা

মোহাম্মদ দাদ আলী।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

শ্রীশ্রীমতী কোচবিহারের মহারানী মাতা ঠাকুরানীর

উৎসর্গ।

এই পুস্তকখানি ভক্তিভরে
প্রদত্ত হ

অশেষ মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেব

শ্রীযুক্ত হাজরত্ শাহ আবেদুল হাক

মহোদয় শ্রীচরণ কমলেষু—

১

নমে তব পদে দাস, তোমা ভিন্ন মনো আশ
আর কে মিটাবে, দেব ! নাই হেন স্থান
কৈশোরেতে পিতৃহীন, সঙ্গদোষে অর্ব্বাচীন
দেখি তাই, ও হৃদয় করুণা নিধান।

২

পিতৃবৎ হৃদে দয়া, আরো উপজিল মায়া
কুসঙ্গ হইতে তাই ফিরাইলে দাসে
প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, আরো কত উচ্চ আশা
এ হৃদয়ে নিহিত করিলে বহুআয়াসে।

৩

বালুকা কণার স্থান, যথা হয় অকুলান
তথায় ভূধর যদি আরোপিত হয়
কেমনে তা কুলাইবে, ভেঙ্গে চুর মার হবে
তাতেই ভেঙ্গেছে, দেব ! সঙ্কীর্ণ হৃদয়।

৪

যবে আধ ভাঙ্গা ছিল, অশ্রু জলে সেচনিল
ভেবে দেখ, কত দিন ও রাঙ্গাচরণ
শুষ্ক হৃদে রস নাই, অশ্রুও খুঁজে না পাই
ছিঁড়েছে হৃদয়-বৃন্ত দুরন্ত শমন।

৫

এখন নয়ন জলে, ও পদ ধোয়া'তে গেলে
মনের বাসনা, গুরো! মিটেনাক আর,
"ভাঙ্গাপ্রাণ বিনিসৃত, যে শোণিত প্রবাহিত
তাই পাদ্য অর্ঘ্য রূপে দেই উপহার।

৬

লও গুরো! সযতনে, রাখ অতি সাবধানে
কখনো দাসের কথা মনে যদি হয়.
যা তব করের যোগ্য, যা তব পদের ভোগ্য
সেই লোহ সেই স্থানে দিও, মহোদয়!

৭

তাতেই হৃদয়ে শান্তি, পাবে দীন, ভুল ভ্রান্তি
ধরিও না, হে মহান্!—উচ্চ ও হৃদয়
সাধু-হৃদি শূর্প সম, এ জগতে অনুপম
চালুনীর সম কভু ও হৃদয় নয়।

৮

যাঁর প্রেম শিখাইলে, যাঁর প্রেম বিলাইলে
এ হৃদয় ব্যগ্র তাঁর 'রউজা' দরশে
সে প্রেমে মরম রুগ্ন, মানেনাক বাধা বিঘ্ন
সিন্ধু পারে যাই, দাও বিদায় হরষে।

শ্রীচরণ সেবক
গ্রন্থকার।

শূর্প—কুলা। রউজা—সমাধি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাচরণ মিত্র সেশন জজ

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

১

দাও মোরে কৃপা বারি, গুণের বর্ণনা করি
হেন শক্তি নাহিক আমার
দরশিতে ও বদন, শুনিতে ও সম্ভাষণ
হৃদয়ে বাসনা অনিবার।

২

আদরিলে তুমি দীনে, তাতেই গুণজ্ঞ জনে
আদর করিল অভাগায়
লিখিতে সে সব কথা, শক্তি মোর আছে কোথা
সে গুণ কীর্ত্তন করা দায়।

৩

তব উৎসাহের বার, মম প্রতি বার বার
আশাতীত হইল সেচন
বলিব কি সেই রসে, শুষ্ক হৃদি পুনঃ র'সে
ভাঙ্গাপ্রাণে কলিকা সৃজন।

বার, জল।

৪

দরশি উল্লাস ভরে, তুলিয়া কমল করে
সযতনে দিলে গুণধাম
রচিতে বলিলে হার, ওই কথা ভাবি সার
"ভাঙ্গাপ্রাণ" মালা গাথিলাম।

৫

শত স্থানে আছে দোষ, জ্ঞানিগণ পরিতোষ
হবে যাতে কোথা পাব তাহা
নেতা নহি কবিকুলে, মোর কাব্যে কেবা ভুলে
সার মাত্র হায়, উহু, আহা!

৬

রভস উপজে মনে, যবে দেখি এ নয়নে
মধুমাখা লিপিকা তোমার
ভিদুর সদৃশ স্বনে, বিঘোষিল সর্ব্বস্থানে
বাড়াইল উদ্যম আমার।

৭

খাপগা পবিত্র নীর, তব কৃপা-বারি, ধীর!
তাই মম সহায় সম্পদ
ব্রীড়া নহি কোন স্থানে, সাদর ও সম্ভাষণে
উৎসাহিত দুরিত বিপদ।

৮

করিয়াছ উৎসাহিত, সর্ব্বস্থানে সমাদৃত
কারো কাছে হইনি ঘৃণিত
রত মোর মঙ্গলার্থে, কেহ বা তোষেণ অর্থে
কেহ করে অশুদ্ধ শোধিত।

রভস, আনন্দ। লিপিকা, সার্টিফিকেট। ভিদুর, বজ্র। স্বনে, শব্দে। খাপগা, গঙ্গা। ব্রীড়া, হেয়।

৯

নাহি কারো মনে হিংসা, মোর প্রতি ভালবাসা
যথা যাই তথায় আদর
নিজ উদারতা গুণে, বন্ধু ও বান্ধব জনে
"ভাঙ্গাপ্রাণ" পাঠ নিরন্তর।

১০

রাখিবে কণ্ঠে এ হার, মিছে আশা দুরাশার
স্বপনেও কভু ভাবি নাই
শত শত নমস্কার,— কণ্ঠে হার ব্যবহার
করিছেন, তাঁদেরে জানাই।

১১

তাই বলি গুণনিধি, তোমার হৃদয়ে যদি
দয়া বারি না হ'ত সঞ্চিত
রেকা কি আছয়ে ইথে, এ দীনে উৎসাহ দিতে
কেহ অগ্রসর না হইত।

১২

সে কথা হইলে স্মৃতি, উদ্দেশে তোমায় নতি
করি সদা চাহি সুমঙ্গল
জগতে তুলনা তব, খুজিলে আর না পাব
তোমা লাগি হৃদয় বিকল।

১৩

নমস্কার নমস্কার, লও এই উপহার
তব অনুমোদিত এ হার
তোমার করেতে দিয়া, শীতলি এ দগ্ধ হিয়া
যাহা ইচ্ছা কর গুণাধার।

রেকা, সন্দেহ।

১৪

মাহাত্ম্য তোমার কই, হেন শক্তি মোর কই ?
ক্ষোভ রৈল, দেখ আত্মক্ষর
রিক্ত আমি কিবা দিব, চিরদিন বাখানিব
লও কৃতজ্ঞতা, গুণধর !

চির কৃতজ্ঞ

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

'গ্রন্থকার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য এই "ভাঙ্গাপ্রাণের" অবতারণা করে নাই, গ্রন্থকারের হৃদয়ক্ষেত্রে ভালবাসার যে বীজটি বহুদিন হইতে নিহিত ছিল; গুণজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উৎসাহ-বারিসেচনে সেইটি অঙ্কুরিত ও লতিকাকার ধারণ করতঃ কবিতারূপ প্রসূনগুলি প্রসব করিল। পাঠক পাঠিকাগণ উক্ত প্রসূনগুলির আঘ্রাণে কথঞ্চিত তুষ্টি বোধ করিলেই গ্রন্থকার শ্রম সার্থক মনে করিবে।

গ্রন্থকার কালের পরিবর্ত্তনশীল গতিতে বর্ত্তমানে নিতান্ত নিঃস্ব। অনেক সহৃদয় বন্ধুবান্ধব ও পরোপকার ব্রতী উন্নতচেতা মহাত্মাগণের নিঃস্বার্থ সাহায্যে এই প্রথম খণ্ড "ভাঙ্গাপ্রাণ" পাঠক পাঠিকা সমক্ষে উপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত সাহায্যদাতাগণের নাম পরিশিষ্টে লিখিত হইল, ইহাতে তাঁহারা যেন অসন্তুষ্ট না হন।

লেখকের পরম বন্ধু পাবনা রেজউয়ান নগর নিবাসী মৌলবী আব্দুল গফুর সাহেব প্রুফ সংশোধন বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন তদ্ব্যতীত টাঙ্গাইল গুণটিয়া নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত মৌলবী আজিজর রহমাণ সাহেব "ভাঙ্গাপ্রাণ" প্রচার সম্বন্ধে আন্তরিক যত্নের সহিত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ কালিকা প্রেসের স্বত্বাধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজের বহুল ক্ষতি স্বীকারে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে অনেক সাহার্য্য করিয়াছেন। উপরোক্ত মহাত্মাগণ স্ব স্ব উদারতা গুণে নানা বিষয়ে সাহায্য না করিলে গ্রন্থকার

কখনই "ভাঙ্গাপ্রাণ" পাঠকপাটিকা সমক্ষে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইত না, তজ্জন্য গ্রন্থকার সাহায্যদাতাগণের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিল।

"ভাঙ্গাপ্রাণের" দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপী গ্রন্থকারের নিকট প্রস্তুত। প্রথম খণ্ড "ভাঙ্গাপ্রাণ" সাধারণের স্নেহ চক্ষে পড়িলেই দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া পাঠক পাঠিকাগণ সম্মুখে উপস্থিত হইবে। যদিও গ্রন্থকার বয়সে প্রাচীন কিন্তু লেখক শ্রেণীতে নূতন বলিয়া পরিচিত। খুজিলে "ভাঙ্গাপ্রাণে" শত শত দোষ দৃষ্ট হইবে। যাহার চক্ষে যে দোষটি লক্ষিত হইবে লিখিয়া রাখিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেইগুলি লেখকের নিকট পাঠাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইবে। এবারেও যে গুলি মুদ্রাঙ্কনান্তে গ্রন্থকারের চক্ষে পড়িয়াছে ২৬১ পৃষ্ঠায় অশুদ্ধ শোধন উল্লেখে সে গুলিও শোধিত হইয়াছে।

মোহাম্মদ দাদ আলী,
আটীগ্রাম, পোষ্ট পোড়াদহ– নদিয়া।

সূচীপত্র।

ভাঙ্গাপ্রাণ।

(ঈশ্বর স্তোত্র।)

১

অনাদি অনন্ত দেব ! বিশ্বের আধার তুমি
ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা তুমিই ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী
আমি অতি মূঢ়মতি
না জানি ভকতি স্তুতি,—
কিরূপ স্তুতিতে তুষ্টি হইবে তোমার
সকরুণে শিক্ষা দাও করুণা-আধার।

২

দয়াময় ! তব দয়া হয় যার প্রতি ভবে
মর হ'য়ে সেই জন চির অমরতা লভে
রত্নাকর, বেদব্যাস
ভবভূতি, কালিদাস
ফের্দৌস, হাফেজ, সাদী, জামি, মিলটন,
হোমার, ভারত, হেম ও মধুসূদন।

নশ্বর ভবের খেলা খেলিয়া দুদিন ভবে
চির বাসস্থানে বাস করিছেন তাঁরা সবে
অদ্যাপিও বুধগণ
স্মরিতেছে অণুক্ষণ
স্মরিবেক যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রবে
অমর হইয়া নাম রবে এই ভবে।

৪

তাঁদের দাসানুদাস সম নহে এই দীন
বিবেকাদি বিবর্জ্জিত অতি মূঢ় জ্ঞানহীন
কি আশে যশের ঘরে
প্রবেশে সাহস করে
তোমার করুণা মাত্র সম্বল যাহার
সাগরে কি ভয়! তুমি যার কর্ণধার।

৫

তোমার কৃপায় কি না হয় এই ত্রিসংসারে
দস্যুবৃত্তি হ'তে প্রভো! উদ্ধারিয়া রত্নাকরে
করিলে তাপস-শ্রেষ্ঠ
ঘুচালে কলুষ-কষ্ট
তোমার ইচ্ছায় কি না হয় ইচ্ছাময়!
অসম্ভব সম্ভব হইতে কি সংশয়!!

৬

তোমার অনন্তশক্তি বুঝে শক্তি আছে কার
পুরহর, পুরন্দর, অব্জযোনি মানে হার
মানব কি ছার তায়
তোমার মহিমা গায়
কি যে তুমি—তুমি তাহা নিজেই বিদিত
কি সাধ্য তোমায় বুঝিবেক নর-চিত।

৭

অনশনে নীরাশনে কত শত যোগী ঋষি
তোমারে ধেয়ায় প্রভো! আঁধার কন্দরে বসি
না পায় তোমার তত্ত্ব
তোমাতে যে কি মহত্ত্ব
আছে দেব দার্শনিক বৈজ্ঞানিক দলে
বুঝিবে না আজীবন অনুসন্ধানিলে।

৮

বিবিধ যন্ত্রের দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদিগণ
সুদূরের বস্তু নরে করিবারে দরশন
চেষ্টা পায় বিধি মতে
হয় কি না হয় তাতে
কৃতকার্য্য, জ্ঞান কিম্বা বিজ্ঞান বলেতে
যাহা বলে বিশ্বাস না হয় মম চিতে।

৯

ধর্ম্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান চির বিরোধিতাময়
গগন ত শূন্য ভিন্ন অন্য আর কিছু নয়
শূন্যেতে ত্রিদশালয়
ইহা কি সম্ভব হয়
অপ্সর, কিন্নর, হুর তাহে করে বাস
বিজ্ঞান এ কথা কিন্তু না করে বিশ্বাস।

১০

কণা মাত্র জ্ঞান প্রভো! নরলোকে প্রেরিয়াছ
নর-চিতে যা সহিতে পারিবেক তা দিয়াছ
সহিতে বালির ভার
অতি ভার বক্ষে যার
সে জন বিশ্বের ভার সহিবে কেমনে
পঙ্গুর অচল লঙ্ঘিবার সাধ মনে।

১১

নর চক্ষে যে জগৎ সদা হয় দৃশ্যমান
এ ছাড়াও কোটি কোটি বিশ্ব করি সুনির্ম্মাণ
রেখেছ গোপনে যাহা
নর চক্ষু কভু তাহা
দেখিতে সক্ষম নয় তব আজ্ঞা বিনে
অশক্ত মানব শক্ত হইবে কেমনে।

১২

মানব হৃদয়ে বাস কর নাথ তুমি সদা
যেনেও মানব মূঢ় তোমায় কে হেরে কদা
আত্ম অন্তরঙ্গ হ'তে
থাক তুমি নিকটেতে
তবু তোমা দরশিতে চায় কি মানব ?
বিস্মৃত র'য়েছে পে'য়ে নশ্বর বৈভব।

১৩

বিজ্ঞান দর্শন প্রভো! কিছুই জানিনা আমি
তোমায় জানিতে জ্ঞান যে টুকু দিয়াছ তুমি
তাতে বুঝিয়াছি সার
তুমি নাথ সারাৎসার
তোমার ক্রীড়ার ঘরে পুত্তলিকা মত
যে দিকে ঘুরাও নাথ ঘুরি অবিরত।

১৪

কি দিয়া তোমায় নাথ! পূজিব তা বলি দাও
একমাত্র প্রাণ তব পূজার্থেতে বলি দাও
যদিও আমার নয়
তোমারি এ সমুদয়
তথাচ এ দেহাশ্রয়ে আছে কিছু দিন
তাই মোর বলি, দান করিতেছে দীন।

১৫

হৃদয়-আসনে নাথ ! বসাইয়া যতনেতে
পূজিছে তোমায় "দাদ" ভক্তিরূপ প্রসূনেতে
লও এই উপহার
ইহা ভিন্ন আর তার
নাই কিছু, দাও নাই,—(তুমি অতি দাতা)
মরমের মর্ম্ম তুমি জান জগৎপাতা।

১৬

এ সপ্ত সাগর যদি নানাবর্ণ মসি করি
লতা গুল্ম বৃক্ষ আদি লেখনী তুলিকা ধরি
চির আয়ু ধরি হায় !—
অমরত্ব যদি পায়
লিখিতে তোমার গুণ ও চিত্র রঞ্জিতে
না হবে সক্ষম কভু কেহ ত্রিজগতে।

১৭

এ মূঢ় পামর ক্ষীণ আয়ু তনু তনুধারী
বর্ণিতে মহিমা তব অতীব দুরাশা করি
লেখনী ধরিয়া করে
সাহায্য প্রার্থনা করে
সহায়তা কর দেব দাসের এ কাজে
প্রস্ফুটিত কর তার মানস সরোজে।

১৮

সুধাসম বাহিরিবে তব গুণামৃত ধারা
পানেতে অমর হবে তোমার ভকত যারা
হিরণ্য কুস্থানে হ'তে
বুধজনে বলে নিতে
ঘৃণ্য ক্রিমি সংকুলিত শুক্তি গর্ভ হ'তে
লয় না কি মুক্তারাজি সুসভ্য জগতে?

১৯

কাল চক্রে পেষিত এহৃদয় সারশী আজি
বৃন্তচ্যুত তাপ-দগ্ধ বিহীন কেশর রাজি
যদিও নীরসময়
তব নামে রসময়
হইবে সরস যথা সুরসাল ফল
রূপের ছটায় করে মানবে বিহ্বল।

২

দর্দুর কুরব সম দীনের কুরব শুনি
শ্রবণ বিকল হবে মনে হেন অনুমানি
যদি কেহ নাহি শুনে
শুষ্ক পদ্ম সুধা জে'নে
পান যদি নাহি করে ক্ষতি না গণিব
ভক্ষিব নিজেই; গে'য়ে নিজেই শুনিব।

২১

কলুষ-সঙ্কুল ভবে এ দীন য'দিন রবে
পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হ'তে সতত সাবধানিবে।
অজ্ঞান শিশুরে যথা
রক্ষা করে পিতা মাতা
পিতৃ মাতৃ হীন দীন নিরাশ্রয় ভবে
তুমি জগৎ-পিতা রক্ষা দাসেরে করিবে।

২২

যে অর্থ অনর্থ মূল শাস্ত্রের এ প্রবচন
কার্য্যস্থলে বৈপরিত্য করি তায় দরশন
ক্ষুধিতেরে অন্ন পান
বস্ত্র হীনে বস্ত্র দান
অর্থ বিনা তীর্থ কোথা দেখে পুণ্যবান
অর্থই দেখি এ ভবে স্বর্গের সোপান।

২৩

দ্রবীণে প্রবীণ মোরে কর নাই এই ভেবে
এ দীন হইতে বুঝি সদ্ব্যয় হবে না ভবে
ভূত ভাবী বর্ত্তমান
ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞান
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাই ত্রিজগতে
যাতে তব তুষ্টি নাথ! মম তুষ্টি তাতে।

২৪

দিলে না—চাহিনা অর্থ,—শাস্ত্রোক্ত অনর্থ-মূল
পরমার্থ পথে যেতে যেন নাহি হয় ভুল
মুক্ত রে'খ সেই পথ
এই মম মনোরথ
অন্তিম সময়ে যেন তব নাম সুধা
পান করিবারে কেহ নাহি করে বাধা।

হাজ্‌রাত্‌ নবিসাল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লামের প্রতি।

১

কি নৈবেদ্য দিয়া দেব! সেবিবে তোমায়, দান
তুমিই ভরসাস্থল মিটাইতে অভিলাষ
স্বপনেতে উরে উর
জনম সার্থক কর
কোকনদ-জুটিপদ রদ ও রসনে
ওষ্ঠাধরে পরশিয়া সফলি জীবনে।

২

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সৃজিত মানবকুল
ভবনদে পাপস্রোতে ভাসিয়া না পায় কূল
পাপীগণে উদ্ধারিতে
প্রেরিলেন এমরতে
তোমায় আরবদেশে মক্কানামা স্থানে
কোরেশ বংশেতে যাহা শ্রেষ্ঠ গুণে মানে।

৩

ধরম-জগতে ধ্বান্তহর রূপে দেখা দিলে
হইল কলুষ-ধ্বান্ত অন্ত দীক্ষা-করজালে
আলোকিলে বসুন্ধরা
একেশ্বর বাদে ধরা
ভরিল, প্রতিমাপূজা পাইলেক লয়
তব এ একত্ববাদ সর্ব্বত্র রটয়।

৪

পরমেশ প্রত্যাদেশ তব প্রতি হ'ল যবে
নানারূপে শত্রুতা করিল নরাধম সবে
ঐশ্বরিক শক্তি বলে
বিদূরিলে অবহেলে
ডুবিল পৌত্তলিকতা নরকের নীরে
উড়িল মোস্লেম-ধ্বজা ভবে চিরতরে।

৫

তোমায় বুঝিতে দেব! ঐশ্বরিক শক্তিবলে
"পূর্ণচন্দ্র দ্বিখণ্ড হইয়া আসি ভূমিতলে

দ্বিভাগে দুইটি ভুজ
পরশিয়া দুই করে হ'য়ে অধিষ্ঠিত
পড়ুক কলেমা তবে বুঝিব নিশ্চিত"।-

৬

এই প্রশ্ন করিলেক যতেক আরবগণ
পূরালে প্রত্যক্ষভাবে তাদের সে আকিঞ্চন
লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম ভীরু
মরুতে ওপদ-তরু
আশ্রয় করিল, হ'ল ভবাব্ধিতে পার
অবিশ্বাসী পাপচক্ষে দেখিল আঁধার।

৭

তব অলৌকিক শক্তি বর্ণে হেন শক্তিকার
দেবগণ পরাভব আমিত মানব ছার
তোমা করি নিমন্ত্রণ
হারালেন পুত্রধন
"জাবের" নামক কোনো সমুন্নত চেতা
সেহৃদি উৎকণ্ঠা হীন ; ধন্য সহিষ্ণুতা !

৮

কিবা তব দয়া দেব ! ওহৃদি করুণাধার
লভিল পরাণ ছুটি পুত্র আশিসে তোমার
পিতা পুত্র সহকারে
সুখে আহারাদি ক'রে
ও পবিত্র হৃদয়ের পবিত্র করুণা
দেখাইলে, রবে চির যাহার ঘোষণা।

৯

তোমার অসীম দয়া বিপন্নজনের পরে
নরকেন ?—পশুপক্ষী যত আছে চরাচরে
কুরঙ্গী প্রতিভূ হ'য়ে
পিঞ্জরে আবদ্ধ র'য়ে
দেখালে অসীম দয়া অলৌকিক ক্রিয়া
দেখিয়া শবর মনে শত ধিক্কারিয়া।

১০

এণেরে মুকতি দিয়া, "অহে এণধরানন !
আমায় মুকতি দাও" এই বলি দুচরণ
ধরিয়া যুগল করে
তিতিলা নয়ন-নীরে
এ ভব-সাগরে তুমি মোস্লেম-কাণ্ডারী
তোমার কৃপায় কূল পে'ল তার তরি।

১১

মুখশশী বিনির্গত "হাদিস" অমৃতরাশি
পানেতে অমর হ'ল কতশত যোগী ঋষি
মালেক ও নোয়োমান
হাম্বলাদি জ্ঞানবান
বোখারি, মোস্লেম শত শত জ্ঞানীগণ
মরিয়াও কীর্ত্তিগুণে জীবিত এখন।

১২

যতদিন বসুন্ধরা রহিবেক বিদ্যমান
যতদিন রবিশশী আলোকিবে এ বিমান,
যতদিন রবে নর
নশ্বর ভবের পর
তাবত তাঁদের নাম রহিবে অক্ষয়
তোমার নামের গুণে অহে গুণময়!

১৩

জগৎ-কারণ সহ সাক্ষাত করন আশে
নরমুখ তুরঙ্গমে যে'তে রজনীর শেষে
আরোহিতে হয় বরে
যাঁহার স্কন্ধের পরে
দিলে পদ ওই পদ প্রসাদে সম্পদ
পাইলা অতুল্য যেই আধ্যাত্মিক পদ।

১৪

তাতেই গৌরবান্বিত, তুলা কি মিলয়ে তাঁর!
ঋষিকুল-স্কন্ধোপরি পদদুটি সদা যাঁর
তব পদ-কোকনদ
নরকুলে পরপদ;
হয় সব অবসান আপদ বিপদ
মুক্তিপ্রদ আমার তোমার ওই পদ।

১৫

পবিত্র কোরানে বিভু "ইয়াসিন ও তাহায়"
পরিপূর্ণ ক'রেছেন তব গুণ গরিমায়
মানবের বৃথা আশ
তব যশ পরকাশ
করিতে, কেবল বাঁচালতা মাত্র সার
ভালবাসে বলি মন বুঝেনাক তার।

১৬

যে যাহারে ভালবাসে তারিগুণে হৃদি গাথা
বিপদে সম্পদে সুখে দুখে মুখে তার কথা
যদিও "ওয়েস" তুল্য
নাই এ হৃদির মূল্য
তব নামে এ হৃদয় স্বতই শতধা
দেখা পেলে দেখা'তেম নাই তায় দ্বিধা।

১৭

তুমিত হায়াতন্নবি মক্কা ও মদিনা ধামে
ডুবেনা পাপীরো ভরা তোমার পবিত্র নামে
মক্কা ও মদিনা স্থান
পাপরূপ যাতুধান
নাই তথা, সুপবিত্র বলি আখ্যা যার
তাদের কথায় কিবা কাজ অভাগার।

১৮

মক্কাতে জনম তব চির মদিনায় বাস
তোমার পবিত্র পাদস্পর্শে দুটি পুণ্যাবাস্
তারাত যাবেই ত'রে
সেই পুণ্যে অকাতরে
এ পাঁতারে পতিতরে আতরে বঞ্চিত
সাঁতারো জানেনা, তার, ডাকে প্রপঞ্চিত।

১৯

শফিওল মোজ্‌নেবিন—পাপিষ্ঠে তারিতে নাম
রাহাতোল্ আশেকিন—প্রেমিকে পূরা'তে কাম
কত গুণে কত আখ্যা
কে তার করিবে ব্যাখ্যা ?
তুমি না করিলে রক্ষা পরীক্ষা প্রদান
সে শিক্ষা সে দীক্ষা মম নাই দয়াবান।

২০

শেষ বিচারের দিনে যখন বিচারপতি
পাপ পুণ্য বিচারিবে অণু অণু রতি রতি
কি সাহসে দাঁড়াইব
কি বলি উত্তর দিব
দ্বাদশ আগুন্ খর কর বার মুখে
উগ্রভাবে দিবে চারি হস্ত দূরে থে'কে।

২১

এখন সহিতে নারি এই নিদাঘের কর
সে কথা স্মরিলে দেব কাঁপে কায়া থর থর
হৃদি হয় জর জর
ভয়ে প্রাণ মর মর
কোন্ আতপত্র তত্র বারিবে আতপ?
না আছে তথায়, দেব! ন্যগ্রোধ পাদপ।

২২

আদম হইতে দেখি বিবি মরিয়ম সুত
প্রেরিত পুরুষ যত পুণ্য কার্য্যে গুণযুত
আপন চিন্তায় সবে
ক্ষণ স্থির নাহি হবে
নফসি নফসি কবে—কিহবে আমার
কিরূপে করিবে তাঁরা অপরে উদ্ধার।

২৩

ওম্মতি ওম্মতি রব কেবল তোমার মুখে
পাপিষ্ঠ সেবকগণে ল'য়ে সদা অভিমুখে
করি ঈশে অনুরোধ
নরকের পথ রোধ
করি, সে সেবকগণে প্রেরিবে স্বরগে
করিবে সে সেতুপার দুমুখ তুরগে।

২৪

তুমি ভিন্ন পাপীগণে উদ্ধার করিতে আর
জনমেনি, জন্মিবেনা ; তোমায় উদ্ধার ভার
দিয়াছেন পরমেশ
দয়ার নাহিক শেষ
সে আশায় বুক বাঁধি হে গুণ আধার !
সম্বল বিহীন দীন, পা দুখানি সার।

২৫

যদ্যপিও পঞ্চবার আরাধনা দিবা নিশি
যদ্যপিও বর্ষ মাঝে মাস ভর উপবাসী
তপ, জপ, দান, ধ্যান—
গোপনে যা অনুষ্ঠান,
হৃদয়ের অনুতাপ, শুচিত্ব, তওবা,
একেরো ভরসা নাই প্রকাশিব কিবা !

২৬

তব শাফায়াত মাত্র এ দীনের পুঁজী পাটা
তোমার নামের হালি দেহ-তরি সহ আঁটা
তুমি হ'য়ে কর্ণধার
ভবনদী কর পার
যার তরণির তুমি হইবে নাবিক
আবর্ত্ত ও ঊর্ম্মি হ'তে সেজন নির্ভীক।

২৭

দেখাও তোমার দাসে যথায় জনম তব
তোমার সমাধি যথা যে'য়ে আশা পূরাইব
সেবকের কল্পতরু
তুমিই দীনের গুরু
তুমিই সে নরক-পাঁবিক-নিবারক
তোমার মধুর নাম অমিয় ব্যঞ্জক।

২৮

পবিত্র সমাধি ধারে বসিয়া পবিত্র নাম
করিব হৃদয় ভ'রে পূরাইব মনস্কাম
অয়স্কান্ত অয়সেরে
যথা আকর্ষণ করে
সেই মত লও দেব! সোণার মদিনে
কাঁদা'ওনা আজীবন জ্ঞান হীন দীনে।

২৯

তোমার সে দাসী, দেব! "শফিওন" নাম যার
সেবিতে তোমার পদ ধরা করি পরিহার
গিয়াছে অমর পুরে
তব দরশন তরে
দিও তারে পদে স্থান সেবিতে ওপদ
ও চরণ ভিন্ন নাই সহায় সম্পদ।

৩০

জপিত তোমার নাম গভীর নিশিতে বসি
"তাহাজ্জোদ" নামাজ পড়িত হ'লে শেষ নিশি
এ আদেশ পালে যেই
নিশ্চয় ত্রিদিবে সেই
যাবে, লিখা আছে "সেহা" মাঝে তব বাণী
ধন্য তব হৃদি দেব! করুণার খনি।

৩১

পিতা মাতা সহ দীনে শেষ বিচারের দিনে
উদ্ধারিও, উদ্ধারিবে আর কেবা তোমা বিনে?
তব নামামৃত পানে
অমরত্ব যেই জনে
পে'য়েছে, নিরয়াগুণে মনে নাহি গণে
কৌসারের প্রস্রবণ তব দুচরণে।

৩২

এ রসনা কুজল্পনা বিনা ত জানেনা হায়!
ক্ষীর ছানা পরিহরি অর্ক-ক্ষীর পানে ধায়
ফিরাইয়া গুণ ধাম
পিয়াই মধুর নাম
ভ্রষ্ট মুখে বার্ত্তা নষ্ট রাষ্ট্র এ প্রবাদ
ক্ষমি দোষ মিটাও মনের অবসাদ।

মৃত্যুকালে প্রথম বিলাপ।

১

হায় হায় কি হইল ! বিনামেঘে কে করিল
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শিরে
কার সাথে ছিল বাদ, কে সাধিল এ বিবাদ
ডুবাইল চির দুখ-নীরে।

২

এই মাত্র আলাপিলে, এখনি নিস্তব্ধ হ'লে,
চাঁদ মুখে কথা নাই কেন !
একবার চক্ষু মেলি, একবার মুখ তুলি,
কাণ পাতি কথা দুটি শুন।

৩

যাবে তুমি কি লাগিয়া, বল প্রিয়ে ! বিশেষিয়া,
আমিও যাইব তব সাথে
কখন যাওনি একা, পথে কত বিভীষিকা
আছে প্রিয়ে পাইবে দেখিতে।

৪

কভু অন্তঃপুর হ'তে, যাওনিক বাহিরেতে,
আঙ্গিনায় যে'তে রবিকরে
দ্রব হ'ত ও শরীর, বহ্নি তাপে নবনীর,
হৃদয় যেমন দ্রব করে।

৫

অমনি ব্যজন করে, ধরি সঞ্চালন ক'রে
করিতাম অঙ্গ সুশীতল
চ'খে মুখে অনর্গল, দিতুন সুগন্ধ জল,
এখন কে দিবে মোরে বল?

৬

এত ভালবাসা ছিল, ক্ষণ মাঝে লুকাইল,
হৃদয় পাষাণ থেকে তব
মোর দশা না ভাবিলে, ইচ্ছা হ'ল চ'লেগেলে
এ জ্বালা কেমন ক'রে সব!

৭

তোমায় না দেখি প্রিয়ে! মুহূর্ত্তেক স্থির হ'য়ে
এজীবনে রহিতে পারিনি
এখন কেমন ভাবে, মাস ও বরষ যাবে,
কিরূপে রহিব বিনোদিনি!

৮

যেদিন সঙ্গিনী হলে, সেই হ'তে সাথে ছিলে,
একদিনো হয়নি বিচ্ছেদ
দাম্পত্য-প্রণয়-গুণে, বান্ধা ছিনু দুইজনে,
কেমনে করিলে তার ছেদ।

৯

মোরে ছাড়ি পলাইতে, দয়া কি হল না চিতে,
পিরীতের এত রীতি নয়
নিজের সুখের তরে, প্রণয়ীরে বধ ক'রে
গেলে কি উচিত কার্য্য হয়?

১০

একবার তাকাইয়া, প্রাণনাথ সম্ভাষিয়া
হৃদয়ের অনল নিভাও
পূর্ব্বে যবে র'তে মৌনে, "প্রাণপ্রিয়ে" সম্বোধনে,
কৈতে কথা, বারেক তাকাও।

১১

কখনো করিতে মান, দেখিনি তোমায় প্রাণ,
এখন এ গুরুতর মান
কোথায় শিখিলে ধনি! বল বল চন্দ্রাননি!
এ মানের নাহি পরিমাণ।

১২

বহুক্ষণ সাধিতেছি, নিরবধি কাঁদিতেছি,
নেত্রজলে ধরণী তিতিছে
এত ক্রন্দনের রোল, যেন মহা হট্টগোল,
কই তব শ্রবণে পশিছে ?

১৩

তোমার নয়ন তারা, ইদি, মনু ও চেহরা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হল সারা
ইউসফ, এহসান, এরা দুটি জ্ঞানবান,
মেহেরুন জ্যেষ্ঠাটি জোহরা।

১৪

উন্মাদের মত এরা, কাঁদিয়া লোটায় ধরা,
কি করিয়া বুঝাই এদেরে
আত্ম বন্ধু প্রতিবাসী, যে শুনিছে সেই আসি,
ক্রন্দনের রোল বৃদ্ধি করে।

১৫

কি করিব হায় হায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
অন্তরেতে জ্বলিছে অনল
কিসে জ্বালা নিবারিব, বল বল কি করিব,
নিবারিতে ভক্ষিব গরল।

১৬

তুমি নয়নের তারা, তোমায় হইয়া হারা,
একেবারে সারা ধনে প্রাণে
জীয়ন্তে হইনু মরা, কেবল গরল ভরা
দেহ, জ্বালা জুড়াই কেমনে।

১৭

হে প্রেয়সি! তোমাবিনা, কভু প্রাণ রহিবে না,
কিছু আগু পিছু বই নয়
যেতে হবে আমাকেও. তুমি সঙ্গে না নিলেও,
আসিতেছি কহিনু নিশ্চয়।

১৮

পরিতেনা অভরণ, সেইটুকু বিশ্লেষণ,
দুজনের শরীরে রহিবে
দুই আত্মা এক হয়ে, দেহে দেহ মিশাইয়ে,
রাখিতে সদাই এক ভাবে।

১৯

কত শত জনপদ, কত নদী কত নদ,
বন উপবন ও ভূধর
মাঝে রবে ব্যবধান, কেমনেতে অবস্থান,
করিবে তো করনা উত্তর?

২০

কাঁদিতেছে পুত্রগণ, কাঁদিছে অধীনজন,
কাঁদে তব ভালবাসা পতি
শাখী পরে বসি পাখী, ভূমে চতুষ্পদে দেখি,
কাঁদিতেছে ম্লান ভাবে অতি।

২১

"চোক্‌গেল", "চোক্‌গেল", বলিতেছে অবিরল,
"পিউকাঁহা" বলিছে পাপিয়া
যদিও পূর্ণিমা নিশি, বনপ্রিয় "কুহু" ভাষি,
অমাতিথি কহিছে কাঁদিয়া।

২২

এ তিথির অবসান, এ তিথি হৃদি বিমান
হইতে, না করিবে প্রয়াণ
চির অমাবস্যা আসি, গ্রাসিল হৃদয় শশী,
আর না হইবে অন্তর্দ্ধান।

২৩

এ নিশি না পোহাইবে, সুখ-সূর্য্য না উদিবে,
হৃদয়-বিমানে এ জনমে
রবে চির অন্ধকার, সিংহিকা জননী যার,
গ্রাসিয়াছে মোর সে অর্য্যমে।

২৪

শুন আত্ম বন্ধু সব, আমার প্রিয়ার শব,
কেহ যেন দিওনা সমাধি
ওই শব ল'য়ে মাথে, বেড়াইব ঘাটে পথে,
যোগী ঋষি খুজি নিরবধি।

২৫

দুর্গম অটবি মাঝে, দুরারোহ গিরিরাজে,
অথবা কন্দরে কি প্রান্তরে
সরিৎ সাগর কূলে, নৈয়গ্রোধ তরুমূলে,
অম্বুধির সলিল ভিতরে।

২৬

খুজিয়া যথায় পাব, এ শব তাঁদেরে দিব,
জিয়াইয়া তাঁদের আশিসে।
সাথে ল'য়ে প্রেয়সীরে, আসিব এগৃহে ফিরে,
তোমরাও নাচিবে হরিষে।

২৭

ও জোহরা মেহেরুন! মোরে কে করিল খুন,
তোরা সব রহিতে সমুখে
রে ইসফ এহসান! সেই জনে ধ'রে আন,
এ হৃদি যে হানিল বিশিখে।

২৮

দয়া মায়া নাহি তার, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার,
করিল সে পাষাণ হৃদয়
অকালে হরিল কেন, মোর শিরে প্রহরণ
হানিল সে হ'য়ে নিরদয়।

২৯

কি ছিল আমার পাপ, তাতে এই পরিতাপ!
সহিতে হইল এজীবনে
তার প্রায়শ্চিত্ত মম, ছিলনা কি অন্যতম,
গুরুদণ্ড সহিবে কেমনে!

৩০

যার শিরে যাহা সয়, সেই বোঝা দিতে হয়,
সাধ্যের অতীত কেহ দিলে,
বহিতে পারে কি কেহ, ভাঙ্গে সে বোঝারী দেহ,
নহিলে তখনি দেয় ফেলে।

৩১

যদি অপরাধী জনে, দণ্ড দিবে থাকে মনে,
দেও দণ্ড সহিতে যা পারে
বধ যোগ্য পাপ হ'লে, বধ, ফাঁসী করবালে,
ভক্ষণাই ক'রনা কুকুরে।

৩২

ওরে যম ! কি বিষম, হৃদয় পাষাণ সম,
স্বজন করেছে বিভু তব
এক সঙ্গে চারিজন, প্রত্যাদেশে নিয়োজন
করিলেন, পূর্ব্ব কথা ভাব ।

৩৩

আদম সৃষ্টির কালে, মৃত্তিকা লইবে ব'লে,
সঙ্গীত্রয়ে পাঠাইলা ভবে
তারা কেহ না পারিল, কোমল হৃদয়, বল
শপথ কেমনে লঙ্ঘিবে ?

৩৪

তার পরে তুমি এলে, পৃথ্বীর মৃত্তিকা নিলে,
মানিলেনা শপথ তাহার
হৃদয় নিষ্ঠুর অতি, দেখি তাই বিশ্বপতি,
দেহীপ্রাণ করিতে সংহার ।

৩৫

কৈল তোমা নিয়োজিত, দয়া শূন্য ওই চিত,
অনায়াসে সাধ সেই কাজ
শোকার্ত্ত-করুণস্বর, দেবহৃদি জর জর,
সে রবে-বধির যমরাজ ।

৩৬

ওগো মাতঃ বসুন্ধরে ! দুখ তাপ লও হ'রে,
তুমি সতী অতি দয়াবতী
তবাঙ্কে শায়িত হ'লে, শোক তাপ যায় ভুলে,
অমিয় জড়িত কি মূরতি।

৩৭

পতিহীন অনাথিনী, পতি শোকে পাঁগলিনী,
পতি যার জীবন সম্বল
তিলেক সে পতি বিনা তিষ্ঠিবারে যে পারেনা
পতি বিনা জীবন বিকল।

৩৮

তুমি কোলে দিলে স্থান, সেও পায় পরিত্রাণ,
ভাবনা যাতনা সব যায়
প্রলাপ বিলাপ তারে, স্বইচ্ছায় পরিহারে,
স্বাস্থ্য-সুখে সুখেতে ঘুমায়।

৩৯

দেখ মাতঃ ! তব সুতা, সাধ্বী বৈদেহীর কথা,
একবার স্মরণ করহ।
সমুখে রাখিয়া পতি, অগ্নিপরীক্ষায় সতী,
উতরিলা ভাঙ্গিলা সন্দেহ।

৪০

তবু দুর্জ্জনের সাধ, মিটিলনা, পরমাদ
ভাবি সতী ডাকিলা তোমায়
অমনি হইলে দ্বিধা, ঘুচিল মনের দ্বিধা
প্রেবেশিলা সীতা সতী তায়।

৪১

এ কুপুত্রে উদ্ধারিতে, আবার মা এ মরতে,
দেখা দেও দ্বিখণ্ড হইয়া
প্রেবেশিয়া তবপুরী, এ যাতনা দূর করি,
অন্যোপায় না পাই ভাবিয়া।

৪২

হে বন্ধু বান্ধব গণ, তোমাদিগে নিবেদন,
রে'খ রে'খ এই অনুরোধ
পূর্ব্ব আশা না পূরা'লে, এইটি যে'ওনা ভুলে,
মোর সনে ক'রনা বিরোধ।

৪৩

দিলেনা আমায় শবে, লইলে তোমরা সবে,
দাও গোর, দিলে কি করিব !
আমার মাথাটি খাও, সবাই সদয় হও,
প্রিয়া সহ আমি'ও যাইব।

৪৪

একা ঘরে কোন দিন, রহিতে দেয়নি দীন,
সেও একা রহিতে নারিত
কভু যদি র'ত একা, কতশত বিভীষিকা
দেখি ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইত।

৪৫

এখন পাঠাব একা, মুহূর্ত্তে চক্ষের দেখা,
আর তারে দেখিতে পাবনা
সকলেরি পায়ে ধরি, হ'ওনা আমার অরি,
একা তোরে যাইতে দিবনা।

৪৬

আমিও যাইব সাথে, সাথী পাব আলাপিতে;
সেও সাথী আমারে পাইবে
বিভুগান দুইজনে, গাহিব আনন্দ মনে,
দিন কে'টে এরূপে যাইবে।

৪৭

তোমরা ক'রনা মানা, করিলেও শুনিবনা,
যাইব শবের সঙ্গে আমি
শুন সব বন্ধু জন, প্রেতক্রিয়া আয়োজন
কর সবে, মিছা যায় যামি।

৪৮

কি কর মা ও জোহরা, কি কর মা ও চেহরা,
কি কর মা মেহেরুন সতি !
তুইত সুরলা অতি, তোর উপযুক্ত পতি,
তোরে দিয়াছেন বিশ্বপতি ।

৪৯

জ্যেষ্ঠা সহ দুটি তোরা, গুণরত্নে হৃদি পোরা,
মাতৃস্নেহ তোরাই জানিস
পাইলি অনেক কষ্ট, তোদের মাতারে তুষ্ট,
ক'রেছিলি পাইলি আশিস্ ।

৫০

লও ওই পূত নীর, ধৌত কর ও শরীর,
পরাও পবিত্র শ্বেত বাস
কর্পূর চন্দন ধূপ, আতরাদি নানা রূপ,
দাও পরিধানেতে সুবাস ।

৫১

আমার নয়ন তারা, সাতটি মিলিয়া তোরা,
দীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে রও
তোমাদের মাতৃলীলা, ফুরাইল এই বেলা,
আত্মার কল্যাণ তাঁর চাও ।

৫২

আমারে বিদায় দাও, ফিরে সবে ঘরে যাও,
পতি, পত্নী সহ সুখে থাক
মোর কথা ভুলে যে'ও, পুত্র কন্যা পানে চে'ও,
পিতামাতা আর ভেবনাক।

৫৩

মনেতে ধৈরয ধ'র, পিতামাতা কোথা কারো
চিরদিন রহে ভবধামে
মোর কথা সুধাইলে, উত্তরিও এই বলে,
ব্রত হেতু আছেন সংযমে।

আত্মার মঙ্গল তরে, উপাসনা আদি ক'রে,
সমাধিতে প্রোথিত করিল
আমাকে প্রিয়ার সাথে, কেহ নাহি দিল যে'তে,
আত্ম হ'য়ে এবাদ সাধিল।

৫৫

কি করিব নাই সাধ্য, ভবিতব্যে সবে বাধ্য,
দুখ ভার বহিবার তরে
গেলনা ক পাপ প্রাণ, পরমেশ এ বিধান,
সয় প্রাণে বেঁধে যদি মারে।

৫৬

যাও প্রিয়ে ! যাও একা, মরতে আমার থাকা,
দুই চারি দিন মাত্র আর
বিভুরে বিনয় ক'রে, ত্বরায় লইতে মোরে,
ব'ল তিনি দয়ার আধার।

৫৭

যেমন হৃদয় ভ'রে, ডে'কে ছিলে সদা তাঁরে,
ঘুচাইতে সংসার-যাতনা।
তিনিও অমনি তার, দিয়াছেন পুরস্কার,
পূরালেন তোমার কামনা।

৫৮

আমিও ত ডাকি তাঁয়, শুনে না শুনেন হায়!
এ দুখ কহিব কায় আর
তাঁর ছাড়া স্থান নাই, উত্তর পাই না পাই,
যাই থাকে অদৃষ্টে আমার।

৫৯

এ তনু কলুষ-স্পৃষ্ট, তাতেই হওনা তুষ্ট,
পাপ-তাপে হৃদি ভ্রষ্ট অতি
কি করিব জগন্নাথ, শতকোটি প্রণিপাত,
ও চরণে থাকে যেন মতি।

৬৫

দীননাথ এ দীনের, ঘুঁচাও মনের ফের,
লও প্রভো! প্রেয়সীর কাছে
দাও ত্রিপিষ্টপে স্থান, সে আমার সুকল্যাণ,
করপুটে এই দীন যাচে।

স্বপ্ন দর্শনে দ্বিতীয় বিলাপ।

১

বিগত য়ামিনী যোগে দেখেছি যে সুস্বপন
জনমে কভু কি আর হবে তাহা সংঘটন !
কহিব কাহার কাছে
তুমি ছাড়া কেবা আছে
এ পোড়া মনের ব্যথা বুঝে কোন জন
প্রেমিক নহিলে প্রেমে কে করে যতন !

ভগ্ন খাটে ছিন্ন শয্যা চির জীর্ণ উপাধান
পাতিয়া, কম্বল গায়ে আছিলাম সু শয়ান
রজনী গভীরা কালে
নিদ্রার আবেশ হ'লে
স্বপনে প্রিয়ার সনে হ'ল আলাপন
বলিতে সে সব হৃদি বিদরে এখন !

৩

দেখিলাম প্রিয়া যেন পশ্চিম দুয়ারী ঘরে
পালঙ্ক উপরে বসি তাম্বুল লইয়া করে
দিলেন অধরে তুলি
হেন কালে "প্রিয়ে" বলি
সম্ভাষণ করিলাম মনের উল্লাসে
চাতক নীরদে যথা ডাকে নীর আশে।

৪

"ভালত আছহ প্রিয়ে! দৈহিক মঙ্গল তব
তোমার কারণে চেষ্টা করিয়াছি অসম্ভব
ভাবিনিক অর্থব্যয়
করিয়াছি দেহক্ষয়
অনশনে কতদিন করেছি যাপন
নীরোগ দেখিলে তোমা আনন্দে মগন"।

৫

কোকিল কূজন সম আধ আধ আধ ভাষে
উত্তরিলা প্রিয়া মোরে বিদ্যুৎ চমকি হেসে
"যে কষ্ট পেয়েছ, নাথ!
বলিতে তা বজ্রাঘাত
পড়ে শিরে, শরীর শিহরে তা ভাবিলে
ভালবাস বলি, নাথ! এতই করিলে"।

৬

"আমিত নিষেধ, নাথ ! ক'রেছিনু সেই কালে
মানিলেনা, ভবিষ্যৎ ভাবিলেনা অবহেলে
রাশি রাশি অর্থব্যয়
করিলে শরীর ক্ষয়
ঈশ্বর কৃপায় তব চেষ্টায় সুফল
ফলিয়াছে আজি মম দৈহিক কুশল।"

৭

"এ দেহ-লতিকা যবে শোভিল যৌবন ফুলে
আশ্রয় লইল দাসী তব তনু-সুরসালে
সেই হ'তে ধন প্রাণ
জীবন যৌবন মান
সকলি সঁপেছি ওই চরণ-রাজীবে
আমার কিছুই, নাথ ! নাই এই ভবে।

৮

বীণার নিক্কণ সম অমিয় জড়িত ভাষা
শ্রবণ বিবরে পশি বাড়াইল কত আশা
প্রেয়সীরে সুস্থ ভাবি
ভাবিনুনা ভাব ভাবী
বাহুযুগে গ্রীবা দেশ করিয়া ধারণ
বিম্বাধরে একবার করিনু চুম্বন।

৯

ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়া কহিলেক "প্রেমময় !
এ সকল তোমারিত আজ্ঞাধীন সুনিশ্চয়
যে বস্তু যাহার করে
তার জন্য স্থানান্তরে
চেষ্টা করে কোন জন উতলা হইয়া
উতলা দেখিলে তোমা বিদরে এ হিয়া।"

১০

হিংস্রক পরের সুখ দেখিতে পারেনা হায় !
চৈতন্য, শত্রুতা করি হরিল সে সুনিদ্রায়
জাগ্রত হইয়া দেখি
কোথা বা সে শশিমুখী
কোথা আমি ?—সেই ভগ্ন খট্টায় শয়ন
দশ দিশি অন্ধকার করি দরশন।

১১

তখন স্মরণ পথে উদিল এ কথা মোর
রে অভাগা ! বৈজয়ন্তে গিয়াছে প্রেয়সী তোর
নারী নহে এবে দেবী
কেনরে মানবী ভাবি
বামন হইয়া চাঁদে হাত আরোপিলি
চির সুখে তোর পড়িয়াছে জলাঞ্জলি।

১২

গত-নিশি-সুখ-নিদ্রা না হ'তে রে অবসান
কৃপাকরি যদি বিধি করিতেন এ বিধান
তাহ'লে প্রেয়সী সনে
থাকিতাম আলাপনে
শান্তিহীন সংসারে পে'তাম শান্তিধাম
এ পোড়া মনের পূর্ণ হ'ত মনস্কাম।

১৩

এক দুই তিন করি আজি ষষ্টবিংশ দিন
ভুলিবারে তোমা কত চেষ্টা ক'রে এই দীন
কৃতকার্য্য হয় নাই
সার ভাবিয়াছে তাই
আর ভুলিবেনা, জপ করিবে ওনাম
নিশ্বাস প্রশ্বাস সহ পূরাইবে কাম।

১৪

হস্ত পদ চক্ষু কাণ দুটি দুটি করি দিল
উড়িবারে দুটি পাখা নাহি বিধি প্রদানিল
তাহ'লে তবাম্বেষণে
বসুন্ধরা কি বিমানে
তন্ন তন্ন করি খুজিতাম চন্দ্রাননে!
কোথায় র'য়েছ প্রিয়ে! ছাড়ি এ অধীনে।

১৫

হৃদি মাঝে কি অনল জ্বালিয়া দিয়াছ ধনি !
সমভাবে জ্বলিতেছে কি দিবস কি রজনী
নিদাঘ-মধ্যাহ্ণ কালে
দিনমণি তাপে জ্বলে
যথা মরু, সেই মত জ্বলে এ হৃদয়
বাহিরে কেহই তাপ দেখিতে না পায়।

১৬

তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গ শৈত্য দার্জ্জিলিঙ্ কি ধবল
যার হিম শিলাস্পর্শে বৈশ্বানর সুশীতল
সে শিলা এ হৃদি স্পর্শে
উষ্ণ হ'য়ে দ্রব অংশে
পরিণত হইবেক সন্তাপের ভরে
জিজ্ঞাসিয়া জান, প্রিয়ে ! বিরহ বিধুরে।

১৭

উন্মাদের হিজি বিজি অর্থহীন ভাষাগুলি
অন্যের শ্রবণে কষ্টকর যথা তীক্ষ্ণ গুলী
কিন্তু উন্মাদের মন
ভাষ গুলি যতক্ষণ
নাহি বাহিরয় মুখে, ততক্ষণ তার
লাঘব হয়না হৃদয়ের গুরুভার।

১৮

ভাল মন্দ যে যা বলে তাতে ক্ষতি নাই প্রিয়ে !
যে ভাবে ও নাম জপি, তাতে শান্তি এ হৃদয়ে
যতক্ষণ মৌন রই
মনাগুণে দগ্ধ হই
তাই কবিতার সৃষ্টি—'উহু' 'আহা' ছলে
নিজেই গাহিয়া নিজে শুনি কুতূহলে।

স্ত্রৈণ অপবাদে মোরে যদি কেহ অপবাদে
সে কলঙ্ক-অলঙ্কার পরিব এ গলে সাধে
যে হৃদি কলঙ্ক-হারে
শোভেনি এ ধরা পরে
সে হৃদি-ক্ষেত্রেতে কভু প্রমদার পদ
বিহরেনা, প্রেমিকের খণ্ডিতে আপদ।

২০

বৈষয়িক কার্য্যে ত্যক্ত করিয়াছি তব চিত
সে কথা স্মরিলে হৃদি সদা হয় সন্তাপিত
যাইবে সে মনোরাগে
যদি জানিতাম আগে
হৃদয়-আসনে বসাইয়া দিবা রাতি
নেত্রাম্বুতে পদাম্বুজ সিক্তিতাম নিতি।

২১

ভালবাসি মোরে, প্রিয়ে ! ভালবাসা শিখাইলে
নারী-দেহে ভালবাসা বেশীদিন নাহি নিলে
এ ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহে
পূর্ণ প্রেম কভু নহে
আত্মায় আত্মায় প্রেম রবে চিরকাল
দংশিবারে নারিবে বিচ্ছেদ রূপ কাল।

২২

মরিতে বাসনা ক'রে কত চেষ্টিয়াছি তায়
পলাইছে দণ্ডধর মোরে দেখি পেয়ে ভয়
দুরাত্মার মৃত্যু নাই
শাস্ত্রে সদা ঘোষে তাই
আত্ম হত্যা করি নাই নরকের ভয়ে
তা ছাড়া অনেক চেষ্টা করিয়াছি, প্রিয়ে !

২৩

সর্পের দংশন হেতু সর্প-বিবরেতে হাত
নদীতে কুম্ভীর, বনে ব্যাঘ্র হেতু গতায়াত
দুখী বলি করি ঘৃণা
মোরে কেহ পরশেনা
রবিসুত যারে দেখি ভয় পায় মনে
ভক্ষিবে হিংস্রক জন্তু তাহারে কেমনে ?

২৪

শূন্য করি গৃহদ্বার শূন্য করি মম হৃদি
শূন্য করি দশ দিশি অটবি অচলাম্বুধি
গেলে প্রিয়ে! শূন্য দেখি
যে দিকে ফিরাই আঁখি
এক শূন্যে, শত শূন্য শূন্য বই নয়
বামে যার এক নাই শূন্যই নিশ্চয়।

২৫

তোমার প্রসাদে সুখ বহুল ক'রেছি আমি
সুখ আশে সুবিহ্বল নহি, তাত জান তুমি
ইদি, মনু, চেহরায়
সঁপিব কাহারে হায়!
এ তিনেরি তরে মন সদা ব্যাকুলিত
এ হৃদি পাষাণে চির থাকিবে অঙ্কিত।

২৬

ইদি, ও চেহরা, মনু তব নয়নের তারা
মাতৃ শোকে পাগলের মত হইয়াছে তারা
তাদেরে কে বুঝাইবে
তুমি সদা আশিসিবে
বিভু সন্নিধানে ক'র মঙ্গল কামনা
সেই শান্তি দাতা, যেন করেন সান্ত্বনা।

২৭

ঘর দ্বার এ সংসার কিছুই আমার নয়
দারা শূন্য হ'লে তার গৃহ আর কোথা রয়!
নবীনের এ সংসার
প্রাচীন নাহয় তার
উপযুক্ত, যোগ্যপাত্র হীনে যোগ্য কাজ
না হয় সম্পন্ন, ইহা বিদিত সমাজ।

২৮

শূন্য গৃহে থাকিবনা কাহারে হেরিব আর
কে সান্ত্বিবে এ অশান্ত হৃদয় এ অভাগার
যাব চলি সেই খানে
ল'য়ে যাবে যেই খানে
ত্রিনয়ন, ভূধর কন্দর কি প্রান্তরে
মরু কিবা তরুমূলে কাননে সাগরে।

২৯

যেখানে লইয়া যাবে যাব সেই খানে আমি
জপিব তোমার নাম জাগি জাগি সারা যামি
দিবা নিশি একাসনে
নীরাশনে অনশনে
যে ভাবে জীবন থাকে সে ভাবে সাধিব
প্রেমিকের দাস খাতে নাম লেখাইব।

৩০

মজনু, ফর্হাদ সম না হইতে যদি পারি
তাতেও আক্ষেপ নাই, হে সতি! হৃদয়েশ্বরি
না হব খস্রু সম
তাতে এ প্রতিজ্ঞা মম
অন্যের সুখেতে কাঁটা দিতে নাপারিব
যারে ভালবাসি তারে ভালই বাসিব।

৩১

দৈব ক্রমে একদিন দুজনে বচসা হয়
তাতেই কি মনোব্যথা পেয়েছিলে অতিশয়
সেই অভিমানে, প্রিয়ে!
অকালেতে তেয়াগিয়ে
শোক-সমুদ্রেতে, ফেলে ত্রিদিবে গমন
বারেক দাসের কথা হ'লনা স্মরণ।

৩২

কত সুখে স্বর্গ ভোগ, সেবিবে অপ্সরা দলে—
কিন্নরে শুনাবে গীত, গন্ধর্ব্ব তুষিবে তালে
হুর" দলে ফুল দিয়া
বেণী দিবে বিনাইয়া
অলকা চিরুণী করি কেহ ঝুলাইবে
কোথা সচী, রতি, রম্ভা? লাজে পলাইবে।

৩৩

হের সেই বিভু রূপ নয়ন ভরিয়া আজি
মুনি ঋষি ধ্যানে বসি হেরে যাঁর রূপ রাজী
যে রূপে নাহিক তাপ
পরিপূর্ণ পরতাপ
দিবা নিশি সম ভাব উজ্জ্বলতাময়
সে রূপের পিপাসুক স্বর্গবাসী চয়।

৩৪

মরতে তোমার যেই ছিল ভালবাসা, প্রিয়ে!
ভুলনা তাহার কথা সুখের ত্রিদিবে গিয়ে
তারে ল'তে সন্নিকটে
বিভু কাছে করপুটে
চাও, তিনি শুনিবেন (অতি দয়াময়)
স্বর্গবাসী আত্মা তাঁর প্রিয় অতিশয়।

৩৫

এ মরতে ছিলে যবে অপ্সরা কিন্নর হুর
কোথা সেবিয়াছে ?—সেবা করিয়াছে এ বিধুর
নব দাস দাসী পে'লে
প্রাচীনে কি যায় ভুলে ?
এ নহে মহৎ রীতি, প্রাচীনের কাছে
নবীনে শিখায় কাজ চিররীতি আছে।

৩৬

কিরূপ সেবায় তুমি তুষ্ট হও, বিধুমুখি !
অপ্সর, কিন্নর, হুর শিখুক আমারে দেখি
তবেত মনোজ্ঞ হবে
সেই হেতু মোরে লবে
সেবা আশে, সুলোচনে ! তব সন্নিধানে
প্রাচীনে রেখনা দূরে, অয়ি বরাননে !

৩৭

কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটি আরক্তিম করিয়াছি !
উচ্চারিতে তব নাম স্বরটিও ভাঙ্গিয়াছি
চিরজীর্ণ পরিচ্ছদ
পাদুকাবিহীন পদ
মলিন বসন, বেশ পাগলের মত
সত্য মিথ্যা পূত নেত্রে হও অবগত।

৩৮

যতদিন তোমা ছাড়া রহিতে হইবে, ধনি !
এই বেশভূষা সার করিয়াছি ভাগ্য গণি
পার্থিব সুখের মূলে
কুঠার হে'নেছি বলে
আর কি প্রবুদ্ধ হবে থাকিতে সংসারে
আর কি আমায় কেহ ভুলাইতে পারে।

৩৯

কেনরে হৃদয় আজি পুনঃ এত ব্যাকুলিত?
জন্মভূমি ত্যজিতেছি তাতেই কি সন্তাপিত
তা নয় তা নয় ভাই
তপস্যা করিতে যাই
প্রেয়সীর আত্মার মঙ্গল কামনায়
যাই সিন্ধুপারে সে পবিত্র মদিনায়।

৪০

মানবকুলের যিনি কলুষ হরণ তরে
কোরেশ বংশেতে জন্ম মক্কানামা সুনগরে
তাঁহার সমাধি যথা
মনানন্দে যেয়ে সেথা
সমাধিতে বসিয়া সে সমাধির ধারে
প্রিয়ার মঙ্গল হেতু আরাধিব তাঁরে।

৪১

হে মাতঃ! জনমভূমি বিদায় দেহ না দাসে
তব ঋণ পরিশোধ হল না, মা! বহ্বায়াসে
কভু কুপুত্রের দ্বারা
জননীর সেবা করা
হয়না ক,—শত শত পরীক্ষা হ'য়েছে
তা'বলে কি দাস তব ত্যাজ্য হইয়াছে।

৪২

জননী কোমল হৃদি না হয় কঠিন কভু
করুণা-পীযুষে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে বিভু
নির্গুণ সন্তান হ'লে
তারি তরে হৃদি গলে
যদি কৃপা করি তামঃ ! মনে রাখ তুমি॰
পাইব প্রসাদ তব সিন্ধুপারে আমি।

৪৩

হে বন্ধু বান্ধব, আত্ম অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী
আশীর্ব্বাদ কর দাসে সবে একমনে মিশি
প্রিয়ার মঙ্গল তরে
যাই আমি সিন্ধুপারে
ঈশ্বর করুন মম মানস সফল
চাহিতেছে "দাদ" তোমা সবার মঙ্গল।

৪৪

হে প্রেয়সি ! সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করিতেছি
আমিও যাইব আশু সে উপায় দেখিতেছি
কিন্তু আছে এই ভয়
বিরহীর আয়ু ক্ষয়
অল্পে হয় নাক কষ্ট করিতে সহন
সুখী সুশীলের হয় সহসা মরণ।

৪৫

নিশ্চয় কহিনু, প্রিয়ে ! বৎসরেক গত হ'লে
মিলিব তোমার সনে মনামোদে কুতূহলে
মিলন-সলিল দিয়া
বিরহাগ্নি নির্ব্বাপিয়া
'রহিব অনন্তকাল ঈশ্বর প্রসাদে
এই ভিক্ষা দেখা হ'লে স্থান দিও পদে।

৪৬

হে বিভো করুণাকর! সৃজন, পালন, লয়
প্রকৃতির কার্য্যাকার্য্য তব সূক্ষ্মাদেশে হয়
অদ্রি বালিকণা রূপে
নত তব পরতাপে
তোমার অসাধ্য কিছু নাই ত্রিজগতে
যাহা ইচ্ছা, ইচ্ছাময়! কর কটাক্ষেতে।

৪৭

তোমার প্রমোদোদ্যান হয় এই ত্রিভুবন
খেলিবার বস্তু তায় অগণন জীবগণ
কারে বা না হাসাইছ
কারে বা না কাঁদাইছ
যাতে তব অভিরুচি, কর প্রভো! তাই
কণা মাত্র আপত্তি তাহাতে কারো নাই।

৪৮

যে খেলার বস্তু তব মম হৃদি শূন্য করি
(অতুল্য খেলারু তুমি) লইয়াছ আশু হরি
সুখে সদা রেখ তারে
ভিক্ষা মাঙ্গে নতশিরে
এই দীন, দীননাথ! (তুমি দাতা অতি)
দীনের পূরাহ বাঞ্ছা পদে এ মিনতি।

তৃতীয় বিলাপ।

১

কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে
খুজিলে এ ত্রিভুবন কোথাও না পাইরে
সুধাইব কারে আর
হেন বন্ধু কে আমার
কে লবে এমন ভার কার কাছে যাইরে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে

২

হৃদয়-আকাশ হ'তে যে তারা খসিয়া রে
পড়িয়া গিয়াছে চলি, কোথায় ভাসিয়া রে
যে জান সে ব'লে দাও
আমার মাথাটি খাও
জে'নে যদি না বল ত তাহার দোহাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩

তটিনী, প্রতীর, সরি, সরসী, সাগরে রে
দুর্গম অটবি, কিবা ভূধর প্রান্তরে রে
আরাম, আপণে কত
খুজিতেছি অবিরত
কোথায় খুজিব আর বুঝি স্থান নাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪

হে কপোত! ধরা মাঝে তুই সুখী অতি রে
সঙ্গিনী সতত তোর সুখের কপোতী রে
হরিষে করিস গতি
দ্রুত যথা আশুগতি
তোর কাছে এ মিনতি প্রিয়া-বার্ত্তা চাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৫

ওঁ ক্ষুদ্র নয়নে ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র দেখ রে
মোর অপহৃত বস্তু যদি দেখে থাক রে
তোষ মোরে বলি দিয়া
নহে রোষি বলি দিয়া
নির্ব্বাপিত কর জ্বালা আমিও জুড়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

হে মাতরিশ্বন্ ! তুমি যাও সর্ব্বস্থানে রে
তোমার অগম্য স্থান নাই ত্রিভুবনে রে
যথা তব গতি নাই
সব শব সেই ঠাই
যদি দেখে থাক বল ও দয়ালু ভাইরে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৭

হে লোকলোচন ! তুমি দিধিতি-আধার রে
তোমার বিহনে হয় ব্রহ্মাণ্ড আঁধার রে
চক্ষু সত্ত্বে সব অন্ধ
যদি কর কর বন্ধ
দিনকর ! তব করে মোরা চক্ষু পাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৮

বল করে, খোজ ক'রে দেখুক তাহায় রে।
খুজে দীন দিন রাতি দীন-বেশে যায় রে
দিনপতি ! এ পতিতে
চেষ্টা পাও উদ্ধারিতে
নহে বল, কেঁদে কেঁদে সংসার কাঁদাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

যদি পূরাইতে পার মোর মনোরথ রে
ভুষিব রে দিয়া নব দুই চক্র রথ রে
আরোহিয়া নব রথে
যাবে আরো সত্বরেতে
উল্লাসেতে হে'সে আমি জগৎ হাসাইরে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১০

ওহে অব্দ ! মোর শব্দ শুনে কেন স্তব্ধ রে
তোমার আশ্রয় নিলে হয় ফল লব্ধ রে
তোমায় করিয়া দূত
পাঠা'য়ে গন্ধর্ব্ব সুত
পাইল প্রিয়ার বার্ত্তা, আমি যেন পাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১১

ওহে অন্যপুষ্ট ! তুষ্ট কর দগ্ধ প্রাণ রে
কঠিন এ ওষ্ঠাগত প্রাণেরে তিষ্ঠান রে
রাধিকার দূত হ'য়ে
জানাইলে শ্যামে গিয়ে
দূত হ'য়ে যাও, তোর পায়েতে বিকাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১২

বিচ্ছেদ ছেদন করে জীবন-বিটপী রে
মর মর হ'য়ে বেঁচে আছয়ে অদ্যাপি রে
পাইলে মিলন-বারি
সে বৃক্ষ বাঁচাতে পারি
কি উপায় করি এবে বিচ্ছেদে তাড়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১৩

"অপহৃত বস্তু পুনঃ ফিরিয়া পাইব রে
যথা হ'তে হারা'য়েছি তথায় রাখিব রে"—
সদা এই আশা দিয়ে
রাখিয়াছি এ হৃদয়ে
আর কত কাল তারে এরূপে ভাঁড়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১৪

হৃদি-রঙ্গালয় হ'তে স্নেহের পুত্তলী রে
আকস্মাৎ কে যেন লইল তায় তুলি রে
খুজিয়া তাহায় পে'লে
আনিয়া সে নাট্যশালে
মনের উল্লাসে তারে সদাই নাচাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১৫

যখন মানিনী হ'য়ে ঘোমটা টানিয়া রে
অধো মুখে মৌনভাবে রহিত বসিয়া রে
কৌশলে কহাই কথা
এটা ওটা এ তা সে তা
এবে নয় পায়ে ধরি কথাটি কহাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১৬

রূপের কথায় তার, কাজ কিছু নাই রে
গুণের তুলনা তার খুজিলে না পাইরে
অলি সম গুণ গুণ
করি সদা গুণ গুণ
রূপ ও গুণের গান প্রাণ ভ'রে গাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১৭

মাধবে প্রভাতি বায়ু বড়ই শীতল রে
সংযোগী আনন্দ লভে, বিয়োগী পাগল রে
আহা! তনু কি শীতল
পরশে নির্ব্বাণানল
পে'লে এবে দগ্ধহৃদি পরশি জুড়াইরে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১৮

হৃদয়-শুকতি হ'তে অমূল্য রতন রে
যতদিন হরিয়াছে আদিত্য-নন্দন রে
কিবা রাত্তি কিবা দিন
ক্ষুৎ-পিপাসে তনু ক্ষীণ
মুহূর্ত্তের তরে কভু নাহিক ঘুমাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

১৯

হৃদয়-চাতক সেই বলাহক বিনে রে
তৃষ্ণায় মরিবে তবু অন্য নীর পানে রে
রাখিবে না দগ্ধ প্রাণ
গেলেও সে ভাগ্যবান
যদি মেঘে জল দেয় এ চঞ্চু ভিজাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২০

মনোবন দগ্ধ দেখি প্রেম-কুরঙ্গিনী রে
বাস যোগ্য নয় বলি হ'য়ে আদরিণী রে
মনোরম্য উদ্যানেতে
ইচ্ছামত সুসেবাতে
র'য়েছে, যদ্যপি পাই, এ বনে চরাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২১

দুরাশা-ভূধরে মন খুজিতে উঠেছে রে
নৈরাশ্য-উরগে তায় সরাগে দংশেছে রে
এখন আসিয়া ওঝা
নামায় বিষের বোঝা
শিখায় সে মন্ত্র যদি এ বিষ নামাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২২

কোমল কমল-শয্যা এ গৃহে ছিলনা রে
বিলাস হবেনা তাই করিয়া ছলনা রে
পুষ্প-শয্যা তরে দিবে
গিয়াছে, দিয়াছে দেবে
এলে এবে এ হৃদয়-সরোজে শোয়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২৩

জপি নাম সারা দিন আশা না মিটয় রে
রসনা বাসনা করি সর্ব্বত্র রটয় রে
মনের সুখে মনো-শুকে
সতৃষ্ণায় সোৎসুকে
তার সে পবিত্র নাম সর্ব্বদা শিখাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২৪

কভু নিরাহারে কভু নীরাহারে রই রে
নর বই, কভু দেব বৈশ্বানর নই রে
তবে কি রূপেতে প্রাণ
দেহে করে অবস্থান
তাঁর নাম-সুধা সদা রসনে পিয়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২৫

এ মর-সাগর ত্যজি অমর-তীরেতে রে
ফল ফুলে সুশোভিত রম্যোপবনেতে রে
বিহরিছে মনোল্লাসে
যাইতে তাহার পাশে
দুরাশাক্ষে মন-তরি সজোরে ভাসাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২৬

দিন যায় আসে নিশি বাড়াতে যাতনে রে
হিমকর করে আরো কোকিল-কুজনে রে
মলয়ের সমীরণে
পাপিয়ার পিউতানে
কি দুখে পোহাই নিশি কি দুখে পোহাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২৭

হৃদয়-ইন্ধনে আজি জ্বলে যে অনল রে
কিসে পাব পরিত্রাণ সে উপায় বল রে
এ জ্বালা জুড়াতে জলে
গেলেও দ্বিগুণ জ্বলে
মিলনাম্বু বিনে কিসে অনল নিভাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২৮

বিচ্ছেদ-পঙ্কেতে হৃদি হয়েছে পঙ্কিল রে
কি দিয়া ধুইয়া তার ঘুচাই আবিল রে
বারেক দরশ পেলে
পদাম্বুজ ধৌত জলে
ঘুচাই সে আবিলতা হৃদয়ে ধোয়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

২৯

শান্তিহীন এ সংসারে শান্তির আশায় রে
বিস্মৃতির নীরে বিসর্জ্জিতে প্রতিমায় রে
চেষ্টা করি বাড়ে দুখ
বিদরিয়া যায় বুক
জুড়া'তে সে জ্বালা পুনঃ ও নাম ধেয়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩০

স্মৃতিরূপ হারে তার সাজাই হৃদয় রে
হস্তেতে পরাই তার নম্রতা বলয় রে
স্নেহ-কর্ণফুল কাণে
পরাই রে সযতনে
প্রীতিরূপ মল তার চরণে পারাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩১

উপন্যাস, নাটক, নভেল, কাব্য আদি রে
ব্যাকরণ, অভিধান পড়ি নিরবধি রে
কিছু লাভ নাহি হ'ল
কেবল সময় গেল
তাই রসনায় সদা ও নাম পড়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩২

এখন তখন করি দিন গত করি রে
সন্ধ্যা হ'ল, নিশি এল, গত বিভাবরী রে
এইরূপে মাস গেল
বরষ আগত হ'ল
এল ব'লে আশা দিয়া মনেরে ভুলাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩৩

না বুঝিনু সে কৌশল বিকল করিয়া রে
কেমনে এ মন নিল সে মন না দিয়া রে
তবুও তাহার তরে
সদা, মন ! কাঁদিছ রে
রে অবুঝমন ! তোরে কি দিয়া বুঝাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আজি তাই রে।

৩৪

তাহার বিহনে শূন্য দেখি দশ দিশি রে
সর্ব্বদাই অমা-নিশা—কি দিবা কি নিশি রে
যেদিকে ফিরাই আঁখি
কেবল আঁধার দেখি
সে শশি-কৌমুদী বিনে কোথা আলো পাইরে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩৫

মুহুর্ম্মুহ 'কুহু' 'কুহু' ভাষিছে কোকিল রে
সংযোগীর সুধা, বিয়োগীর কর্ণে কীল রে
কুহু অর্থে অমা-নিশি
প্রিয়া বিনা দশ দিশি
অমা-সম, বনপ্রিয় গাইছে তাহাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩৬

এ বসন্তে কান্তা সহ যার বিশ্লেষণ রে
তার জ্বালা সেই জানে না যায় বর্ণন রে
মলয়-মাতরিশ্বন্
করে বিষ বরিষণ
অভাগা-বিয়োগী-মুখে দাও সবে ছাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩৭

মলয়জ-ঘৃষ্ট-পঙ্ক নাশিতে সন্তাপ রে
দিলে অঙ্গে, আরো তায় প্রবৃদ্ধ প্রলাপ রে
কি সে শীতলিব তনু
সদুপায় না পাইনু
পেলে তার পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩৮

প্রিয়া হীন ঘরে মন থাকিতে না চায় রে
সান্ত্বনা করিতে আর না দেখি উপায় রে
পরিহরি ঘর দ্বার
বিভু নাম করি সার
প্রবাস-সাগরে তনু-তরিরে খেয়াই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৩৯

পাষাণ-হৃদয় তাই সহিলেক এত রে
কোমল হইলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইত রে
যে অঙ্ক প'ড়েছে তায়
সহসা যাবার নয়
দেখ যদি,—বল হৃদি ফাড়িয়া দেখাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪০

রসনায়, কণ্ঠে, হৃদে, শিরায় শিরায় রে
রস, রক্ত, মেদ, মাংস অস্থি ও মজ্জায় রে
শ্রবণ পাতিয়া শুনি
সর্ব্বস্থানে, চন্দ্রাননি!
তব নাম উচ্চারিছে, এসনা শুনাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪১

চক্ষু মুদি এ সংসারময় তোমা দেখি রে
পশু পাখী লতা শাখী যারে মনে আঁকি রে
সেই তব রূপ ধ'রে
সমুখেতে নৃত্য করে
স্ব স্ব রূপ প্রাপ্ত হয় যখন তাকাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪২

সত্য বলিতেছি, প্রিয়ে! যে তোমায় জানে রে
অশ্রু বিসর্জ্জন করে তব গুণ গানে রে
মম সনে নিষ্ঠুরতা
ক'রেছ, এ রূঢ় কথা
যদি বলে; তথা হ'তে অমনি পলাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪৩

অন্যেও খুজিল কত নিজেও খুজিনু রে
তোমার বারতা কোন স্থানে না পাইনু রে
বৃথা করি কাল নষ্ট
তাই বুঝিয়ারে স্পষ্ট
তোমার সন্ধানে, প্রিয়ে! মনেরে পাঠাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪৪

বহিনু ভূতের বোঝা জীবন ভরিয়া রে
বাঁধা ছিনু অধীনতা শৃঙ্খল পরিয়া রে
এখন স্বাধীন হ'য়ে
বেড়াই নে'চে ও গেয়ে
তোমার প্রেমিক নাম জগতে রটাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪৫

এ শূন্য ঘরেতে প্রিয়ে ! আর ত রব না রে
অকারণ এ জীবন আর খোয়াব না রে
তোমার কল্যাণ তরে
সেবিতে সে দেব বরে
মদিনায় যাই আমি মদিনায় যাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪৬

হে বিভো ! জগৎপাতা করুণা-আধার রে
কিসে পরিত্রাণ পাব এ ভব পাঁতার রে
লও মোরে সিন্ধু পারে
তোমার পবিত্র ঘরে
হে বদান্য-শ্রেষ্ঠ ! এই ভিক্ষা আমি চাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪৭

বসি সে পবিত্র ধামে সমাধি সাধিব রে
প্রিয়ার মঙ্গল হেতু তোমা আরাধিব রে
"মকসুদ" তোমার নাম
পূর্ণ কর মনস্কাম
তোমা হ'তে হতাশ্বাসে কেহ ফিরে নাই রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।

৪৮

কিসের অভাব প্রভো ! তোমার ভাণ্ডারে রে
কণামাত্র দানে মরামর আশা পূরে রে
তব দাস-অভিলাষ
না পূরালে উপহাস
করিবেক লোকে; যেন লজ্জা নাহি পায় রে
কি যেন আমার নাই খুজি আমি তাই রে।



চতুর্থ বিলাপ

১

এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !
এ কাণে ও মধুস্বর আর কি শুনিব রে
জনম ভরিয়া যদি
হাহাকার নিরবধি
করি, প্রাণেশ্বরি ! তোমা আর কি পাইব রে ?
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২

ব'লেছিলে "এ জীবনে বিচ্ছেদ হবে না রে
এ ভাবনা স্বপনেও কভু ভাবিবে না রে"
এখন সে কথা কোথা ?
তুমি সেথা, আমি হেতা
বিচ্ছেদ-শায়কে এবে কিসে বিমুখিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৩

হাসিয়া আমায়, প্রিয়ে ! সদা হাসাইতে রে
বীণার সুতান সম স্বর শুনাইতে রে
স্মরিলে সে সমুদয়
অবসন্ন এ হৃদয়
ধরাধামে আর, প্রিয়ে ! কি সুখে হাসিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪

দারিদ্র্য চক্রের আবর্ত্তনে এ হৃদয় রে
নিষ্পেষিয়া খণ্ড খণ্ড হ'ত যে সময় রে
করাম্বুজ পরশনে,
ভগ্ন খণ্ড স্ব স্ব স্থানে
মিশিত, নাশিত পীড়া (এবে) কিরূপে নাশিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৫

ভাষায় তোমার গুণ কহা নাহি যায় রে
যদি দুঃসাহসে কেহ বলিবারে চায় রে
খর্ব্ব ধরে দ্বিজরাজ
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিরাজ
বলিতে নারিবে কেহ আমি কি বলিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৬

অয়ি সুভাষিণি! মনে পড়ে কি না পড়ে রে
যে দিন বান্ধিলে মোরে প্রণয়-নিগড়ে রে
বাসর ঘরেতে বসি
হাসিয়া ঈষৎ হাসি
কত যে কি ব'লেছিলে কেমনে ভাষিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

৭

স্রবিল মুখেন্দু হ'তে উৎসাহের সুধা রে
কহিলে "এ বাক্যে নাথ ক'রনাক দ্বিধা রে"
ভানু সহ ছায়া সতী
যে ভাবে করেন গতি
আমিও তেমতি সাথী সর্ব্বদা রহিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

৮

সংসার-সাগরে করি তোমায় কাণ্ডারী রে
ভাসাইয়া ছিনু, প্রিয়ে! এ জীবন-তরি রে
কুল না পাইতে তার
তরি কৈলে পরিহার
এখন ডুবিল তরি, কেমনে রক্ষিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

৯

সাঁতারিতে এ নদীতে সাহস হয় না রে
বিরহ-কুম্ভীর ভয়ে প্রাণ ত রয় না রে
কে উপায় দেয় ব'লে
কে ধ'রে ডাঙ্গায় তুলে
কাকেও দেখিনে আর কারে বা ডাকিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১০

ডুবিল ডুবিল তরি সাধ্য কিছু নাই রে
কাণ্ডারী বিহনে তরি কেমনে বাঁচাই রে
যদিও ঘোরাবর্ত্তনে
পড়িয়াছি, চন্দ্রাননে!
তোমা বিনে কর্ণধার আর না করিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১১

এ দেহ বিচ্ছেদাগুণে সদাই দহিছে রে
মিলনাম্বু আশে প্রাণ এখনো রহিছে রে
দেখা দিয়া চিত্রভানু
নিভাও, বাঁচাও তনু
নহিলে কৃশানু দাহে সর্ব্বদা দহিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে।

১২

অশ্রু-জল সেচনিয়া এ দগ্ধ হৃদয় রে
কথঞ্চিৎ শীতলিব করি এ আশয় রে
সেচিলাম এ যাবৎ
তবু জ্বালা পূর্ব্ববৎ
সুখায়েছে তাপে অশ্রু কি আর সেচিব রে।
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১৩

রত্নাকর দিয়া বার ব্রহ্মাণ্ড ভিজা'লে রে
বৈশ্বানরে একেবারে নির্ব্বাণ করিলে রে
নিভিবে না এ অনল
মোর তাতে নাহি ফল
তোমার মিলন জল পেলে শীতলিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১৪

বিচ্ছেদ-মৃগয়ু মম মনরূপ এণে রে
মুমূর্ষু করিল বিষময় বাণ হে'নে রে
মিলন-ঔষধ দিয়া
বিশল্যকর এ হিয়া
নহিলে কি দিয়া জ্বালা বল নিবারিব রে।
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১৫

বসন্তের প্রারম্ভেতে বিয়োগী প্রাণান্ত রে
কান্তাহীন বিধুরের বন্ধুই কৃতান্ত রে
এ দুয়ের এক পে'লে
এ জ্বালা জুড়াব, নৈলে
আজীবন তুষানলে ক্রমশ জ্বলিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১৬

দু চ'খে দেখিয়া তোমা আশা মিটে নাই রে
প্রাণ ভ'রে দেখি যদি শত চক্ষু পাই রে
তাও বিধি নাহি দিবে
মম আশ না মিটিবে
দিলেও স্বপনে বল কত দরশিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১৭

মলয়জ, অরবিন্দ, কুমুদ, কহ্লার রে
শৈবাল, নলিনীদল, কর্দ্দম, তুষার রে
পরশি শীতল আশে
শীতলতা আরো নাশে
হায়! ও শীতল তনু কবে পরশিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

১৮

পরিহরি সাংসারীর পরিচ্ছদ আদি রে
প্রেমিকের ভূষা ভস্ম মাখি নিরবধি রে
তবু সাধ আছে মনে
পেলে তোমা চন্দ্রাননে !
ও পবিত্র পদরজঃ অঙ্গেতে মাখিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

১৯

লইয়া ডমরু, শিঙ্গা, হাতে জপ-মালা রে
পান-পাত্র করঙ্গাদি নারিকেল-মালা রে
পথে পথে তব নাম
গাহিব পূরাব কাম
দুকূলের বিনিময়ে অজিন পরিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২০

পান করি নাম-সুরা মত্ততা লভিয়া রে
খুলিব মনের দ্বার সরল হইয়া রে
গোপনীয় কথা প্রিয়ে !
দিব সব প্রকাশিয়ে
শুনিয়া হাসিবে লোকে উল্লাসে নাচিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২১

বীণাপাণি-সম নহে, ধরি বীণা করে রে—
তানসেন মত, প্রিয়ে ! তানলয় ক'রে রে
সা-রে-গা-মা সপ্তস্বরে
সাধি রাগ রাগিণীরে
গাহিব তোমার গান সর্ব্বদা গাহিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২২

বিজন প্রান্তরে কিবা ভূধর কন্দরে রে
বসি যোগাসনে বাত কিবা বারাহারে রে
এক চিত্ত এক মনে
সদা রহিব রে ধ্যানে
দরশিতে চন্দ্রানন বিভুরে সাধিব রে !
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২৩

অভাগার যোগ যদি না হয় সাধন রে
পুনশ্চ বসিব ধ্যানে প্রাণ করি পণ রে
সাধনায় দেবগণ
কভু প্রতিকূল নন
কাঁদিলে উপজে দয়া না হয় কাঁদিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২৪

যদি দেব-আদিদেব স্তবে তুষ্ট হ'য়ে রে
বলেন "বাঞ্ছিত ধনে লও সন্ধানিয়ে রে"
তাহ'লে এ তিন পূরে
দেব-শক্তি লভিব রে
দেববরে, বরাঙ্গনে! খুজিয়া লইব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

২৫

অজর অমর পুরে দেখি নির্জ্জরেরা রে
বলে,'সে—রে' "সে কেমন বল তব নেত্র-তারা রে"
শত মুখ চে'য়ে ল'য়ে
আনন্দে প্রমত্ত হ'য়ে
রূপের শতাংশ তর্ব ক'তে কি পারিব রে?
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

২৬

আশ্রয়াশ-তাপ সম বিরহ-সন্তাপ রে
যে বলে তাহার কথা নিশ্চয় প্রলাপ রে
বৈশ্বানর নিভে জলে
এ তায় দ্বিগুণ জ্বলে
পেলে দরশন-বারি এ জ্বালা দমিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

২৭

এ সন্তপ্ত তনু কর পরশি শীতল রে
নহে প্রাণ যাবে চলি সে অতি চঞ্চল রে
নিদাঘে আসিতে পথে
স্বেদবিন্দু ললাটেতে
ঝরে যদি, কর-বৃন্তে সদা ব্যজনিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২৮

যাতে মনস্তুষ্টি হবে তাহাই করিব রে
হৃদয়-আসনে তোরে বসায়ে রাখিব রে
স্নেহ-হার ও গ্রীবায়
ভকতি-নুপূর পায়
প্রেম-সারসনে, প্রিয়ে ! ও কটি ভূষিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

২৯

এখন কি রবে তব মনঃপূত করে রে ?
'কোকিল' কি 'চোকগেল' 'পাপিয়ার' স্বরে রে
কিবা সে ফুটিকজল
অতি রম্য সেই কল
যাহাই শুনিতে চাও তাই কুজনিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৩০

কি পাঠ শুনিতে তব ইচ্ছা হয় এবে রে
প্রকাশি, প্রেয়সি! এ দাসেরে ব'লে দিবে রে
নাটক, নভেল, কাব্য
যা হয় তব সুশ্রাব্য
দিবা নিশি তাই তব সমুখে পড়িব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

৩১

'কি খেলা খেলিতে, প্রিয়ে! মানস তোমার রে
প্রকাশ করিয়া ভাঙ্গ উৎকণ্ঠা আমার রে
তাস পাশা বাঘ বাঁধা
সৎরঞ্চ গোলকধাঁদা
যে খেলা খেলিতে চাও তাহাই খেলিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

৩২

এ সব না হয়, প্রিয়ে!—বিভু নাম করি রে
পাতকী যে নাম-তরি-যোগে যায় তরি রে
যে পবিত্র নাম স্বর্গে
পাঠ করে দেববর্গে
তব ভালবাসা স্বরে সে নাম করিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে!

৩৩

ত্র্যম্বক, সহস্রাম্বক, সোম ও ভাস্কর রে
তারকারি; তারকাদি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর রে
কালেতে পাইবে লয়—
যার জন্ম কুবলয়
হ'তে, আর কার কথা এ মুখে বলিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৩৪

জন্মিলে মরিতে হবে এ কথা নিশ্চয় রে
নশ্বর মানব দেহ অমর ত নয় রে
তবে শোক দুঃখ কেনে
এ কথাটি জেনে শুনে
বুঝে না পাগল মন !—আমি কি বুঝিব রে !
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৩৫

শোক দুঃখ পাশরিতে ভুলিতে তোমায় রে
উপদেশ দেয় সবে এ হতভাগায় রে
উপদেশে ফল নাই
যা ছিনু এখনো তাই
পরের কথায় তোমা কেমনে ভুলিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৩৬

সে সব তাপস কুল নাই এ ধরায় রে
জীবন দিয়াছে যাঁরা বহুল মরায় রে
"মনসুর" তাপস বর
ব্যক্ত নাম চরাচর
জিলানীর" গুণগান কেমনে করিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৩৭

ভগবান্ "ঈসা"-যারে যিশুখৃষ্ট বলে রে
অত্যাপি জীবিত র'য়েছেন যোগ বলে রে
মৃতদারে মৃতদারা
জিয়াইয়া পুত্র মরা
কত পতি, মাতা তোষে ;—কি আর বলিব রে !
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে।

৩৮

সে সব তাপস সম তাপস প্রবর রে
আছে এ ধরায় কিন্তু আছে অগোচর রে
সদা খুজিতেছি তাই
ভাগ্যক্রমে যদি পাই
তাঁ'দের আশিসে, তোমা জীয়ায়ে লইব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে।

৩৯

সে রূপ তপস্বী যদি দুর্ভাগ্যে না মিলে রে
স্বর্গ হ'তে ভগবান "মসিহ" নামিলে রে
করি শত নমস্কার
ধরিব চরণে তাঁর
প্রবাহিয়া অশ্রু-বার পদ প্রক্ষালিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪০

হৃদয়-বিদীর্ণকর শোকার্ত্তের নাদ রে
করুণ হৃদয় শুনি গণে পরমাদ রে
হইলে তাঁহার দয়া
তোরে পুনঃ আশিসিয়া
জীয়াইলে, তোমা রত্নে আবার লভিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪১

পাগলের মত ভাষিলাম এতক্ষণ রে
দুর্ভাগার আশা পূর্ণ না হয় কখন রে
সে সুখের দিন গেছে
আর কি সে দয়া আছে
আর কি সে মত সাধু খুজিতে পারিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪২

বারেক "মসিহ" দেব নামিবে ভূতলে রে
কত যুগ যুগান্তরে নিশ্চয় কে বলে রে ?
সে আশায় প্রাণ পাখী
এ পিঞ্জরে থাকিবে কি ?—
কখনই থাকিবে না, কেমনে রাখিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪৩

তাই বলিতেছি, প্রিয়ে ! কিছুই হবে না রে
আমার এ মনোআশ কভু মিটিবেনা রে
একটি উপায় তার
করিয়াছি আবিষ্কার
শুন যদি, তবে শান্তি নিশ্চয় লভিব রে
এ চ'খেও চাঁদ মুখ আরকি দেখিব রে !

৪৪

বিভু সন্নিকটে করপুটে এই চাও রে
"মর্ত্ত হ'তে এ নাকেতে পতি আনি দাও রে"
তিনি ত করুণাধার
তোমার এ আবদার
শুনিবেন, তাঁর দয়া কত বাখানিব রে
এ চ'খেও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪৫

নশ্বর মানব কভু এদেহ লইয়া রে
নৈসর্গিক অন্যথায় স্বরগে যাইয়া রে
আত্ম বন্ধু প্রিয়জনে
শক্ত নয় দরশনে
তবে যদি লন তিনি, অবশ্য যাইব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪৬

তাঁর দয়া হ'লে, যাঁর স্থজিত স্বভাব রে
অসাধ্য সুসাধ্য, অসম্ভব সুসম্ভব রে
সূচ রন্ধ্রে করী বরে
প্রবাহিয়া অকাতরে
প্রকাশে মহিমা তাঁর ;—কত তা বর্ণিব রে !
এ চ'খেও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪৭

"জোহরা" রমণী-রত্নে উড়ু রূপ দিয়া রে
রেখেছেন অন্তরীক্ষে উজ্জ্বল করিয়া রে
"ইদরিস" নবি বরে
ল'য়েছেন সশরীরে
স্বর্গপুরে,—এই মত কত দেখাইব রে
এ চখে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !

৪৮

জগৎ-কারণ প্রভো ! বিপদ-তারণ রে
দাসের বিপদ, নাথ ! কর না হরণ রে
যাতে হৃদে শান্তি পাই
শান্তিদাতা ! কর তাই
প্রিয়ার বিরহ আর সহিতে নারিব রে
এ চ'খে ও চাঁদমুখ আর কি দেখিব রে !



পঞ্চম বিলাপ।

১

রেখ অভাগারে মনে, ভুলনা ভুলনা, প্রিয়ে !
সদা ভুলি ভুলি করি
কখনো ভুলিতে নারি
হৃদয়ে বসতি যার, ভুলি তারে কি করিয়ে ?

২

হৃদয়ের প্রতি স্তরে
তব নামাঙ্কিত ক'রে
রাখিয়া গিয়াছ, প্রিয়ে ! ভুলিব বলিয়া ;
আমি এই পোড়া নাম—
পূরাইতে মনস্কাম—
কখনই লিখাইতে পারি নাই ও হৃদয়ে।

৩

রহিয়া অমর পুরী
কিছু দিন ক্রোধ করি
দিলেনা'ক দরশন নিদয় হইয়া
তোমার আদেশ শু'নে
নিদ্রা দেবী দু'নয়নে
এক দিনো আসেনিক কভু পথ হারাইয়ে।

৪

এবে জ্বালা বাড়াইতে
সে নিদ্রা দেবীর সাথে
আসিয়া উদয় হও নয়ন মুদিতে ;
নয়ন-কুরঙ্গ, হায় !
মৃগ-তৃষ্ণা সম তায়,
কুরঙ্গ-নয়নি ! ভ্রমে পড়ে তোমা দরশিয়ে।

৫

কভু মনোরমোদ্যানে
ল'য়ে যাও, চন্দ্রাননে !
বসিয়া রসাল তলে রসালাপ কর
মরীচিমালীর করে
এ মুখে স্বেদাম্বু ঝরে
দেখি সচকিতে দাও বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়ে।

৬

হাসি হাসি চাঁদ মুখে
কোকনদ-কর বুকে
আরোপিয়া, বল পরভৃত-কলনাদে,
"দাসী সঙ্গে আছে যার
কি ত্রুটি সেবায় তার ?
বিষাদ-নিষাদে, নাথ ! দিব দূরে খেদাইয়ে।"

৭

সরসী সারসী সনে
দ্বিরেফ সানন্দ মনে
বিলাস করয়ে কত নব নব ভাবে,—
করি রব গুণ গুণ
গায় সরোজিনী গুণ
বিয়োগীরে করে খুন সংযোগীরে হাসাইয়ে

৮

ভাবী বিয়োগের ভাব
মনে হ'য়ে আবির্ভাব
মনের যাতনা যেন বাড়িয়া উঠে লো।
তব মুখ সুধাকর
সুধা ক্ষরি নিরন্তর
অমর করল যেন বাক্য-সুধা পিয়াইয়ে।

আশ্বাসিয়া সে সময়
কহিতে, "হে রসময়!
সঙ্গিনী রহিতে সাথে ভয় কি তোমার?
বিচ্ছেদের বৈশ্বানর
তব হৃদে, প্রাণেশ্বর!
পরশিতে পারিবে না দিবে দাসী নিভাইয়ে।"

১০

কখনো ত্রিদশালয়ে
এ দাসেরে যাও ল'য়ে
হৈম-গৃহে মরকত-খচিত-পর্য্যঙ্কে
বসা'য়ে অপ্সর বৃন্দে
সেবিবারে পাদদ্বন্দে
আদেশ করহ, প্রিয়ে! স্নেহ-জাল বিস্তারিয়ে।

১১

কখনো মানিনী হ'য়ে
ঘোমটায় আবরিয়ে
মুখচন্দ্র,—স্তনয়িত্নু যেমন শরদে
আবরিয়া ক্ষপাকরে
চকোরে সন্তপ্ত করে
দুর্ব্বিষহ দুখানলে জ্বালাইতে থাক হিয়ে!

১২

নিদ্রা ভঙ্গে তাকাইলে
তোমায় আর না মিলে
কোথায় লুকাও, প্রিয়ে! বুঝিতে পারি না।
স্বপনের কথা স্মরি
উন্মাদের মত করি
বেড়াই সন্ধানে তব চিন্তায় বিভোর হ'য়ে।

১৩

বিস্মৃতির পথে যদি
অগ্রসর হয় হৃদি
অমনি স্বভাব আসি বাধা দেয় তায়
হইয়া তোমার চর
আসে সব চরাচর
সন্তাপিত করে পুনঃ স্মৃতি-পথ আগুলিয়ে।

১৪

কোকিল রসালে বসি
কুহু কুহু কুহু ভাষি
নির্ব্বাপিত অনল জ্বালিয়া পুনঃ দেয়
তোমার সুস্বর বলি
হ'য়ে অতি কুতূহলি
তখনি রসাল তলে অন্বেষণ করি গিয়ে।

১৫

পুনঃ যবে রব করে
উচ্চেতে রসাল পরে
তখনি মনের ভ্রম হয় বিদূরিত
এ নহে আমার প্রিয়া
এ যে দেখি বন প্রিয়া
হায় রে কপাল গুণে আত্ম আসে পর হ'য়ে !

১৬

যবে নব বিবস্বান
নবীন দধিতি দান
করিয়া, সরসী মাঝে হাসায় কমলে
পে'য়ে অলি সে সুগন্ধ
পিতে অব্জ-মকরন্দ
গুণ গুণ গুণ করি পশিছে কমলে গিয়ে।

১৭

দেখি রূপ নলিনীর
মনে হয় প্রেয়সীর
প্রাতস্নান, কাল এটি-খুলিয়া ঘোমটা
স্মিতানন পরকাশি
অবগাহে নীরে পশি
ভূষণ-শিঞ্জন কর্ণে দিতেছে সুধা ঢালিয়ে।

১৮

সৌদামিনী সহ ঘন
অম্বরেতে দরশন
দেয় যবে, মনে হয়—প্রেয়সী আমার
বিনায়ে চিকণ বেণী
সুসীমন্ত, সিমন্তিনী
আসিছে আলোকী পথ পর-চক্ষু ধাঁধা দিয়ে।—

১৯

লতায় লতায় যবে
পক্ক বিম্ব গুলি শোভে
পবন-হিল্লোলে মৃদু কম্পমান হয়
মম সহ আলাপিতে
প্রেয়সী হরিষ চিতে
আধ আধ সম্ভাষিছে ওষ্ঠাধর হেলাইয়ে।

২০

দাড়িম্ব উরজ রূপে
বীজগুলি মুখ কূপে
দন্ত বলি নয়নের ভ্রম জন্মাইছে
ইন্দ্রধনু বিহায়সে
ভ্রূযুগ অতীব রোষে
সৌদামিনী-ইষু যেন সুকটাক্ষ সন্ধানিয়ে।

২১

হরির হেরিলে মধ্য
ভুলি তোমা কিবা সাধ্য ?
তখনি উদয় মনে, হে ক্ষীণ মধ্যমে !
চলিতে মরাল, দ্বিপে
দেখিলে, মনের তাপে
তোমার চলন, ধনি ! স্মৃতি দেয় জাগাইয়ে

২২

খঞ্জনে চলিতে দেখি
অঞ্জন মিলিত আঁখি—
মনে হয় আরো যেন ইন্দিবর দুটি
দু'টি ভ্রমরের সনে
খেলিতেছে হর্ষ মনে
স্বভাব দেখায় সদা তব রূপ প্রকাশিয়ে।

২৩

এই রূপ যে সময়ে
যেই দিকে চাই, প্রিয়ে!
তোমার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিবারে পাই।
একবার দয়া ক'রে
আসি এই শূন্য ঘরে
ঘুচাও মরম-জ্বালা জাগরণে দেখা দিয়ে।

২৪

তা যদি না পার, প্রিয়ে!
আমারে ত্রিদশালয়ে
লও, যথা সুখে বাস কর হর্ষ মনে
পিয়ে তব বাক্য-সুধা
মিটাব মনের ক্ষুধা
আর আর যত আশা মিটাইব দরশিয়ে।

ষষ্ঠ বিলাপ।

১

আজি কিবা শুভদিন, আজি কিবা শুভদিন,
সম্মিলিত হইয়াছে কি ধনী কি দীন !

২

মুখে হর্ষের আভাস, মুখে হর্ষের আভাস,
অন্তরে খেলিছে ভক্তি-রসের উচ্ছাস।

৩

স্ব স্ব সাধ্যমত নরে, স্ব স্ব সাধ্যমত নরে,
সজ্জিত হইয়া চলে নামাজ মন্দিরে।

৪

আজি বক্‌রিদের দিন, আজি বক্‌রিদের দিন,
সকলেই উৎসাহিত কেহ নহে হীন।

৫

করি ভজনা মন্দিরে, করি ভজনা মন্দিরে,
সমাগত নরে হর্ষে আলিঙ্গন ক'রে।

৬

সবে চলে নিজ বাসে, সবে চলে নিজ বাসে,
প্রিয়া সহ আলিঙ্গিতে মনের উল্লাসে।

৭

আমি হ'য়ে উৎসাহিত, আমি হ'য়ে উৎসাহিত,
অন্তঃপুর মাঝে যেয়ে হই উপনীত।

৮

দেখি প্রিয়া তথা নাই, দেখি প্রিয়া তথা নাই,
বাস ঘরে আছে, মনে ভাবি তথা যাই।

৯

দেখি শূন্য সেই ঘর, দেখি শূন্য সেই ঘর,
সমুখে দেখিনু স্মৃতিদেবী অগ্রসর।

১০

"বলে হতভাগ্য দাদ" "বলে হতভাগ্য দাদ"
তোর সে রতন, ত্যজি সংসার বিষাদ।

১১

সুখ আশে সুরপুরী, সুখ আশে সুরপুরী,
গিয়াছে-বিষাদ হীন সদা যে নগরী।

১২

এ অশান্তি নিকেতনে, এ অশান্তি নিকেতনে,
শান্তি বোধ ক'রেনিক কভু সে জীবনে।

১৩

তোরে ব'লে যেত যদি, তোরে ব'লে যেত যদি,
হরিষে কি যেতে দিতে হ'তে তায় বাদী।

১৪

শুনি স্মৃতির বচন, শুনি স্মৃতির বচন,
বুঝিনু আমার এই অদৃষ্ট-লিখন।

১৫

আমি আছি অকিঞ্চন, আমি আছি অকিঞ্চন,
সাধ্বী স্ত্রী অমূল্য রত্নে হই মহাজন।

১৬

স্বর্গে এ সম রতন, স্বর্গে এ সম রতন,
দু'চারিটি বই পায়নিক দেবগণ।

১৭

শোভা বাড়া'তে স্বর্গের, শোভা বাড়া'তে স্বর্গের,
সে রত্ন লইতে বাঞ্ছা হইল দেবের।

১৮

তাই প্রকৃতি দেবীরে, তাই প্রকৃতি দেবীরে,
বলিল অমূল্য রত্ন লইতে অচিরে।

১৯

সেই কারণে নিসর্গ, সেই কারণে নিসর্গ,
হ'রেছে,—যে সহায়ে পেতাম চতুর্ব্ব।

২০

ঘন পয়োধর তার, ঘন পয়োধর তার,
চারু কৃষ্ণ সুকচ ক'রেছে অপহার।

২১

অব্দ-মাঝে সৌদামিনী, অব্দ-মাঝে সৌদামিনী,
হ'রেছে সীমন্ত দেখি দ্বিভাগ সুবেণী।

২২

হেরি মরি কি কবরী! হেরি মরি কি কবরী!
কৃষ্ণোরগ কুণ্ডল-কৈতবে লয় হরি।

২৩

পূর্ণ অত্রির নন্দন, পূর্ণ অত্রির নন্দন,
হরিয়াছে প্রেয়সীর সুন্দর আনন।

২৪

সে ত নিষ্কলঙ্ক ছিল, সে ত নিষ্কলঙ্ক ছিল,
তবে এ কলঙ্কযুক্ত কেমনে হইল।

২৫

নিতে সে রাকা বদন, নিতে সে রাকা বদন,
অলকার শোভা হেরে ক'রেছে হরণ।

২৬

অন্তরীক্ষে শক্র-চাপ, অন্তরীক্ষে শক্র-চাপ,
কোদণ্ড কোদণ্ড হরে একি পরিতাপ।

২৭

এণ হরিয়া দর্শন, এণ হরিয়া দর্শন,
এণ-ধর হৃদে করিয়াছে পলায়ন।

২৮

রত্ন-গর্ভা শুক্তিদল, রত্ন-গর্ভা শুক্তিদল,
হ'য়েছে শ্রবণ দুটি করিয়া কৌশল।

২৯

হরি বাঁশরী নাসায়, হরি বাঁশরী নাসায়,
শুকশারী চঞ্চুরূপে ব্যবহারে তায়।

৩০

শুভ্র সুগোল গ্রীবায়, শুভ্র সুগোল গ্রীবায়,
হরি শুভ্রদ্বীপ রদ রূপে রাখে যায়।

৩১

রেখাত্রয় সুশোভিত, রেখাত্রয় সুশোভিত,
কম্বুগ্রীবা বলি যাহা আছয়ে ঘোষিত।

৩২

সে শোভায় কে হ'রেছে, সে শোভায় কে হ'রেছে,
কম্বু লয়ে অম্বুনিধি মাঝে লুকায়েছে।

৩৩

সু সরল ভুজলতা, সু সরল ভুজলতা,
লইয়াছে মৃণাল করিয়া চতুরতা।

৩৪

তবে কাঁটা কেন তায়, তবে কাঁটা কেন তায়,
চৌর্য্য অপরাধে কাঁটা বিঁধিয়াছে গায়।

৩৫

মরি কি প্রশস্ত বক্ষ ! মরি কি প্রশস্ত বক্ষ !
মানব কি ছার ? মোহ যায়.দেব যক্ষ ।

৩৬

উরঃ হয়েছে ফলক, উরঃ হয়েছে ফলক,
উরসিজ কুম্ভতায় রক্ষিতে শায়ক ।

৩৭

কিবা সুমেরু শিখর, কিবা সুমেরু শিখর,
হ'য়েছে প্রিয়ার পীনোন্নত পয়োধর ।

৩৮

হরি সে ক্ষীণ মাজায়, হরি সে ক্ষীণ মাজায়,
দুর্গম বিপিনে হরি ভয়ে দ্রুত যায় ।

৩৯

উরু উরুস্তম্ভা লয়, উরু উরুস্তম্ভা লয়,
সে পাপে বরষ অন্তে পায় সে বিলয় ।

৪০

হরি কোকনদ-পদ, হরি কোকনদ-পদ,
স্থল ছাড়ি বারে বাস বারিতে বিপদ ।

৪১

এইরূপে চরাচর, এইরূপে চরাচর,
সবে মিলি হরিয়াছে প্রেয়সী আমার ।

৪২

ল'ক তাতে নাই ক্ষতি, ল'ক তাতে নাই ক্ষতি,
স্বভাবের সন্নিকটে আমার মিনতি !

৪৩

তোরা হ'রেছিস রূপ, তোরা হ'রেছিস রূপ,
আত্মা তার ত্রিপিষ্টপে আছয়ে স্বরূপ।

৪৪

বল ত্রিদিবের দেবে, বল ত্রিদিবের দেবে,
রাখিতে নয়ন-মণি সদা সুখে দিবে।

৪৫

হ'য়ে সে রত্ন বিহীন, হ'য়ে সে রত্ন বিহীন,
দারিদ্র্যদশায় রবে নাক দীন হীন।

৪৬

শীঘ্র মিলন উদ্যোগ, শীঘ্র মিলন উদ্যোগ,
করিতেছে সেই আশে সদা যাগ যোগ।

৪৭

যেয়ে সে সুখের ধাম, যেয়ে সে সুখের ধাম,
লভিবে সে রত্ন ঘুচাইবে দীন নাম।

৪৮

ওহে দয়ার সাগর ! ওহে দয়ার সাগর !
তোমার দাসের বাঞ্ছা পূরাও সত্বর।

দ্বিতীয় স্বপ্ন সপ্তম বিলাপ।

দ্বিতীয় বার স্বপ্নে প্রিয়তমার দর্শন ও আক্ষেপ।

১

হায়!

একদা রজনী শেষে নিদ্রাঅভিভূত হ'লে
স্বপনে প্রেয়সী আসি হাসি হাসি দেখা দিলে
শুনিতে সে সুধা ভাষ
পূরাইতে মনো-আশ
সম্ভাষণ করিলাম প্রত্যুত্তর আশে
কহিলনা কথা প্রিয়া রোষে কি হরষে।

২

প্রিয়ে!

আগে যদি জানিতাম কঠিন হৃদয় তোর
কখনো সুখের নিশী না দিতাম হ'তে ভোর
অঞ্জনা-নন্দনে সাধি'
ছায়া-পতি-গতি রোধি'
করিতাম ত্রিযামার সুদীর্ঘ জীবন;
দেখিতাম চাঁদমুখ ভরি' দুনয়ন।

৩

প্রিয়ে !

মিলনের নিশি অতি অল্প আয়ু ধরে, হায় !
বিরহের দিবা হয় অতীব বিরাট কায়
জ্বালাইতে বিয়োগীরে
জ্বলন্ত অঙ্গার শিরে
দিয়াছেন বিধি, হেন করিয়া নিয়ম
জীবনে হবেনা বুঝি তার অতিক্রম।

৪

প্রিয়ে !

মনের বাসনা গুলি কহিব তোমার কাছে
জুড়াইব মনোজ্বালা হৃদে যত পোরা আছে
শান্তিবারি প্রদানিব
যাতনাগ্নি নিভাইব
বড়ই আছিল সাধ ও রাঙ্গা চরণ
প্রেমানন্দভরে হৃদে করিব ধারণ।

৫

প্রিয়ে !

নয়ন বারিতে নিবারিব আবিলতা তার
করিব দেহের ভুষা লয়ে সেই মল-ভাঁর
গোলাপ কি মলয়জ
কিম্বা অম্ভোজিনী রজঃ

তার সম শীতলতা ধরিবে কি গুণে ?
দূরে ফেলি, যত্নে তুলি মাখিব যতনে।

৬

প্রিয়ে !
প্রেমিকের হৃদয়ের অনলের নির্ব্বাপণ
করিবার বস্তু আর বিধাতার উৎপাদন
মাঝে দৃষ্ট নাহি হয় ;
প্রমদার পদদ্বয়
কেবল সন্তাপ নাশ করে প্রেমিকের
এবস্তু দুর্লভ অতি মাঝে জগতের

৭

প্রিয়ে !
বিশেষিয়া পরীক্ষিয়া প্রেমিকের পোড়া মন
তবেই প্রমদা হৃদে দেয় রাঙ্গা দুচরণ
পরীক্ষায় ত্রুটি পেলে
ভ্রুকুটি করিয়া ছলে
দিতে পদ-কোকনদ বিমুখ সুমুখী
লজ্জিত প্রেমিক নিজে স্বদোষ নিরখি।

৮

প্রিয়ে !
আমিত পরীক্ষা শত শতবার প্রদানিয়া
তোমার আদেশ মত তুষিয়াছি তব হিয়া

আবার যদ্যপি চাও
সপ্রস্তুত এই লও
কখনই বিমুখ হবনা, চন্দ্রাননে!
অযোগ্য ভেবনা, ধনি! তবাধীন জনে

প্রিয়ে!
বল কি করিব এবে?—যাব কি ভূধর শিরে
পড়িব কি বল যেয়ে অতল জলধি-নীরে
দাবাগ্নিতে কি পশিব
নহে গলে ছুরি দিব
নহে বল তুষানলে দগ্ধি কলেবর
নহে বল করবালে ছেদি এ অন্তর?

১০

প্রিয়ে!
বল সন্তরণ করি যাই পারাবার পারে
বল পদব্রজে উঠি অলঙ্ঘ্য ভূধর শিরে
লম্ফ দিয়া পড়ি বল
বুঝিতে সিংহের বল
বল, ধনি! বলরিপু-প্রহরণ হৃদে
ধরিব অকুতোভয়ে? তোমার প্রসাদে।

১১

প্রিয়ে !

অনন্তের শিরোরত্ন লইতে বাসনা যদি
অসীম সাহসে, প্রিয়ে ! যাব যথা মহোদধি
আনিব সে রত্ন মাঙ্গি
গরল আধার ভাঙ্গি
আনিব সে হলাহল,—বল যদি পীতে
ভক্ষিব তোমার নাম জপিতে জপিতে।

১২

প্রিয়ে !

মুখেন্দু হইতে বাক্য-সুধা যা বাহির হবে
কর্ণরূপ রসনায় এদীন তাহাই পীবে
অমর হইবে তায়
তব অভিরুচি যায়
তাহাই সাধিতে, প্রিয়ে ! পারিবে অধীন
অমর মরিবে কোথা ? কোথা শক্তিহীন ?

১৩

প্রিয়ে !

অভাগার মনোদুখ কিছুই ত মিটালে না।
চাঁদমুখে একবার কথাটিও কহিলেনা,
দেখনা শরৎকালে
চকোর চাঁদের কোলে

খেলে সুধা আশে যথা নিদাঘে চাতক
বলে "বিন্দুমাত্র জল দাও বলাহক"

১৪

প্রিয়ে !
সেইমত তব মুখ বিনির্গত বাক্য-সুধা
অমর হইব পানে, মনে নাহি ছিল দ্বিধা
কিন্তু, প্রিয়ে ! কি ভাবিয়া
তুষিলেনা আলাপিয়া
এ দুখ কি বলিবার স্থান আছে হায় !
বলিতে গেলেও বলা যায় না ভাষায়।

১৫

প্রিয়ে !
অনলে কীলালে দেখ চির বিরোধিতা আছে
মৈত্র্য হেতু হবিঃ যদি যায় হব্যাশন কাছে
কিন্তু সর্ব্বভুক, হায় !
হুঙ্কার আরাবে তায়
উত্তরিয়া, শত্রুনাশে, করিয়া ভক্ষণ
"প্রচ্ছকে উত্তর দিতে" বলে বুধগণ।

১৬

প্রিয়ে !
আমার এ কাতরতা আকাশে মিশায়ে-গেল
তোমার শ্রবণে, ধনি ! পরবেশ না করিল

শুনিয়াছ, তবে কেন
করনাক আলাপন?
বহুদিন অদরশ সেই হেতু, হায়!
বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'তেছেনা প'ড়েছ লজ্জায়!

১৭

প্রিয়ে!

যে যাহার ভালবাসা তার দরশন বিনা
সুদূরে করিলে বাস কভু তারে ভুলিবেনা;
ভূতলে শিখীর বাস
নভে মেঘ পরকাশ
লক্ষ যোজনান্তে শশী কুমুদিনী জলে
হাসে অম্বুজিনী ভানু গগনে উদিলে।

১৮

প্রিয়ে!

এরূপাত কেহই লজ্জা করেনাক কোনোকালে
অয়ি লজ্জাবতি! লজ্জাবতী সম দেখাইলে
পড়িলে অন্যের ছায়া
তখনি সঙ্কোচে কায়া
হে সরলে! সরলার স্বভাবিত এই
যে গ'ড়েছে হেন হৃদি ধন্য ধন্য সেই।

১৯

প্রিয়ে!

কথা ক'তে ও হৃদয়ে কষ্ট যদি মনে কর
চাহিনা শুনিতে ভাষ, ক্ষণেক ধৈরজ ধর
নয়ন ভরিয়া দেখি
তব রূপ, বিধুমুখি!
এ নয়ন ও রূপের পিপাসুক, প্রিয়ে!
দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি পরাণ ভরিয়ে।

২০

প্রিয়ে!

যদিও জীবন ভ'রে দেখি তব মুখশশী
মনের বুভুক্ষা তবু মিটিবেনা, হে রূপসি!
দেহের বুভুক্ষা অল্প
(জানি এ বিধির কল্প)
মনের বুভুক্ষা যদি বলবতী হয়
তাহার নিবৃত্তি, প্রিয়ে! কিছুতেই নয়

২১

প্রিয়ে!

এ মনের বুভুক্ষা ত কিছুতেই মিটিবেনা
তোমা ছাড়া, সংসারের রূপ করি সংযোজনা
সমুখে ধরিলে পরে
নয়ন সে দিকে ফিরে

চাহিবেনা, তবু যদি উপমা আশায়
বিলোকয়ে, হৃদয় করিবে মানা তায়।

২২

প্রিয়ে !
যে ক্ষুধায় জ্বলিতেছে অন্তর যামিনী দিবা
সে অন্তরযামী ভিন্ন জগতে বুঝিবে কেবা ?
জগত ভরিলে হৃদে
কভু কি যাবে সে ক্ষিদে ?
যতক্ষণ সমুখে থাকহ তুমি, ধনি !
ততক্ষণ হৃদি পূর্ণ থাকে, বিনোদিনি !

২৩

প্রিয়ে !
তোমার কি দোষ দিব দোষ মম অদৃষ্টের !
দিনমণি সহ তুলা দিয়া ছিনু নখরের
সেই রাগে দিনপতি
আমার সুখের রাতি
ত্বরা ত্বরা বিদূরিতে উদয় অচলে
আসিছেন জ্বালাইতে মোরে ক্রোধানলে।

২৪

প্রিয়ে !
কর্কশ ভাষায় তব সহ করি আলাপন
দিয়াছে কমল প্রাণে ব্যথা এই অকিঞ্চন

সে দোষ ক্ষমিবে তার—
ও হৃদি করুণাধার—
প্রেমিকের শত দোষ প্রমদার পায়
স্থান নাহি পায়, প্রিয়ে! স্থান নাহি পায়।

২৫

এইরূপে স্বপ্নাবেশে প্রমদারে পাশে পে'য়ে
অকপটে মনোভাব ক'তে ছিনু বিশেষিয়ে
আসি উষা হে'সে বলে,
"যাও, নিশা ত্বরা চ'লে
তব ভাবী বিরহে বিধুর বিধু ওই
দিনমণি আসিছে থাকিতে পার কই"।

২৬

শুনিয়া উষার ভাষ স্বপন ভাঙ্গিল মোর
প্রেয়সীও পলাইল ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর
আশিসিয়া প্রেয়সীরে
জগদীশে যোড় করে
স্তুতি করি কহিলাম "প্রত্যেক নিশায়
দেখাও, করুণাধার! আমার প্রিয়ায়।

তৃতীয় স্বপ্ন অষ্টম বিলাপ।

বিগত নিশায় অদ্ভুত স্বপন
দেখি উল্লাসিত হইল এ মন
লেখনীতে তাহা করিতে বর্ণন
পারিবে না কভু যদিও বলে।

দৈবের যে খেলা স্বভাবের ঘরে
বলিতে সক্ষম হয় না অমরে,
কি সাহসে তাহা বলিবেরে মরে
দুরাশার আশা কভু না ফলে।

২

না ব'লেও থাকিতে পারি না, হায়!
বলিতে গেলেও মরিরে লজ্জায়
দু'দিকে ঠেকেছি কি বিষম দায়
সেই জানে জ্বালা ধ'রেছে যায়

সমভাবে যথা, আসিতে যাইতে
কাটে দুই দিকে শাঁখের করাতে
মারীচের দশা—সীতারে ছলিতে
গেলে ও না গেলে পরাণ যায়!

মনের গুমর ক্রমেই বাড়িল
যাতনায় আর সহিতে নারিল
আপনা আপনি তাই সে বলিল
ত্যজিয়া আশঙ্কা ত্যজিয়া লাজ

ভাল মন্দ যে যা বলহ পাঠক
তোমাদেরে কেবা করিবে আটক
এ নহে নভেল এ নহে নাটক
যা দেখেছে সত্য বলিছে আজ।

কাজ কি অসত্য বৃথা আড়ম্বর
কাজ কি সৈকতে করিতে ভূধর
কাজ কি করিতে মরে রে অমর
কাজ কি তিলেরে করিতে বেল ?

কাজ কি গোষ্পদে করি ভাগিরথী
কাজ কি ত্রাসিতে করিবারে রথী
কাজ কি অন্ধেরে করিতে সারথী ?
মিথ্যা ভাষ যেন হৃদের শেল।

আজি যেন পুনঃ প্রেয়সীর সনে
হইল মিলন এ শূন্য ভবনে
সুখের চন্দ্রমা হৃদয়-গগনে
আবার হইল উদয় আসি

কিন্তু এ মিলন যেন নব ভাবে
শুনিলে পাঠক সবাই হাসিবে
হাস বা না হাস বিদ্রূপ করিবে
কর তাই যাতে তোমরা খুসি।

করিব না সত্য কখনো গোপন;
বাল্যাতীতে যেন আবার যৌবন
আইল এ দেহে, প্রেয়সী রতন
সেও নব ভাবে সজ্জিতা, হায়!

নব যৌবনের নূতন ভঙ্গিমা
নব অধরের সুরঙ্গ রঙ্গিমা
নব হাসি যেন পূর্ণিমা চন্দ্রিমা
স্থির সৌদামিনী ভাবিনু তায়।

বিবাহের বেশ দেখিনু তাহার
পেসোয়াজ গায়ে পরনে ইজার
পট্ট ওড়নার মরি কি বাহার !
কাঁচলির শোভা ঢেকেছে সবে ;—

তারি মাঝে থেকে বিকাশে গৌরব
উচ্চতায় গিরি মানে পরাভব
যেন মনোভব দুটি উরোভব
এ বিভব যার ধন্য সে ভবে ।

একেই সুক্ষীণ কটিদেশ তার
কটিবন্ধে আরো শোভা চমৎকার
আছে কিনা কটি স্থির করা ভার
নবীনের চ'খে দেখিতে পারে

প্রাচীনের চ'খে নাহি দেখা যায়
ফলে না'ক ফল নব চশমায়
যে দেখেছে সেই মধ্য সুষমায়
সে বলে এণারি, নিশ্চয় হারে ।

দু'টি ভুজ-লতা নিতান্ত সরল
তাহে অভরণে করে ঝলমল
নীলকান্ত-রেণুবাস পরিমল-
লোভে, যেন তায় জুটেছে আসি

হস্ত সঞ্চালনে ভূষণ শিঞ্জন
শ্রবণে পশিছে ভ্রমর গুঞ্জন
যে শুনেনি তার ধিক্‌রে জীবন
এমন সুতান ধরে কি বাঁশী!

১০

সুগোল গ্রীবাটি দ্বিরদ-রদন
তাহে স্বর্ণ হার অতি সুশোভন
স্ফটিক স্তম্ভেতে বিদ্যুৎ রচন
খেলিতেছে হার কুচের পরে

শম্বরারি-রিপু-শিরে যে উরগ
এ নহে কখনো সে কৃষ্ণ ভুজগ
কাঞ্চনে রচিত এ হার-পন্নগ
এ উরগে কুচ-শম্ভুই ধরে।

১১

শ্রুতিতে দুলিছে সুবর্ণ কুণ্ডল
কিসে উপমিব, রে কল্পনে, বল্ ?
গৃধিনী শ্রবণ, কি শুক্তি যুগল
কার সহ দিলে হইতে পারে ?

গলিত-পলাশী-গৃধিনী দুর্ম্মতি
তার সহ তুলা দিতে অযুকতি
না হইবে সম যদিও শুকতি
আর না পাইয়া দিলাম তারে।

১২

গর্ত্ত হ'তে ফেলি ক্রিমিকুল দূরে
একটি দ্বিখণ্ড হ'য়ে দুই ধারে
ডাকিয়া আনিয়া দু'টি নয়নেরে
তাহারি তটেতে উত্তান ভাবে

মুকুতা দুইটি নিম্নেতে ঝুলিয়া
ঝুমকা রূপেতে হেলিয়া দুলিয়া
গরবে গৃধিনী দূরে তাড়াইয়া
কহিছে, "পলাও পরাণ যাবে"।

১৩

"ওইযে দেখিস্ ভুরু-শরাসন
ওনহে কোদণ্ড, কাম-প্রহরণ
কটাক্ষের শর হবে সংযোজন
যখন উহাতে কি কব, পাখি !

নর কি অমর স্থাবর জঙ্গম
দ্বিপদ শ্বাপদ খগ ভুজঙ্গম
কে সবে ত্রিপুরে উহার বিক্রম
ত্বরা ত্বরা যে'যে ধ'রগে শাখী" ।

১৪

কাঞ্চন-খচিত কবরী বন্ধন
নাগরাজ যেন শিরের রতন
সংহতি আসিয়া, মস্তকভূষণ
হ'য়েছে বামার, কি ভয়ঙ্কর !

প্রেমিকে বধিতে এ মহা উরঙ্গ
লইয়াছে যেন এ বামার সঙ্গ
দংশিয়া, হাসিয়া দেখে এই রঙ্গ
এটি যেন তার আনন্দ কর ।

১৫

চাঁদমুখ খানি চাঁদেরে গঞ্জিয়া
ওষ্ঠ হেলাইয়া ঈষৎ হাসিয়া
নর্ম্মিছে শশীরে, "দেখনা চাহিয়া
বিজলী রেখেছি অধরে ধ'রে

যবে হয় নভে বিজলী স্ফুরণ
কোথা থাক তুমি কোথায় কিরণ
দেখ আজি অঘঠন সঙ্ঘটন
ঘনও দামিনী একত্র মোরে"।

১৬

কুটিল কুন্তল যেন মেঘমালা
সীমন্ত স্বরূপ খেলিছে চপলা
কেনরে শশাঙ্ক হ'তেছ উতলা ?
আবরিবে তোরে নাই সে ভয়

কারোদিকে কভু চাহিবেনা ফিরে
নিশ্চয় কহিনু দু'চখেরি কিরে
এ কটাক্ষ-ইষু, ঋক্ষেশ ! জানি রে
আমারি উপরে সন্ধান হয়।

১৭

প্রাণেশ্বরী নব বাসরের সাজে
সাজিয়া ভূষণে এয়োগণ মাঝে
তারাসহ শশী যেমন বিরাজে
করিছেন আলো বাসর ঘর।

জানিনা আবার একি ব্যবহার
বরমালা পুনঃ গলে দিবে কার
সন্দেহ দোলায় মানস আমার
দুলিল, তবুও আশায় ভর।

১৮

তাই, মনে প্রবোধিনু শত শত
কেনরে উতলা কেন মন এত
আজীবন যার তুই অনুগত
সেকিরে কখনো নির্দ্দয় হবে?

কভু তারে তুই ভাবিবিনা পর
তার মত তোর বল অতঃপর
আছে কি কেহরে ত্রিলোকের পর?
সেই তোর তুই তার এ ভবে।

১৯

সে বিনে সংসারে নাই তোর কিছু
সেই সে মশাল তোর আগু পিছু
সে ত পলাবেনা তোরে করি পিছু
যার নাম তুই করিলি সার

যারে ক'রেছিস হৃদয় দেবতা
যার নাম তোর স্মৃতিসূত্রে গাঁথা
সে জন কভু কি তোর সে মমতা
ছিন্ন করি অন্য গলায় হার

২০

পারে কি পরাতে? কেন তাই মনে
সন্দেহ কালিমা লেপিয়া নয়নে
দেখিছ অন্ধার বাহ্য দরশনে
অন্তর চক্ষুতে দেখনা চেয়ে

যদ্যপিও তোর কণ্ঠরসহীন
যদ্যপিও তোর আনন মলিন
যদ্যপিও তুই অতি অর্ব্বাচীন
তবু তোর আশা অন্যের চেয়ে।

২১

আজনম তারে পালিয়া পুষিয়া
আজনম তারে হৃদয়ে রাখিয়া
আজনম তারে দেবতা ভাবিয়া
পরাণ উৎসর্গ করিলি পদে

আজ কিরে সেই নবীন জীবন
আজ কিরে পেয়ে নূতন যৌবন
আজ কি পরিয়া নূতন ভুষণ
পাষাণ বান্ধিবে কোমল হৃদে ?

২২

তাত পারিবে না সে নহে নিষ্ঠুরা
করুণার মধু সে হৃদয়ে পোরা
অঙ্গ প্রতি অঙ্গ প্রেম রসে ভরা
একটিও নহে নীরস তার

যাও আগুলিয়া হও অগ্রসর
যাও যাও যাও যথায় বাসর
কও, কেন বর মাল্যে শোভে কর ?
বল, প্রিয়ে ! দিবে গলায় কার" ?

২৩

আশার শুনিয়া মধুময় ভাষ
অন্তরে আবার বাড়িল উল্লাস
আবার মরুতে সরসী প্রকাশ
বারিহীন সর পুরিল বারে

কহিনু, "প্রেয়সি ! সমুখে এদাস
(যদিও) ন্যূনতা হয় নি দেহের বিকাশ
কিন্তু এ অন্তর এতই উদাস
প্রকাশ করিয়া কহিতে নারে।

২৪

বাহ্যিক চক্ষুতে দেখ যদি, প্রিয়ে
ও নয়ন যাবে মোরে তেয়াগিয়ে
কত রূপবান ভূষণে সাজিয়ে
কত গুণ বান গুণের হার

পরিয়া গলায় এসেছে সভায়
ওনয়ন যদি সেই দিকে চায়
তাদের গুণের রূপের প্রভায়
নিগুর্ণ তিষ্ঠিতে নারিবে আর।

২৫

তাদের কেবল তরুণ যৌবন
পরিধৃত পট্ট কৌষিক বসন
নব ধরণের নূতন ভূষণ
মণি মুক্তা সহ সোণার কাজ

দীনের দেখহ সে চীর বসন
সুধু অঙ্গ যষ্টি নাহিক ভূষণ
সেই পূরাকা'লে প্রাচীন চলন
নাই নব ভাব নাহিক সাজ।

২৬

পূরাতন ভালবাসা হৃদি মাঝে
আজিও সে প্রেম হৃদয়ে বিরাজে
এমনো ভ্রমর নূতন সরোজে
মজে নিক কভু নূতন ভাবে

মজিবেনা কভু থাকিতে জীবন
মজিবেনা দেহ হোলেও পতন
ত্বকুলেতে কুল বাদ্ধিয়া রতন
ফেলিবেনা যায় পরাণ যাবে।

২৭

শুনিয়া প্রেয়সী দীনের এভাষ
বুঝিনু, অন্তরে হইলা উল্লাস
চাঁদ মুখে যেন মনের আভাস
প্রকাশ হইয়া পড়িল ফিরে

নারিল গোপন করিতে তাহায়
স্রোতস্বতী-বেগ বাঁধা কিরে যায়
আগুণের গুণ বসন চাপায়
কেহ কি কখনো ঢাকিতে পারে ?

২৮

অধরে মুচকি হাসি কহে ধনী
"কহিছে সকলি তব প্রণয়নী
বিবাহের সাজে এতব সঙ্গিনী
আজি আসিয়াছে কেন তা শুন

তোমার অভাবে ফাটে এ পরাণ
যদিও হরষে করি অবস্থান
কি করিব, নাথ ! বিধির বিধান
নিয়তির বাধ্য সবাই জান।

২৯

মাঝে মাঝে তোমা দেখাই স্বপন
যাইতে তোমায় করি আবাহন
ছিঁড়েনা তোমার সংসার-বন্ধন
তাই আজি সাজি নূতন সাজে

বিদেশ হইতে প্রবেশিলে দেশে
কেহই রাখিতে নারে পূর্ব্ব বেশে
নূতন যৌবন আবার আইসে
হিম অন্তে যথা বসন্ত রাজে।

৩০

তাতেই আবার পেয়েছি যৌবন
তাতেই নূতন বসন ভূষণ
হাব ভাব নব রসের লক্ষণ
যা দেখিছ, নাথ! বিভুর দয়া

যা দেখিছ, নাথ! সকলি স্বরূপ
দিয়াছেন ঈশ এই অপরূপ
আত্মার সহিত বিজড়িত রূপ
কায়া যা দেখিছ কেবলি মায়া।

৩১

এ রূপ দেখায়ে অন্যে বিমোহন
করিতে আসিনি মরত ভবন
কেবল এসেছি তোমারি কারণ
তোমারে দেখায়ে ভুলাব তোমা

রূপের সমুদ্র সমুখে আসিলে
সেরূপ চরণে ঠেলিবরে ফেলে
এ নয়ন কভু যাবে নাক ভুলে
কেহই ভুলাতে নারিবে আমা।

৩২

তব মন আজি সন্দেহ-দোলায়
বুঝেছি, প্রাণেশ! কে যেন ঝুলায়
ও কথা এমনে স্থান নাহি পায়
পাইলে, ভাবিলে শিহরে তনু।

মানব কি তায় দেব কোন ছার
মোরে চেয়ে দেখে হেন সাধ্য কার
কুভাবে দেখিলে করি ছার খার
জানিনা কাহারে বলে অতনু।

৩৩

যেখানে বসতি করে এই দাসী
মরতের ভাব কভু তথাপশি
তিষ্ঠিতে পারে না, দেব ভাব আসি
সদাই অন্তর উজ্জ্বল করে

পৈশাচিকভাব, ওহে প্রাণকান্ত!
নাই তথা নাই—পাপরূপ ধ্বান্ত
পবিত্র প্রণয়ে সদা কান্তাকান্ত
এক বৃন্তে দুটি প্রসূন ধরে।

৩৪

শত শত দাসী সেবিছে চরণ
শত শত হুর চামর ব্যজন
কিন্নর কিন্নরী গানে বিমোহন
করিতেছে রাগ রাগিনীসহ

যদিও সে তানে মোহিত শ্রবণ
স্বরগ-শোভায় ঝলসে নয়ন
সকলি তথায় মানস মোহন
তোমা বিনে মম শূন্য সে গৃহ।

৩৫

বিভুর আদেশ লইয়া এসেছি
এই বরমালা করে ধরিয়াছি
পরাব ও গলে সাধ করিয়াছি
কিন্তু তাহা, নাথ! হ'লনা কাজে!

সংসার বন্ধনে রহিলে মোহিয়া
আমার বেদনা গিয়াছ ভুলিয়া
তাই তোরে নাথ বরমাল্য দিয়া
নারিনু বরিতে মরিনু লাজে!

৩৬

বিভুর আদেশে ত্যজিয়া মরত
যেদিন ত্রিদিবে হ'য়েছি আগত
বিবাহ-বন্ধন সেই দিন হত
হইয়াছে, নাথ! নিসর্গ ফলে

কিন্তু এ হৃদয় হইতে ওরূপ
কখনও হয়নি হবে না বিরূপ
তাই তোমা, নাথ! বলিহে স্বরূপ
দেখাতে প্রণয় ত্রিদিব বালে।

৩৭

তব সহ হবে নব পরিণয়
ত্রিদিবে লইয়া যাইব তোমায়
বিধির বিপাকে ঘটিল না হায়!
আরো কিছু দিন বিলম্ব কর

তোমার হৃদয়ে আছে উচ্চ আশা
এখনি লইলে তব সে পিপাসা
মিটিবেনা, তব আশা ও ভরসা
ফুরাবে, আমার কথাটি ধর।

৩৮

যাও পুণ্যতীর্থে যাও মক্কাধাম
যাও মদিনায় পুরাওগে কাম
সমাধি সাধগে জপ সেই নাম
যাঁর নামে পাপী উদ্ধার হবে

যাঁরে ভক্তিভাবে পূজিতাম মনে
যাঁর অনুগ্রহে এসেছি এখানে
পরিত্রাতা সেই (মহাম্মদ) বিনে
ওম্মতি ওম্মতি কে আর কবে।

৩৯

এই কার্য্যে তব রোধিতে বাসনা
নাহিক,—যদিও পাইব যাতনা
আর কিছু দিন করিব সান্ত্বনা
এ দগ্ধ হৃদয়ে করিতে শান্ত

যেদিন পূরিবে তব মনোরথ
আমিও আসিব লইয়ারে রথ
তোমায় লইতে আলো করি পথ
ভেবনা আমায় কখনো ভ্রান্ত।

৪০

এই বর মালা গাঁথা যাহা করে
তোমার গলায় দিব আশা ক'রে
এনেছিনু নাথ মরমেতে ম'রে
যাই লয়ে এবে আপন বাস

রহিবে এ মালা তোলা স্বর্গ পুরে
তোমারি কারণে রাখিব আদরে
সে ভয় ক'রনা পাইবে অপরে
পুনঃ পেলে তোমা পুরাব আশ।

৪১

"যেদিন তোমায় পা'ব স্বর্গপুরে
এই তোলা মালা গলায় আদরে
পরাইব, নাথ! দেববালা করে
দিবে পারিজাত পুষ্পেরি গুচ্ছ;

দিবে উপহার—গলে পুষ্প-হার
কেহ বা যোগাবে অমৃতের ভার
স্বরগের বাস সুখ-পারাবার
মরতের রাজ্য অপুচ্ছ তুচ্ছ।"

৪২

"চলিনু, প্রাণেশ! বিলম্ব হয়েছে
সুরবালাগণ উদ্‌গ্রীব রয়েছে
শশী অস্তাচলে, উষা আগুলিছে
খেলার সময় তাদের এল

চেতনা পাইয়া হ'ওনা অস্থির;
জানি, প্রাণনাথ! তুমি অতি ধীর
ল'ওনা ল'ওনা ক্রটি অধীনীর
রৈতে নারি, নাথ! রজনী গেল।"

৪৩

এত বলি প্রিয়া অন্তর্দ্ধান হ'ল
অমনি আমার স্বপন ভাঙ্গিল
শশীসহ মুখ-শশী লুকাইল
আকাশের পানে রহিনু তাকি

হায় হায় হায়!—এই হ'ল সার
জীবন হইল কত যেন ভার
সঙ্কল্প করিনু বিনাশিতে তার
আশা আসি রোধি কহিল, "একি?

৪৪

এমন কুকাজে হ'লে অগ্রসর?
কি উত্তর দিবে প্রভুর গোচর?
রহিতে হবে যে নরক ভিতর
যাহার কারণে এতেক ভাষ

যার মঙ্গলার্থে যাবি মদিনায়
হেলায়, রে 'দাদ' হারাইবি তায়
আর কিছুদিন রওনা আশায়
পাইবি তাহায় পূরিবে আশ।"

নবম বিলাপ।

১

বল, প্রিয়ে! কোন্ দোষে ত্যজিয়া আমারে
অকালে ভাসা'য়ে গেলে বিচ্ছেদ পাঁতারে!
তুমি ত সুখের রাজ্যে করিতেছ বাস
কূল না পাইনু, আরো ভাবিয়া হতাশ!

চিন্তারূপ কুম্ভীরের বিষম দংশনে
যাতনায় ছটফট করিতেছি প্রাণে
হবে না যাতনা আর বুঝি অবসান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।

২

পূর্ব্বের প্রণয় বুঝি মনে নাই, প্রিয়ে!
অকূল সমুদ্রে তাই মোরে ভাসাইয়ে
দেখিছ আমোদ,—কিপ্রকারে ডুবে মরি;
ধরিবার কেহ নাই, ধর লো সুন্দরি!

তোল বা না তোল, প্রিয়ে! বাসনা তোমার
তোমা বিনে কেহ নাই জগতে আমার
ডুবেও যদ্যপি মরি নাই অভিমান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।

যে দিকে তাকাই দেখি সকলি আঁধার
শূন্য ভিন্ন চ'খে কিছু পড়ে না আমার
গৃহশূন্য হৃদিশূন্য শূন্য দশ দিশি
শূন্যময় দিবানিশি শূন্য রবি শশী

শূন্যই হ'য়েছে সার শূন্য হৃদয়ের
শূন্যেতেই দরশন যেন নয়নের
শূন্যই হ'য়েছে তব মনোরম্য স্থান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।

৪

আমার দুর্দ্দশা, প্রিয়ে! মেলি দুনয়ন
দয়া ক'রে একবার কর বিলোকন
বসন্তে বরষা মম নয়নের জলে
উরঃ তিতি পড়ে নিতি সদা কল কলে

ধরাতল পিচ্ছল চলৎ-শক্তি নাই
তনুরে স্থাণুর ন্যায় করিয়াছি তাই
ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে তোমা করিরে আহ্বান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ

৫

বিমানে যখন ঘন করেন ভ্রমণ
চাতক পলক হীন করি দুনয়ন,
ঊর্দ্ধ মুখে যাচে নীর নীরদের কাছে !
চাতক না পে'য়ে জল বিকলিত পাছে

তাই ভাবি বারিধর বারিধারা দিয়া
তোষেন মুষলধারে বারি বরষিয়া
একবারো করিলেনা বাক্য-বারি দান
দেখা দিয়ে-প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ।

৬

'ভালবাসা' একথাটি পোরা দেব ভাবে
স্বর্গের এ ভাব বিভু দিয়াছেন ভবে
দেহ ত ভঙ্গুর, প্রেম শাশ্বত অমেয়
এই এক প্রেম হয় জীবাত্মার শ্রেয়ঃ

এ প্রেমে উন্মাদ যেই কি বিষাদ তার ?
রাজ্য ধন সম্পদ বিভব সব ছার
সুখৈশ্বর্য্য মোরে ত্যজি ক'রেছে প্রস্থান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ

৭

কিছুই চাহিনা, প্রিয়ে ! বিভুর সকাশ
তব চন্দ্রানন সদা হেরিবার আশ
স্বর্ণের পর্য্যঙ্কে কিবা মৃত্তিকা-শয্যায়
লোকালয়ে ঘোরারণ্যে বৃক্ষের তলায়

রজত-প্রাসাদে কিবা পর্ণের কুটীরে
ভূধর-কন্দরে কিবা তটিনীর তীরে
ভবিতব্য যেখানে দিবেন বাসস্থান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ ।

যে যাহারে ভালবাসে সেত দূর নয়
বিজ্ঞ হ'তে মূঢ়লোক জানেন নিশ্চয়
বিবস্বান্ বিমান প্রদেশে দেখা দিলে
অম্ভোজ ত্যজিয়া লাজ দুনয়ন খুলে

সম্বরিতে নারে ভাব পড়ে বাহিরিয়া
শম্বরে এলিয়া পড়ে হাসিয়া হাসিয়া
তুমিত কখনো দেখা'লে না ও বয়ান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ

৯

দেখ জৈবাতৃকে, প্রিয়ে ! বিহারসে যবে
উড়ু সনে হর্ষমনে হরষিতে সবে
আসেন, তখন হর্ষে উৎপলিনী নাচে
স্মিতাননে পতি পানে চেয়ে প্রেম যাচে

সপত্নীর সহ দেখে তবু নিরানন্দ
না হয়, প্রেমের ক্রমে লভে সে আনন্দ
প্রেম বিনিময়ে করে মনেরে প্রদান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ।

১০

বনপ্রিয় প্রিয় রবে ডাকে ঋতুরাজে
অমনি আসেন ঋতুরাজ নব সাজে
এ দেহ-বনের, প্রিয়ে ! তুমি ঋতুরাজ
তব পরশনে দেহ ধরে নব সাজ

রসনা-কোকিল তোরে সর্ব্বক্ষণ ডাকে
ভেঙ্গে গেল স্বর তার মাথা ঠুকে ঠুকে
শুনিতে না চাও, এস আননিনা কাণ
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

১১

মনো-চাতকের, প্রিয়ে ! তুমি জলধর
এ মনের ভাব নাই তব অগোচর
তব বারিবিন্দু বিনা আর নাহি চায়
দাও বা না দেও দরশন-বারি তায়

তব পানে তাকি যদি আঁখি দুটি যায়
যদিও তাহার হৃদি ফাটে পিপাসায়
অন্যে কভু না করিবে প্রাণ সম্প্রদান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ।

১২

এ দেহ-সৈকতে ছিলে তুমি দ্রাক্ষালতা
উত্তপ্ত হইলে তনু, কি কব সে কথা !
কর-পত্রে আবরিতে দেখিলে বিকল
দেহ-লতা পরশিয়ে করিতে শীতল

বাক্যামৃত অমৃত স্বরূপ দ্রাক্ষারসে
রসিত এ তনু,—যেন নীরদ বরষে ;
সে কথা স্মরিলে, প্রিয়ে ! হই হতজ্ঞান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

১৩

হৃদয়-বিমানে ছিলে তুমি দিনকর
কি দোষে ত্যজিয়া তায় গেলে স্থানান্তর
তোমা বিনে এহৃদয় মাত্র তমোময়
আঁধারে বসতি করে ভূত প্রেতচয়

'হায়', 'উহু', 'আহা'—ভূত, পিশাচ, কবন্ধ
এসব দানব হৃদে করিছে আনন্দ
চিরদিন অস্তে রহিবে কি বিবস্বান্ ?
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ

১৪

এদেহ ক্ষপার প্রিয়ে ! তুমি ক্ষপাকর
তবকর মাত্র এদেহের আলোকর
তুমি পৌর্ণমাসী রূপে দিতেরে কিরণ
তাই এতামসী-তমঃ উজ্জল বরণ

এখন সে অমানিশা সম অন্ধকার
কে দিবে আলোক যাবে কিসে সে আঁধার ?
একবার হৃদে আসি হও অধিষ্ঠান
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

১৫

তুমিই সে সান্ধ্য তারা হৃদি-গগনের
কি কব নয়ন-তারা সে তারা-রূপের
প্রভায় হইত আলোকিত দশদিশি
কাজ কিরে আবার কাজ কি রবিশশী ?

দেহ অমা তিথির সে শত কোহিনুর
অস্ত গেলে চিরতরে করিয়া বিধুর
উজলিবে নাকি আর সন্ধ্যার বিমান ?
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ

১৬

এ জীবন-বিটপীর তুমি ছিলে ধরা
ধরায় যদ্যপি তরু নাহি থাকে ধরা
এক তিল রহেনা সহেনা তার গায়
ভানুর কিরণ, শুষ্ক হ'য়ে মারা যায় ;—

কাল স্রোতে পাড় ভাঙ্গি মাটী দূরে গেল
ম'লরে জীবন-বৃক্ষ ম'ল ম'ল ম'ল !
এ মোর জীবন-বৃক্ষে কে কৈল শয়ান ?
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ

১৭

তুমিই এ জীবনের আছিলে জীবন
বিনা জল থাকে বল ক দিন জীবন ?
খেতে দাও পিপাসুকে সুমিষ্ট পলান্ন
পিপাসুক আরো তায় হইবে বিপন্ন

সংসার আনিয়া তারে দাও উপহার
কিছুই সে চাবেনা করিবে পরিহার
সে পিপাসা নাহি যাবে বিনা জলপান
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

১৮

হৃদি-চকমকে, প্রিয়ে ! ছিলেরে অনল
এ জ্বলন বিশ্লেষণ অতীব বিরল
কোন্ কারিকর হেন কারিকরী করি
বিচ্ছিন্ন করিল তার ? যাই বলিহারি !

বিনে সে অনল কভু রহে কি জীবন ?
আগুন বিগুণ হ'লে অমনি মরণ
জনমের মত তবে হ'লেকি নির্ব্বাণ ?
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

১৯

তুমিই আছিলে মম জীবন-শ্বসন
তাই এতদিন করি জীবন ধারণ
জগতের জীবন সে জগৎ জীবন
মুহূর্ত্ত যদ্যপি রহে হইয়া গোপন

তবে শবে পরিপূর্ণ হইবেক সবে
সদাগতি বিনে সদা গতি কে করিবে ?
এ জীবনে আর হইও না অন্তর্দ্ধান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

২০

ব্যোমরূপে ছিলে তুমি দেহ-পঞ্চভূতে
এখন ব্যোমাংশ দেহে না পাই দেখিতে
ক্রমে চারি গিয়াছিল এই ছিল বাকি
ইহাও যদ্যপি যায় সব দেখি ফাকি

চারিটি বিহীন হ'য়ে একটিরে ল'য়ে
খঞ্জ কুব্জ অন্ধ সম রহিব রে ; প্রিয়ে !
সে টুকু ল'ওনা, প্রিয়ে ! ক'রনা পয়ান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

২১

এমরুর ছিলে, প্রিয়ে! তুমিই অশ্বত্থ
অধীন বিহীন অন্যে বুঝিবে কি তথ্য
ভাবনা-ভানুর উগ্র প্রভায় যখন
হইত এদেহ উষ্ণ, তুমিই তখন

শীতল করিতে তনু শীতল ছায়ায়
ব্যজনিয়া পত্ররূপ সহস্র পাখায়
উপাড়িল তরু, কোন্ দৈত্য বলবান!
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ!

২২

অম্বুজিনী ছিলে তুমি এ হৃদয়-সরে
শোভিতে এ সর কুটি যৌবনের ভরে
নয়ন-ভ্রমর মোর ওই রূপে ভুলি
সদাই তোমায় ল'য়ে করিত রে কেলী

কোন্ মত্তকরী আসি পশিল এ সরে?
পদে পদে বিদলিত করিল ভ্রমরে
ছিঁড়িল সে বৃন্ত, হ'ল সুখাইয়া ম্লান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।

২৩

হৃদয়-পিঞ্জরে, প্রিয়ে ! ছিলে তুমি টিয়া
কেন সে পিঞ্জর ভাঙ্গি গেলে পলাইয়া
কখন ত কোনো ত্রুটি করিনি সেবায়
খেতে-দুধ সর ছানা চাহিয়াছ যায়

তাইত দিয়াছি, পড়ায়েছি বিভুনাম
এতেও কি তব পূরেনিক মনস্কাম
প্রত্যহ মরম-জলে করাতুন স্নান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

২৪

এ আঁধার জীবনের ছিলেরে মশাল
কোন্ অপরাধে মোর নিভাইল কাল—
আত্ম অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব সন্তান
কত জীবনের বাতী করিল নির্ব্বাণ

একটি আলোক মাত্র ভূলোক দ্যুলোকে
সদাই করিত আলো আমার সমুখে
কেমনে আঁধারে এবে করিব পয়ান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

২৫

ছিলে এ অন্ধের যষ্টি তুমিই জগতে
যার বলে গুড়ি গুড়ি পারিতাম যেতে
যা ছাড়া অন্ধের আর নাহিক উপায়
খোঁড়া পা গাড়ায় পড়ে সকলেই কয়

যাহা ভিন্ন অন্ধের জীবন স্কন্ধে ভার
কে হেন দয়ালু লবে এ বিষম ভার
ভাঙ্গিল সে যষ্টি মোর কোন্ যাতুধান ?
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

২৬

এই রোগাধার দেহে ছিলে ধন্বন্তরি
(আতঙ্কে কম্পিত অঙ্গ উঠিছে শিহরি)
বিসূচিকা মসূরিকা যক্ষ্মা শোথকাসে
বাত শ্লেষ্ম সন্নিপাত আধ্মান ও শ্বাসে

ঔষধের প্রয়োজন নাহি ছিল, প্রিয়ে !
আরোগ্য করিতে দেহে হাত বুলাইয়ে
এ বিরহ-রোগে কিসে পাব পরিত্রাণ
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

২৭

এ মনো-বারণে ছিলে তুমিই নিষাদী
কার ঘর ভেঙ্গেছিনু কে হইল বাদী
হরিল মাহুত, মোরে করিয়া একাকী
কেমনে ভুলা'ল তোরে করিয়া ভেল্‌কী

এ মত্ত বারণ-মন না মানে বারণ
ভেঙ্গে চুরে করে নষ্ট না বুঝে আপন
প্রবোধ-অঙ্কুশে কেবা সাধিবে কল্যাণ !
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

২৮

মনো-শিখাবলে তুমি আছিলে মুস্তক
কি কহিব রব তব অমিয় ব্যঞ্জক
যখন 'কলাপী' বলি আলাপিতে, প্রিয়ে !
তোমায় উৎফুল্ল করিতাম তাণ্ডবিয়ে

পুলকে পূরিত তনু প্রেমে গদ্ গদ্
কভু যেন দেহ স্পর্শ করেনিক গদ
তোমা বিনে কলাপীর এ হৃদি-শ্মশান
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ

২৯

মনো-চকোরের, প্রিয়ে! তুমি ক্ষপাকর
জীবন-জগতে তুমি এ কি শশধর
কৌমুদী-সুধায় ক্ষুধা নাশিতেরে তার
জ্যোছনাতে বিনাশিতে মনের আঁধার

অকস্মাৎ কোন্ রাহু কোথা হ'তে আসি
গরাস করিল মোর হৃদয়ের শশী!
লও প্রাণ, রাহো! শশী কর প্রতিদান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ

৩০

দেহ-পিকরাগে তুমি ছিলে পিকবর
কুরবে বিরাগ, কুহুরব সুধাসার
কি শ্রবণে পরিতুষ্ট হবে এ শ্রবণ
মৌনভাবে সে ভাবনা ভাবিতে তখন

কুচিন্তা হরিতে মোর করি কুহরণ,
এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-শাখা তোমারি আসন
এখন আসিয়া পুনঃ গাও কুহুগান
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ

৩১

দেহ-উপবনে তুমি ছিলেরে গোলাপ
হেরিলে তোমায় যে'ত শত পরিতাপ
সৌরভে রভস অতি বাড়িত নিয়ত
নয়ন-মধুপ ছুটি সদা মধু খে'ত

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তুমি হাসিয়া হাসিয়া
এলাইয়া পড়িতে অধর বিকাশিয়া
কে ছিঁড়িল সে প্রসূন না লইতে ঘ্রাণ !
দেখা দিয়ে, প্রাণপ্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ !

৩২

এহৃদি-তরণি পরে তুমি লো, তরুণি !
সুদক্ষ প্রবীন কর্ণধার ছিলে জানি
এভব সমুদ্রে শোক দুখ আবর্ত্তনে
রক্ষিতে সে তরণি অতীব সাবধানে

কি ভাবিয়া অসময়ে পলাইলে ছেড়ে
তুফানেতে হা'ল পাল সব গেল ছিঁড়ে
ডুবিল, পড়েছে ঘোর আবর্ত্তের টান
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ।

৩৩

মরত-ভবনে মম তুমি কল্প-লতা
বাঞ্ছা মত দিতে ফল করনি অন্যথা
যখন যা চাহিয়াছি পাইয়াছি তাই
পরিপূর্ণ সকলি, অভাব কিছু নাই

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুবর্গ ফল
সকলি তোমাতে ছিল, হ'ত তা সফল
ছিঁড়িল সে লতা কার হৃদয় পাষাণ !
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ ।

৩৪

যদিও পার্থিব ধনে আমি অকিঞ্চন
থাকিবার আছে মাত্র কুটির ভবন
পরিধান হেতু আছে জীর্ণ পরিধান
ভক্ষিবারে যব শক্তু আর মোটা ধান

শরীরে অভ্যঙ্গ নাই রুক্ষ সদা শির
কেশরাশি শোভা হীন যেমন উষীর
সাধ্বী পত্নী রত্নে ছিনু মহা ধনবান
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে ! রাখ মোর প্রাণ ।

৩৫

এ সংসারে কারইত কিছু করি নাই
কারো বাড়া ভাতে কভু দেই নিক ছাই
কারো ভরা ঘরে কভু দেইনি আগুন
কারো পত্নী পত্রে কভু করি নাই খুন

কারো নিদ্রাকালে কভু ছিঁড়িনি বিতান
কারো গলে দেইনিক ক্ষুর খরশান
বিনা দোষে মোর গলে কে দিল কৃপাণ!
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।

৩৬

কখনো কাহারো তরি ডুবাইনি জলে
ভূধর হইতে কারে ফেলিনি ভূতলে
ফাঁসিতে কখনো কারো হরিনি জীবন
কারো সুতে ডা'ন রূপে করিনি ভক্ষণ

কারো শিরে দেইনিক কখন অচল
কারো মুখে কভু দেইনিক হলাহল
কে হানিল হৃদে, বল, হেন তীক্ষ্ণ বাণ!
দেখা দিয়ে, প্রাণ প্রিয়ে! রাখ মোর প্রাণ।

৩৭

কোন্ অপরাধে, প্রভো! জগৎ-কারণ!
অকালে হরিয়া নিলে নয়ন-রতন
হরিলে নয়ন-তারা থাকিতে নয়ন
কেবল আঁধার দেখি এ তিন ভুবন

আমায় লইতে কেন হ'লনা আদেশ!
কবে লবে তাই, প্রভো! কর প্রত্যাদেশ
কবে হবে এভবের খেলা সমাধান
দেখাইয়ে, প্রাণ প্রিয়ে রাখ মোর প্রাণ।

৩৮

যা তোমার ইচ্ছা হয় কর, ইচ্ছাময়!
তোমার এ দাস তাতে অসন্তুষ্ট নয়
হ'য়েছে যা, হইতেছে, হবে ভবিষ্যতে
জান তুমি সকলি, কি না আছে তোমাতে?

কি বলিতে কি বলেছি ক্ষম দেব তায়
পাগলের শত খুন মাফ, দয়াময়!
ইহ পরলোকে দিও ওই পদে স্থান
দেখাইয়ে, প্রাণ প্রিয়ে রাখ মোর প্রাণ।

৩৯

হইলে তোমার দয়া আগুন প্রসূন
সমভাব, রহেনাক আগুনের গুণ
অহংবাদী দুরাচার পাষণ্ড দুর্জ্জন
"নমরুদ" বলি নাম করিত কীর্ত্তন

অগ্নিকুণ্ডে এব্রাহিম নবীরে ফেলিল
তোমার দয়ায় অগ্নি প্রসূন হইল
না হইল ভস্ম, নবী রৈল মূর্ত্তিমান
দেখাইয়ে প্রাণ প্রিয়ে রাখ মোর প্রাণ।

৪০

নরকাগ্নি ভয়ে প্রাণ কাঁপে থর থর
রহ্‌মান তোমার নাম মুক্তি দান কর
তোমা ভিন্ন নাই গতি, অগতির গতি
তোমাতেই দুই লোকে থাকে যেন মতি

তব দাস যার তরে সর্ব্বদা উদাস
তার আত্মা সদা যেন স্বর্গে করে বাস
তোমার ভরসা ভিন্ন, নহি পুণ্যবান
দেখাইয়ে প্রাণপ্রিয়ে রাখ মোর প্রাণ।

দশম বিলাপ।

আমার দুখের কথা কহিব কাহায় রে
শুনিবে যে জন
তার হৃদি যাবে গ'লে
ভাসাইবে অশ্রুজলে,
তার সে উরস্ স্থল সদা সর্ব্বক্ষণ
তাই বলি এ যাতনা,
আর কারে কহিব না,
আমার মনের জ্বালা আমিই সহিব
অন্যে কাঁদাব না আর, আমিই কাঁদিব।

২

দুখ ভার বহনিতে জনম আমার রে
সুখ নাহি চাই.
সুখ কি সকলে পায় ?
পেলেও তা রাখা দায়,
ভবিতব্যে না থাকিলে কেমনেতে পাই
দরিদ্র রতন আশে,
ঘুরে মরে নানাদেশে,
যাহার কপাল মন্দ পেলেও রতন
দুকুল ছিঁড়িয়া হয় দুকুলে পতন।

৩

অনন্তের শিরোরত্ন লইতে বাসনা রে,
যাহার অন্তরে
সমুদ্রে ডুবিতে হয়,
কুম্ভীরে হইলে ভয়,
কেমনে নামিবে বল সেইজন নীরে ?
নাগরাজ সন্নিকট,
যাতায়াত কি দুর্ঘট !
কে কোথায় পায় বল আকাশের ফুল ?
নিজের করম ভাবি নিজেই আকুল।

ওরে মন তোর যত বাসনা অসার রে
কিছু না পাইবি
কেবল দুরাশা ক'রে,
মরমে রহিবি ম'রে,
অকারণ এ জীবন বিপদে গোঁয়াবি
আবার পাইব ব'লে,
খুজিতেছ বিলে ঝিলে,
কত নদ নদী আর কত রত্নাকর
বাকি ত তোমার নাই কানন ভূধর।

৫

এ হৃদি-আকাশে কিরে আবার সে শশীরে,
উদিত হইবে ?
আর কি কখন হয় ?
নিসর্গ বিরোধী তায়,
তার সাথে বাদ ক'রে কে ফল লভিবে ?

ও কথা এমনে স্থান,
দিওনাক রে, অজ্ঞান !
প্রকৃতির নিয়মের বিকৃতি কোথায়,
দেখেছিস মনে ক'রে বল্‌না আমায় ?

৬

রে নয়ন ! যেইদিকে তাকাবি, দেখিবিরে,
সকলেই সুখী·
কেবল অসুখী তুমি
সুখময় এই ভূমি
জগতে তোমার সম নাই কেহ দুখী

যাহার কপাল মন্দ
তার সনে করে দ্বন্দ্ব
আত্মজনে, দ্বন্দ্ব ভাব রহেনাক তার
বিরহেতে সর্ব্বদাই হাহাকার সার !

৭

ওই দেখ তরুলতা একসহ দুটিরে
প্রণয়বন্ধনে
স্বভাবেতে বাঁধা রয়,
নাহি বিরহের ভয়,
বিচ্ছেদ কাহারে বলে কখন না জানে

ধন্য প্রেম দুজনের,
ধন্যভাব হৃদয়ের,
কখনো আমার মত মিলনের আশে,
সন্ধানিতে নাহি হয়, বাঁধা প্রেমপাশে।

৮

ওই দেখ সরোবরে মরালীর সহ রে
খেলিছে মরাল
করিতেছে জলক্রীড়া,
মানবের মত ব্রীড়া,
নাই ও হৃদয়ে যদি, তবুও রসাল

মরি কিবা দৈব ভাব,
হৃদয়েতে আবির্ভাব,
গলাগলি বলাবলি সুমধুর রবে
আমার খেলার সাথী নাই এই ভবে।

ওই দেখ সরসীতে ফুটেছে কমল রে
যুটেছে ভ্রমর
করি অলি গুণ গুণ,
গাইছে পদ্মিনীগুণ
উল্লাসিত করিতেছে প্রমদা অন্তর

মলয় মৃদু অনিলে,
ঈষৎ কম্পিতছলে,
কহিছে দ্বিরেফ কুলে "কর মধুপান"
কে শুনে এবিধুরের বিরহের গান!

১০

ওই দেখ চাতক হইয়া ঊর্দ্ধমুখী রে,
জলদের পানে
আঁখি দুটি ছল ছল,
বলিয়া "ফুটিকজল",
যাচিতেছে জল জলধর সন্নিধানে

তুষিতে চাতক মন,
ওই আসিতেছে ঘন,
করিবেন বারিদান আশার অতীত,
আমার সে নব ঘন কোথা অন্তর্হিত।

১১

ওই দেখ বিমানেতে সারস কদম্ব রে
সারি ধরি যায়
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে
মনসুখে বিহরিছে,
'খ' যেন মুকুতা হার প'রেছে গলায়
লইয়া সঙ্গিনী সাথে,
বেড়াইছে শূন্যপথে
পাখী হ'য়ে কত সুখী মানুষের চে'য়ে!
মোর দুনয়ন গেল শূন্যে চে'য়ে চে'য়ে!

১২

ওই দেখ কপোতিনী সহিত কপোত রে
প্রেমেতে মাতিয়া
মুখে মুখ আরোপিয়া,
মুখামৃত পানে হিয়া
করিছে শীতল, মনানল নিভাইয়া
করিতেছে "বকুবকু",—
প্রেমভাব প্রকাশক,
সেই রব শুনি মত্ত সংযোগী সকল
সে মধুর রবে মোর হৃদয় বিকল!

১৩

ওই দেখ অরণ্যকপোত দম্পতির রে,
বিভ্রম বিলাস
পতিরে রাখিয়া পিছে,
দ্রুতগতি পলাইছে,
সেটি ত পলান নয়,—মানের আভাস
মাথা ঠুকে পিছে পতি,
বলিছে "ফির লো সতি"
পতির এ স্তুতি শুনি, দেয় আলিঙ্গন
আমার মিনতি স্তুতি শুনে কোনজন !

১৪

ওই দেখ পল্বলেতে করিতেছে কেলি রে
উৎসাহের সনে
মদ্গু কুল অবিরত
ডুবিছে ভাসিছে কত
শ্রেণীবদ্ধরূপে কভু রহে একস্থানে
শ্বেতনীল রক্তোৎপল,
শোভিয়াছে সে পল্বল
তারি মাঝে মদ্গু গুলি কৃষ্ণোৎপল মত
এ হৃদে উৎসাহ নাই ভাবনা নিয়ত।

১৫

ওই দেখ শুকশারী বকুলের পরে রে
আলাপ করিছে
অন্তরে নাহিক তাপ,
মুখে সদা রসালাপ
যার রব ইচ্ছা হয় তাহাই ভাষিছে

দেখাইছে সংযোগীরে,
প্রেমভাব বলে কারে
গাইছে প্রেমের গান মুখে মুখ দিয়া
ভ্রমি আমি বিরহের সঙ্গীত গাহিয়া।

১৬

ওই দেখ পিকরাগে বসি পিকবর রে
করিছে কুজন
সংযোগীর কর্ণে সুধা
ঢালিছে, ততই ক্ষুধা
বাড়িতেছে আরও যেন করিতে শ্রবণ

কোকিলা বসিয়া বামে,
কহিতেছে, "প্রিয়তমে,
বিয়োগী আদরে কিনা চল তথা যাই"
এসনা হে বনপ্রিয়! প্রিয়া ঘরে নাই।

১৭

ওই দেখ অশ্বথ শাখায় টিয়াকুল রে
দলে দলে এল
করিতেছে কি কাকলী !
হ'য়ে দুয়ে গলাগলী
শুনিয়া ভাবুক-মন ভাবে বিমোহিল
আমার সে টিয়াপাখী
শিকল কাটিয়া দেখি
পলা'য়ে গিয়াছে শূন্য করি এ পিঞ্জর
কেহত আমার নাই কথার দোসর !

১৮

ওই দেখ ধূমযোনি ঘোর গরজন রে
করিয়া আইল
সঙ্গে ল'য়ে সীমন্তিনী—
সচঞ্চলা সৌদামিনী
পিরীতের কিবা রীতি তাই দেখাইল
যেখানে যাইবে পতি,
সঙ্গে সঙ্গে রসবতী ;
তবে কেন ঘোর,—রব বিয়োগী ত্রাসিতে
এসনা দম্পতী মোর পরান বধিতে !

১৯

ওই দেখ গোভৃৎ-শিখরে শিখাবল রে
মনের আহ্লাদে
বিমানে দেখিয়া ঘন,
কেকা রবে আলাপন,
বিস্তারিয়া শিখণ্ডক নাচিছে প্রমোদে
সংযোগী আনন্দে মত্ত
হবে তব দেখি নৃত্য,
এ সংসার এ নেত্রে অনিত্য বই নয়
হৃদি হীন, আনন্দে প্রমত্ত কোথা হয়?

২০

ওই দেখ সাম্বিকমিথুন নীড়ে বসি রে
মনের আনন্দে
কহিতেছে কত কথা
অপরে বুঝিবে কি তা,
সেই বুঝে, ডুবে আছে যেই নিরানন্দে
মধুর অস্ফুট স্বরে
প্রেয়সীর গলাধ'রে,
কহিছে "বিয়োগী সম রোগী আর কেবা"
আমিই সে ভুক্তভোগী ভোগি নিশি দিবা!

২১

ওই দেখ স্রোতস্বতী চলিছে পূরবে রে
হয়ে বেগবতী
মানেনাক শতবাধা,
যার প্রেমে আছে বাঁধা,
খুজিয়া লইতে সেই মনমত পতি,

দিবারাত্রি একবার,
নাহিক বিশ্রাম তার
সাগরে গেলেই তার পূরিবে বাসনা
মোরে দরশন দিতে কইত এলনা !

২২

ওই দেখ সদাগতি সদা গতি করে রে
জান কার তরে ?
কভু প্রাচী দিক হ'তে,
কভু দেখি প্রতীচীতে,
কভু যাম্যে কভু যক্ষে চারিদিকে ফিরে

কখন নিস্তব্ধ ভাবে,
ধ্যান যোগে তাঁরে ভাবে,
কখনশূন্যেতে যে'য়ে পূরাইছে আশ
আমার সে হাহাকার জান বারমাস ।

২৩

ওই দেখ অম্বরেতে সহস্রকিরণ রে
এক চক্র রথে
চলিতেছে অবিরাম,
কভু করে না বিশ্রাম
তীরতারা উল্কা বায়ু কেবা যাবে সাথে

দিন নাই রাত নাই,
যাহার অভাব তাই
খুজে, সৌর বৎসরান্তে পূরে অভিলাষ
আমার কেবলমাত্র সার হা ! হতাশ !

২৪

ওই দেখ শশধর অতি ম্লান ভাব রে
কাহার কারণে ?
কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদ,
আজি তাই এ বিপদ
ক্রমে ক্ষয় হইতেছে না হেরে সেজনে

এইরূপে অমানিশি,
তারপর চতুর্দ্দশী
ক্ষয় বৃদ্ধি পূর্ণিমায় বাঞ্ছা পূর্ণ তার
বারমাস অমানিশা দুচ'খে আমার !

২৫

ওই দেখ উড়ুমালা ক্রমে ক্রমে আসি রে
ভরিল গগন
তমোহর শশধর,
আলোকিছে চরাচর
কেন তবে অম্বরে নক্ষত্র অগনন ?

প্রতিবেশ্মে দীপ চাই,
কোটি কোটি তারা তাই
বিভুর আদেশ সাধি হরষিত মন
ভেবে ভেবে অকারণ গেল এ জীবন।

২৬

ওই দেখ গোত্রকুল রহে স্থির ভাবে রে
আদেশে কাহার
যে যা করে সমভাব,
নাই বিরক্তির ভাব
সাগর হিল্লোল সহে বেগ ঝটিকার

এক পদ স'রে গেলে,
যায় পৃথ্বী রসাতলে
বিভুর আদেশ সাধি হরষিত মন
চিরদিন তৃষিত রহিল এ নয়ন।

২৭

ওই দেখ ঘটিকার 'কট্ কট্' রব রে
জান কি কারণ ?
"ক্ষয়িছে মানব আয়ু,
ফুরা'ল নিশ্বাস বায়ু
সাবধান হও নর এই উচ্চারণ"

এ দিন বহিয়া গেলে,
পাবে আর কি খুজিলে ?
হায় হায় হবে সার অন্তিম সময়
হায় ! অকারণ হ'ল এ জীবন লয়।

২৮

ওই দেখ দিক্ দরশন যন্ত্র পানে রে
কি ভাবে র'য়েছে
পে'য়ে কার আলম্বন,
একমুখী সর্ব্বক্ষণ
শত বার ঘুরাও ত ঠিক তাই আছে

এমনি ধরেছে কীল,
এমনি মনের মিল
সে মনের মিলন কি বিশ্লেষণ হয় ?
ধরায় ওইত সুখী তুমি সুখী নয়।

২৯

এইরূপে স্বভাবের যে দিকে তাকাই রে
সকলেই সুখী
বিষাদের নীরে মন,
কারইত নিমজ্জন
রহিয়াছে, এ নয়নে কভু না নিরখি
দুখভার বহিবার,
স্থান কি ছিল না আর
এ হৃদি গড়িয়াছিলে ওই হেতু বুঝি
দেও বোঝা সহিব তা বুঝি বা না বুঝি।

৩০

অমূল্য সময় আর করিও না ক্ষয়রে
মিছা বিলাপনে
জপ সে পবিত্র নাম,
যাতে পূর্ণ হবে কাম,
একাকী বসিয়া নাম কর নিরজনে
কত শত মুনি ঋষি,
যেনাম আঁধারে বসি
জপ করে দিবানিশি নিমীলিত আঁখি
আঁধারের মাঝে আলো দেখে হয় সুখী।

৩১

তুমিও সাধনা কর, নহ যদি জ্ঞানী রে
ভয় কিবা তায়!
গুণহীন যে তনয়,
বেশী ভাল বাসা হয়
সেইজন স্বভাবতঃ, জানেন সবায়
তাই বলি ওরে 'দাদ',
ভাবিস্‌নে পরমাদ
এক মনে এক ধ্যানে জপ্ বিভুনাম
সেই বাঞ্ছা-কল্পতরু পূরাবেন কাম।

৩২

তাঁর দয়া হ'লে পরে কিসের অভাব রে?
তোর আশা কত!
অক্ষয় ভাণ্ডার তাঁর,
রত্নপূর্ণ পারাবার
বিন্দুমাত্র কমিবে না দিলেও নিয়ত
তাঁর কাছে যা চাহিবি,
অনায়াসে তাই পাবি,
কায়মনে ভক্তি সনে ডাক্ তাঁরে ডাক্
তাঁর দয়া দেখে তুই হইবি অবাক্।

একাদশ বিলাপ।

১

বিমানে উদিল ওই নব বিবস্বান্
নিশির তমস্‌রাশি হ'ল অন্তর্দ্ধান
আলোকে পুলোক ভাব সবার অন্তরে
উৎসাহের দরশে বিমর্ষ গেল দূরে
স্ব স্ব কার্য্যে প্রাণীগণ ব্যস্ত অতিশয়
আহারের অন্বেষণে যায় পশুচয়

ধরণী আনন্দ-নীরে যেন নিমগন
আমিই নিভৃতে বসি করিরে রোদন
সংসার আমার নয় আমি নয় তার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার।

২

খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আসিয়া অঙ্গনে
প্রমদায় শিক্ষা দেয় চঞ্চল চলনে
বিঁধিতে প্রেমিক-হৃদে কটাক্ষের বাণ
পলকে পলকে হয় করিতে সন্ধান
শিখায় পুচ্ছটি করি উচ্চ কভু নত
অলকার ফাঁস গলে দাও পার যত
প্রমোদে, প্রমদে! কর প্রমদে বন্ধন
এ বন্ধন শিথিল হবেনা কদাচন
আমি যেন কোনো ধার ধারিনা তাহার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার!

৩

দয়েল দয়েলা দুটি শিউলী শাখায়
মরি কি মনের সুখে প্রেম-গান গায়
করিছে কাকলী গলাগলী হ'য়ে দুয়ে
সে রব সংযোগী শুনে আনন্দ হৃদয়ে
নব নব ভাবে নব রসের আলাপ
শুনিলে বিয়োগী-হৃদে বাড়ে পরিতাপ
কখনো জানেনা যারা বিচ্ছেদ কেমন
এ বিভ্রম বিলাসে তারাই সুখী মন
আমিত দুঃখে দেখি কেবল আঁধার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার!

৪

কপোত দম্পতি বসি অট্টালিকা পরে
সুখ-পোতে বিহারে এ দুখ-পারাবারে
কপোতী পতির মুখে মুখ আরোপিয়ে
জানায় মনের ভাব সরল হৃদয়ে
কর নাই চঞ্চুতেই সুখী পরশিয়া
পালকে পুলোকে যেন রেখেছে ধরিয়া
পলকমাত্রও শোক জানেনা কেমন
সুখের পায়রা এরা সুখেই মগন
এ হৃদি গ'ড়েছে বিধি দুখের আগার
আমার সে হাহাকার হাকাকার সার !

৫

দাত্যুহ দাত্যুহী দুটি জলাশয় ধারে
বিলাস বিভ্রম যেন নাগরী নাগরে
দেখাইছে শিখাইছে লুকাচুরী খেলা
গুল্মের আড়ালে যে'য়ে জানাইছে হেলা
কভু এক পার হতে যায় পর পারে
নীরোপরি শৈবাল-সেতুতে গতি ক'রে
এসব সংযোগী চ'খে সুখের নর্ত্তন
বিয়োগীর হৃদি করে কৃপাণে কর্ত্তন
সেই লোহ অশ্রুরূপে নয়নে আসার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

৬

কারগুবী পতিসহ করিছে গমন
গর্ব্ভভারে সুমন্থরা যুবতি যেমন,
সরোবর নীর মাঝে পশিয়া দুজনে
করিতেছে জলকেলি হরষিত মনে
কভু ডুবে কভু ভাসে কখন সাঁতারে
কখন কূলেতে আসি পালক বিস্তারে
অশান্তি সংসারে শান্তিময় দুইজন
সুখের তুলনে হারে মানব জীবন
দেখি সদা সমুখে বিরহ-পারাবার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার!

৭

সরসী-আরশি মাঝে কমলিনী দল
আপন রূপের ছটা দেখিয়া বিহ্বল
মলয়-হিল্লোলে মৃদু হইয়া ধ্বনিত
বিদ্রূপ করিয়া কহে, "শুন, মধুব্রত!
এ বরণে ও অঙ্গার বর্ণ শোভা পায়?"
কহে অলি, "সুবর্ণের পরীক্ষা কোথায়
কষ্টি বিনা?" হাসি অব্জ দেন আলিঙ্গন
অরসিক জানে কোথা প্রেম সম্ভাষণ?
রসালাপ আমায় ক'রেছে পরিহার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার!

৮

মালঞ্চের ফুলগুলি ম্লান ভাবে কেহ
কেহবা ধরায় লোটাইছে নিজ দেহ
সেফালিকা ও কামিনী বড়ই ব্যাকুল
এতই কোমলা, নাই ইহাদের তুল
মধুকর ভার সৈতে নারে, পড়ে ঝরি
আবার ফুটিবে হর্ষে আসিলে শর্ব্বরী
একটিরো ম্লান ভাব রবেনা তখন
হইবে ভ্রমর সহ আনন্দে মগন
এ হৃদি-প্রসূন কিরে ফুটিবে আবার ?
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

৯

জলাশয়ে কুমুদিনীগণ ম্লান ভাবে
ভাবিতেছে সদাই, কেমনে দিন যাবে
বিরহের দিবা হয় অতীব বিরাট
এমনি অর্গল বন্ধ খুলেনা কপাট
লোকচক্ষু-আলোকে সবাই পুলোকিত
কুমুদী সে আলো হেরি অতি বিষাদিত
অন্যের যা, তার তাঁতে কিবা প্রয়োজন
প্রদোষে তুষিবে তারে যামিনিরঞ্জন
মোর শশধর পুনঃ উদিবে না আর
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১০

বলাক বলাকাসহ সরসীর ধারে
মৃদু মৃদু পাদক্ষেপে ক্রমশ বিহরে
শিখায় যুবকে ধৈর্য্য কেমন ভূষণ
এ ভূষণে অলঙ্কৃত হন যেই জন
ষড়রিপু-রিপু তার সদা আজ্ঞাবহ
সুখময় তাহার জীবন আর দেহ
ধৈর্য্য বর্ম্মে দেহ যার সদা আবরণ৹
নাই বিষাদের ভাব সুখের জীবন
বিনয় গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য গিয়াছে আমার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১১

বরটা সরসী মাঝে মনের আহ্লাদে
পতিসহ খেলে হর্ষ ধরেনাক হৃদে
করে ঘৃণা করে, চঞ্চুতেই কণ্ডুয়িত
শয্যাতে কি প্রয়োজন নীরেই শয়িত
শূন্য ভালবাসে না ক—শূন্য মনে করে
পাখাসত্ত্বে উড়ে নাক রহে ধরাপরে
বিহারের স্থান বার তাঁয় সন্তরণ
সলিল-মুকুরে সদা মুখ দরশন
প্রাণ-হংস ধ্বংস খোজ বিনা বরটার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১২

শুন না বিমান দেশে শ্যামার সুতান
পতির সহিত গায় মিলনের গান
যে না জানে কহিবেক দেববালাগণ
বায়ু সেবনিতে শূন্যে করিছে ভ্রমণ
সহচরীগণ করে চামর ব্যজন
হস্ত-সঞ্চালন সেই ভূষণ-শিঞ্জন
তোমার মধুর তান মানস মোহন
ধন্য তোরা সুখী ধন্য তোদের কূজন
মোর কর্ণে হয় যেন অশনি প্রহার
আমার সে হাহাকার হাহাকার-সার !

১৩

চটকার দল কিবা আঙ্গিনায় খেলে
চরিতেছে সবগুলি একসনে মিলে
উড়িবার ইচ্ছা হ'লে সবগুলি লয়ে
বসিতেছে হর্ষে ক্ষুদ্র তরুপরে গিয়ে
পাখী বটে শাখী পরে নাহি করে বাসা
মানুষের সংসর্গেতে থাকিবার আশা
মানবের সুখ দুঃখ করিতে দর্শন
চালের কোটরে সুখে কুলায় রচন
লোকালয় মোর চ'খে বিষম কান্তার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১৪

দেখ ওই সাতভায়া ক্ষুদ্র পাখীগুলি
হৃদয়ের উচ্চ ভাব শিখাইবে বলি
উঠানে ঘরের কোণে কভু পুষ্পোদ্যানে
কখনো রসাল-তলে কখনো অঙ্গনে
এক সঙ্গে খেলে সদা এক সঙ্গে খায়
''কিচির মিচির' রবে প্রণয় শিখায়
বিয়োগীর সম একা করেনা ভ্রমণ
আত্ম বন্ধু সহ করে সুখেতে গমন
শ্মশান আমার চ'খে সুখের সংসার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১৫

উদ্যানে আসিয়া ওই জুটিল বুল্‌বুল্‌
সন্ত্রাসিত হইল যতেক অলিকুল
কহিছে বুল্‌বুল্‌ অলিকুলে "ভয় নাই
তোমাদের প্রিয়জনে মোরা নাহি চাই
যে ফুল হয়েছে, অলি ! ফলে পরিণত
তারি আশে আশান্বিত জান, মধুব্রত
ফুলের ভিখারী নহি, ফলে প্রয়োজন
পরে মনোকষ্ট দিতে নাহি আকিঞ্চন"
বিফলে জীবন গেল ফল মিলা ভার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১৬

অস্তাচলে গমন করিছে দিনমণি
সংযোগীর আসিতেছে মধুর যামিনী
কিন্তু বিধাতার খেলা কিমাশ্চার্য্য হায় !
সংযোগীও জ্বালাতন দেখি এ নিশায়
চক্রবাক্ চক্রবাকী আছিল মিলনে
স্বভাবে বিরহ ভোগ রৈল ব্যবধানে
ইচ্ছায় বিরহানলে কে হয় দাহন
নিশি অন্তে দুজনের আবার মিলন
কে দিবে এ দগ্ধ হৃদে মিলনের বার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১৭

চোক্‌গেল পাখী করে 'চোক্‌গেল' রব
আপনার চোকগেল নয় সে কৈতব
অপ্রেমিক যেইজন চোকগেল তার
তাই পাখী চোকগেল বলে বার বার
প্রমদার রূপ ভিন্ন অন্যরূপ যার
চ'খে পড়ে, সেই চ'খে দেয় সে ধিক্কার
সুমিষ্ট ভৎ'সনা "চোকগেল" সম্ভাষণ
মনোদুখে নহে তার হেন আলাপন
এ চোখ ত দেখেনিক রূপ ছাড়া তার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার !

১৮

"বউ কথা কও রব" কেন করে পাখী
অপ্রেমিক জনে এটি বিদ্রূপ নহে কি ?
সবাই মুখেতে বলে বউ কথা কও
বলেনা অন্তর হ'তে বুঝে পাখী তাও
ভালবাসা মনের, মুখের ভালবাসা
যে যা বলে, সব পাখী বুঝে সেই ভাষা
তাতেই বিদ্রুপাত্মক পাখীর কূজন
প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করে ধ্বনিকে যেমন
কখনই মৌন ভাব দেখিনি প্রিয়ার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার।

১৯

পাপিয়ার "পিউ কাঁহা" রবটি মধুর
এতেও বিদ্রূপ ভাব আছয়ে প্রচুর
প্রমদা বিরহে অপ্রেমিক যেই জন
"কোথা প্রিয়ে" লোকে দেখাইতে এবচন
প্রেমিকের বিরহই অতি সুখকর
একের অভাবে লক্ষ নয়ন গোচর
প্রমদা বিহনে নাই অন্য দরশন
বিরহ গরিষ্ঠ তার লঘিষ্ট মিলন
তাই বিরহের বোঝা বহি অনিবার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার।

২০

বনপ্রিয় কুহুরব এও নর্ম্মময়
অন্তর্ভেদী স্বর এই মিষ্ট স্বর নয়
কুহু শব্দে "অমাবস্যা" বলে অপ্রেমিকে
"প্রমদার রূপ ভিন্ন অন্য রূপ চ'কে
যেই দেখে সে চ'খে পড়ুক অন্ধকার
জনম ভরিয়া হ'ক অমাবস্যা সার
দুটি তারা শূন্য হ'ক তার দুনয়ন"
তাই কুহু রবে সদা করিছে কূজন
সে বিহনে এ চ'কে সকলি অন্ধকার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার।

২১

চোখ মিলি যেই দিকে করি বিলোকন
কুরব, মধুর রব যা করি শ্রবণ
প্রমদার রূপ করে সবাই বর্ণন
প্রেমের মাহাত্ম্য করে সবাই কীর্ত্তন
এ জড়-জগৎ যাহা দেখিবারে পাই
চলিবার বলিবার শক্তি যার নাই
তারাও প্রিয়ার রূপে হইয়া মগন
রূপাণু লইয়া কৈল দেহের ভূষণ
কিছুই আমার নাই বিনা হাহাকার
আমার সে হাহাকার হাহাকার সার!

২২

আমিত কিছুই তার লইতে নারিনু
বিরহের বোঝামাত্র মস্তকে ধরিনু
উত্তমাংশ নিল সবে এটা কেটা লবে
আমি ভিন্ন এই ভার আর কে বহিবে
চিরদিন সুখী কেউ রবেনা ধরায়
চিরদিন দুখ ভার কেহ নাহি বয়

এ দেহে মিলন কভু হইবার নয়
দেহান্তে ইহার ভৃতি পাইব নিশ্চয়
তাই বলি, ওরে দাদ ! তোর শশী আর
উদিবে না এজনমে হাহাকার সার।

দ্বাদশ বিলাপ।

১

প্রেয়সি ! তোমার হিয়া কেমন কঠিন ? লো
এক মুখে বলা নাহি যায়
আমার উপরে যাহা ঘটেছে আমিই, লো !
জানি, বলাদায়
যা কেউ দেখেনি কভু
যত বুঝাইবে তবু
বুঝিবেনা সে বিষয় পূরিবে না আশ
গাধাপিটে ঘোড়া করা মিছে পরিহাস।

২

যেজন প্রেমের পথে, হয়নি পথিক, লো !
হ'লেও বিরহ কারে বলে
জানেনা, অথচ সদা, প্রমদার সাথে, লো !
মনোমুখে মিলে
সুখে করে অবস্থান
গায় মিলনের গান
কৌমুদী-নিধান তার প্রেয়সী-বয়ান
সদা আলোকিত করে হৃদয়-বিমান।

৩

সেজন কেমন ক'রে, মোর এ যাতনা, লো !
বুঝিতে সক্ষম হবে বল ?
আকাশ-কুসুমে যথা, ধরিবার চেষ্টা, লো !
নাই কিছু ফল

রোগীর যাতনা রোগী
বুঝিবে যে ভুক্ত ভোগী
পিপাসার যে যাতনা পিপাসুক বিনা
তটিনীর নীর নিবাসিনী বুঝিবে না।

৪

আশিবিষ-দংষ্ট্রার, বিষের তাড়না, লো !
কেমনে বুঝিবে সেইজন ?
ফণীর মণির আশে, ভুজঙ্গিনী পাশে, লো !
করেনি গমন

গরজী মনের রাগে
যাহায় দংশেনি নাগে
কি গুণ ধরে, লো ! বিষে সে কেমনে জানে
যাতনা কি যে তা বুঝা যায় নাক শুনে।

৫

প্রমদার দরশন, আর সম্ভাষণ, লো!
মনে মনে যার আকিঞ্চন
হৃদয় তাহার আছে কি না আছে বল, লো!
আছে কিনা মন?

কিছুই তাহার নাই
সুধাইবে কার ঠাঁই?
সুধাও মুকুতা-হারে সে দিবে প্রমাণ
হ'লে হৃদি বিদারণ প্রিয়জনে পান।

৬

সুবর্ণ বরণে দেখ, কেমন উজ্জল, লো!
কোনজন তার প্রিয়জন?
খনির তিমির গর্ভে যখন জনম, লো!
মলিন বরণ

প্রেয়সী মিলন আশে
শতবার আশ্রয়াশে
যায় আসে দণ্ডে পিষে, হইয়া ভূষণ
প্রিয়তমা দেহে যেয়ে তবেই মিলন।

৭

মন যারে চায় সদা, হেরিতে সে পদ, লো!
শত বাধা বিঘ্ন কিছু নয়
বিপদে সম্পদ ভাবি স্বইচ্ছায় ডাকে, লো!
যাহা মনে লয়

দেখনা মেন্ধীর পত্র
আশা তার এই মাত্র
প্রমদার চরণে মিলিবে কি কৈতবে
খলেতে পেষিত হৃদি, পদে মিশে তবে।

প্রমদার দরশন, দরশন আশে, লো!
শত শত কৌশল খুজিয়া
কোনোরূপে মনোআশা মিটা'তে না পেরে, লো!
ভাবিয়া ভাবিয়া

দীপে যে'য়ে দহে স্নেহ
ধূম রূপে নিজ দেহ
অঞ্জন-আধারে উর্দ্ধে হয় সে কজ্জল
তবেই নয়নে যে'য়ে মানস সফল।

৯

মলয়জ কিরূপেতে উরজের তটে, লো !
যে'য়ে পূরাইবে মনো আঁশ
কোনই কৌশল তার, খুজিয়া না পে'য়ে, লো !
হইলা হতাশ

দিতে প্রাণ বিসর্জ্জন
এই তার শেষ পণ
প্রস্তরে ঘর্ষিত হ'য়ে দেহপ্রাণ নাশ
ঘৃষ্টরূপে উরে উরি পূরাইল আশ।

১০

গোলাপ বিলাপ করে, পাগলের মত, লো !
প্রলাপে হৃদয় তার ভরা
প্রমদা-রসাল-তনু পরশিবে কিসে, লো !
ভেবে মাতোয়ারা

অনলে সলিল সহ
দেয় প্রাণ দেয় দেহ
বক যন্ত্র-সাহায্যে গোলাপজল হ'য়ে
পূরে কাম, প্রিয়া-হৃদে যবে সেচনয়ে।

১১

কার্পাস মনের আশ, কি ভাবে মিটাবে, লো!
চরকী যন্ত্রেতে সুপেষিত
তদন্তে ধূনিত যন্ত্রে শতধা বিচ্ছিন্ন, লো!
তবু আশান্বিত

লৌহ শলাকায় সূত্র
নানা ক্লেশে হয় বস্ত্র
শতধা কর্ত্তিত' সূঁচে গ্রথিত যখন
কঞ্চুলিকা রূপে কুচে সংলগ্ন তখন।

১২

যামিনীশ-বদনায় যামিনীর আশা, লো!
সদা করিবারে দরশন
জল সহ অনলেতে, হইয়া সংসিক্ত, লো!
সুখায় তপন

করে, উদূখলে চূর্ণ
প্রকাশে হরিৎবর্ণ
অগ্নিতাপে বস্ত্রে মিশি হ'য়ে পিতাম্বর
সে কোমল কান্তিস্পর্শ,—অতি সুখকর।

১৩

ধাত্রী মেথী অগুরু কস্তুরী ও লালুকা, লো !
গেঠেলা গুবাক-পুষ্প আদি
সকলে মিলিত হ'য়ে একটি সুগন্ধী, লো !
আশা নিরবধি

মিশিতে পদকোমলে
তাতেই পেষিত খলে
শত দেহে এক আত্মা আত্ম ত্যাগ দেখি
প্রমদা ধরেন শীর্ষে, অহো ! কত সুখী।

১৪

ঈষৎ লম্বিত মুকুতাটি, কি কৌশলে, লো !
সে কোমল তনু পরশিবে
অন্তর ও অন্ত্রহীন রন্ধ্র কৈল দেহ, লো !
সার মনে ভেবে

গেল নাক মনোব্যথা
কাঞ্চনের সহায়তা
ল'য়ে, তাই নলক রূপেতে নাসিকায়
ঝুলিয়া দুলিয়া সুখে নাচিয়া বেড়ায়।

১৫

পথ্যা টেরী বিভীতকী, ও দন্তরঞ্জন, লো!
দরশিবে কোন ব্যপদেশে
সকলে মিলিয়া হয় দহনে ভর্জ্জিত, লো!
স্ব স্ব প্রাণ নাশে

কিসে আশা পূর্ণ হয়
খলে দেহ করে লয়
অণু অণু রূপে হয় যখন মঞ্জন
সেই মিষি রদে মিশি সফলে জীবন।

১৬

এ জগতে মম সম নিরুপম দুখী, লো!
প্রিয়তমে! দে'খেছ কি দুটি?
খুজিলে পাবেনা আর, কেবল আমিই, লো
কহিলাম খাঁটি

জীবন যৌবন মান
দেহ মন ধন প্রাণ
সকলি তোমার পদে করিয়া অর্পণ
মনে ভেবে ছিনু সুখে রব অনুক্ষণ।

১৭

সে সুখ হ'লনা মম, সাধ ক'রে দিলে, লো!
বিরহের বোঝা এই শিরে
ভগ্ন হ'ল মেরুদণ্ড পঞ্জরের অস্থি, লো!
দাঁড়াই কি ক'রে!

বহিতে পারিনা, হায়!
ফেলাও নাহিক যায়
মরা বাঁচা দুই দিকে হ'ল সমতুল
যাতনার পারাবারে নাই বুঝি কূল!

১৮

বিশুদ্ধ প্রণয় যার, তার এই ভাব, লো!
প্রিয়দেহে হইয়া বিলয়
মন প্রাণ প্রিয়জনে ক'রে সমর্পণ, লো!
ভালবাসা লয়

যে দিকে ফিরাই আঁখি
ওই ভাব সবে দেখি
ভালবাসা বিনিময়ে ভালবাসা পায়
চুরী ক'রে মন ল'য়ে কেউনা পলায়।

১৯

অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল এ হৃদয়ে, লো !
কপটতা কভু নাহি জানি
নিশ্চয় কহিনু, প্রিয়ে, ছুচ'খেরি কিরে, লো !
ওই পা দুখানি

ছুয়ে কহিব, লো প্রিয়ে !
এস পদ আগুলিয়ে
ইচ্ছা হয় দাও পদ না হয় না দাও
দিওনাক অপবাদ মোর মাথা খাও।

২০

পতঙ্গ প্রেমিক শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত জগতে, লো !
প্রিয় সম্মিলনে হয় দগ্ধ
কি গৌরব আছে ইথে বুঝাইয়া বল, লো !
দেখা মাত্র মুগ্ধ

বিরহের যত কষ্ট
বুঝে না যে কি গরিষ্ট
ভাব তায় সংস্পৃষ্ট আছয়ে কি কি ক্রিয়া
জানে নাক সহিষ্ণুতা শিশু তুল্য হিয়া।

২১

মধুপ বৰ্ত্তিকে কেহ বলে সুপ্রেমিক, লো!
　　সহে ক্লেশ পতঙ্গ হইতে
বিরহ বিষের জ্বালা, তুলা তার নাই, লো!
　　বুঝিয়াছে চিতে

　　তাই সারানিশি জ্বলে
　　মরম উনিয়া গলে
সহে তাপ প্রলাপ বিলাপ নাই তার
অবশ্য পতঙ্গ চে'য়ে সহে দুখ ভার।

২২

মোর সহ তুলনায়, অনেক প্রভেদ, লো!
　　বুঝ মনে সুবিচার করি
খুজিলে আমার মত, আর ত পাবে না, লো!
　　বিষাদের পুরী

　　ওরা দুটি জ্বলে রা'তে
　　দিনে রহে সুস্থ চিতে
আমার সে দিন রাত্তি বিরহ-অনল
সমভাবে জ্বলে হৃদে সদাই প্রবল।

২৩

যে শর বিঁধেছ হৃদে, হৃদয় থাকিতে, লো!
খুলিতে পারিব তা কি আর?
যত করি টানাটানি, ক্রমে আরো পশে, লো
তীক্ষ্ণ হয় ধার

ফুকলা তীরের মত
আকর্ষণ করি যত
ততই সে ক্ষত আরো পরিসর হয়
রাখিতেও বাহিরিতে দু দিকে সংশয়!

২৪

এ দগ্ধ হৃদের ক্ষত, আর কি শুখাবে লো!
জ্বলনের জ্বলন কেমন
কেমনে বুঝাব, প্রিয়ে, লিখনে কথনে, লো
যায় কি কখন?

যাবে নাক কভু বলা
যাবে নাক কভু জ্বালা
বিরহ বৃহদ্‌ভানু নিভিবে না আর
ওলো জলধর! বর্ষ মিলনের ধার!

২৫

যদিও মেন্ধীর সম, দেহ প্রাণ লয়, লো !
একেবারে করিতে পারি নি
চেতনে ও অচেতনে অনেক প্রভেদ, লো !
সে শক্তি দেয় নি

তাতেই অক্ষম, প্রিয়ে !
দেখ মনে বিচারিয়ে
কিন্তু মুকুতার চেয়ে রন্ধ্র সর্ব্ব দেহে
বিরহ-বিশিখাঘাত আর নাহি সহে।

২৬

তবে কেন রাঙ্গাপদে পাই না আশ্রয়, লো !
কোন অপরাধে অপরাধী ?
বল তা প্রকাশ করি যদি হই দোষী, লো !
মনেরে প্রবোধি

দোষীজনে দণ্ড পেলে
সহে তাহা অবহেলে
নির্দ্দোষী পাইলে দণ্ড কাণ্ড ভয়ানক
পাষণ্ডেও বলে একি কার্য্য মারাত্মক।

২৭

সুখে তুমি থাক নাকে, যদি আশা থাকে, লো
বেড়াইতে মরত ভবন
একবার দয়া ক'রে এ আঁধার পুরী, লো !
পরশি চরণ

আলো ক'র, বিধুমুখি !
বারেক ওরূপ দেখি
যুড়াব নয়ন মন জনমের মত
কি ভেষজে নীরোগিব হৃদয়ের ক্ষত।

২৮

তব পদ ধৌতবারি কিবা পদরেণু, লো !
এই দুটি ভেষজ এ ক্ষতে
বারেক দরশ পে'লে হৃদয়ে রাখিব, লো !
অতি আদরেতে

রাঙ্গা দুটি পদ তব
অশ্রুজলে ধোয়াইব
সেই মৃত সঞ্জীবনী সুধাসম হবে
দিলে ক্ষতে, ক্ষত জ্বালা সব নিবারিবে।

চতুর্থ স্বপ্ন ত্রয়োদশ বিলাপ।

১

হায়! এ সুখের নিশি কেন আজি পোহা'ল
শশীসহ মুখশশী বিহায়সে লুকাল
ক্ষণপ্রভা সম ক্ষণ
আলোকিয়া এ ভবন
ধাঁধা দিয়া দুনয়নে ঘন মাঝে পশিল
যে আঁধার ছিল আগে সে আঁধারি রহিল।

২

বরঞ্চ আছিল ভাল আঁধারের বসতি
খণ্ডিতে পারে কি কেহ যা করিবে প্রকৃতি
ক্ষণপ্রভা দেখা দিয়া
ক্ষণ মাত্র আলোকিয়া
আঁধার বাড়াবে বলি দীপ্তিরাশি হরিল
গভীর তমস্ আসি হৃদে শয্যা পাতিল।

৩

আজিকার স্বপ্ন যাহা এ বিধুর দেখে'ছে
অবিকল সেইরূপ লেখনীও লিখেছে
এ অতি নূতন ভাব
স্বপনের কি প্রভাব
বিপরীত ভাবে আজি ঘটনাটি আনিল
ক্ষণেক হাসিয়া মন বহুবার কাঁদিল।

৪

কোথা পলাইল মোরে না বলিয়া প্রেয়সী
বহুদিন পথে পথে বেড়াইনু অন্বেষী
খোজ না পাইয়া তার
দিতে দিতে টিট্‌কার
ফিরিয়া আসিয়া দীন এই মনে চিন্তিল
যেমন বাসিত ভাল তারি শোধ তুলিল।

৫

নারীজাতি অবিশ্বাসী বুধগণ বচন
এতে কেহ প্রতিবাদ করিবে না কখন
সে কথায় কর্ণপাত
সেই পথে গতায়াত
করিত না মন-এণ, নাহি ছিল কুটিল
নারীর স্বভাব এত জানিত না জটিল।

৬

হৃদয়েতে বিষ পোরা মুখে ভরা অমৃত
ক্ষণমাত্র আলোকিয়া আঁধারেতে আবৃত
ক্ষণ সুখে হাসাইতে
চিরতরে কাঁদাইতে
এমন মোহিনী মন্ত্র কার কাছে শিখিল
ধন্য সেই গুরু! হেন গুরুগিরি করিল।

আপন পরাণ হ'তে যারে ভাল বাসিতে
সেইজন চেষ্টা পায় তোর প্রাণ নাশিতে
প্রেমের কি এই রীতি!
নারীর কি এই মতি!
হৃদয়ের মাঝে বসি হৃদি বৃন্ত কাটিল
কোন তপোবলে বল হেন শক্তি লভিল?

৮

দয়া মায়া ধর্ম্ম কর্ম্ম শূন্য ক'রে রমণী-
হৃদিনদী যে গড়েছে তার গুণ বাখানি
যে হৃদি মমতা শূন্য,
যে হৃদি খলতা ভিন্ন
জানেনা প্রেমের বাঁধ যে হৃদয়ে শিথিল
ভাঙ্গিল অমনি যেই কাম-জলে পূরিল।

৯

যে প্রেমিক সেই জলে মন-তরি ভাসা'য়ে
প্রেমের বাণিজ্যে যায় দুনা লাভ আশয়ে
ডুবিবে তাঁহার ভরা
সে নদী আবর্ত্তে ভরা
কূলও পাবেনা তার সেও অতি পঙ্কিল
এমন মোহের নদী কেন বিধি সৃজিল।

১০

আগে যদি জানিত রে পঞ্চানখা-বাঘিনী
আগে যদি জানিত রে নারীরূপা সাপিনী
তবে কি হৃদি-শোণিতে
তবে কি জীবন-বাতে
পালিত রে ? বুঝে তার শুভক্ষণ দংশিল
বিষম বিষের জ্বালা সৈতে হৃদি ফাটিল।

১১

করিতেছে ছটফট সে বিষের তাড়নে
এ বিষ ত নামিবে না সেই ওঝা বিহনে
আসেও যদ্যপি ওঝা
নাই তার মন সোজা
বাঁকা মনে মন্ত্র পাঠে বিষ হবে গাঁটীল
এ বিষ-বন্ধন আরো ক্রমে হবে আঁটিল।

১২

হৃদয়ের প্রতিস্তরে তার নাম আঁকিয়া
যবে দেখিবার ইচ্ছা দেখিবে রে তাকিয়া
পূরাইবে মনস্কাম
তাই বলি লিখে, নাম—
সেই নাম বিষ বাণ সম হৃদে হানিল
ভুলিয়া ফেলিতে চায় কই তাত নারিল ?

১৩

হায়রে ! শিকল কাটা টিয়ার কি চরিত
যখন মানসে মোর এই কথা উদিত
অনিচ্ছায় অশ্রুজল
আঁখি করি ছল ছল
কাগজ কলম লিপী সবগুলি তিতিল
প্রবাহের বেগ যেয়ে ধরণীতে পড়িল।

১৪

হায়রে ! কেমন ক'রে সে কথাটি লিখিব
কেমনে তুলিয়া তুলী কুচিত্রটি আঁকিব
ক'তে হৃদি ফে'টে যায়
প্রেয়সী-বল্লরী হায় !
মোরে পরিহরি কোনো তরুবর ধরিল
স্বপন প্রভাবে কুকল্পনা হৃদে যুটিল।

১৫

তাতেই বিভোর হ'য়ে কতস্থানে খুজিনু
কোনই সন্ধান তার করিবারে নারিনু
শেষে মনে হ'ল এই
কথার অন্যথা সেই
করেনিক কোনো দিন, আজি কেন লঙ্ঘিল !
কাহারো মোহিনী মন্ত্রে আজি বুঝি ভুলিল।

১৬

দেখাপে'লে এইবার দোষ তার বুঝাব
পিরীতের রীতি নীতি সযতনে শিখাব
একবার অপরাধ
ক্ষমা দিতে আছে সাধ
পুনরায় দেখি যদি প্রেম-গ্রন্থি ছিঁড়িল
তবেই সে চির তরে অভাগারে ত্যজিল।

১৭

আরবার মনে ভাবি হইবে তা কেমনে
এ দোষের ক্ষমা নাই প্রেমিকের জীবনে
অন্য শত শত দোষ
দেখিলেও অসন্তোষ
নহি, কিন্তু এটি যেন হৃদে শেল বিঁধিল
হায়রে অভাগা তোর ভাগ্যে এই ঘটিল!

১৮

প্রমদা প্রেমিকে যদি প্রাণ দিতে ব'লেছে
তুষানলে দগ্ধ হ'তে বলিলেও হ'য়েছে
আনিতে অনন্ত-মণি
যদি বলে বিনোদিনী
অমনি সাগর মাঝে দুঃসাহসে ডুবিল
হাঙ্গর কুম্ভীর ভয় কিছুই না ভাবিল।

১৯

যত বলে যত করে সবি সহা যায় ত
প্রমদার অকাজ-কুকাজ কিছু নয় ত
সকলি সহিতে পারি
এইটি সহিতে নারি
মোর ভালবাসা ভুলি অন্যে ভাল বাসিল
এইটি অসহ্য বজ্র সম হৃদি ভেদিল।

২০

শেষে এই মনে হ'ল তুই অতি অকৃতি
আজিও ত শিখিলিনা প্রেমিকের সুনীতি
ভালবাসা ফিরে পাবে
তা ব'লে ভাল বাসিবে
ভালবাসা বলি এরে, কোন জন ভাষিল!
স্বার্থহীন প্রেম কই? প্রেমিকে যা পূজিল।

২১

স্বপনেতে এই সব ভাবা গোনা করিতে
সন্দেহ-দোলায় মন আছিলেক দুলিতে
হেন কালে শশিমুখী
সহসা সমুখে দেখি
ওষ্ঠাধর হেলাইয়া মৃদু ভাবে হাসিল
হৃদয়ের তমোরাশি দেখামাত্র নাশিল।

১৬

দেখাপে'লে এইবার দোষ তার বুঝাব
পিরীতের রীতি নীতি সযতনে শিখাব
একবার অপরাধ
ক্ষমা দিতে আছে সাধ
পুনরায় দেখি যদি প্রেম-গ্রন্থি ছিঁড়িল
তবেই সে চির তরে অভাগারে ত্যজিল।

১৭

আরবার মনে ভাবি হইবে তা কেমনে
এ দোষের ক্ষমা নাই প্রেমিকের জীবনে
অন্য শত শত দোষ
দেখিলেও অসন্তোষ
নহি, কিন্তু এটি যেন হৃদে শেল বিঁধিল
হায়রে অভাগা তোর ভাগ্যে এই ঘটিল!

১৮

প্রমদা প্রেমিকে যদি প্রাণ দিতে ব'লেছে
তুষানলে দগ্ধ হ'তে বলিলেও হ'য়েছে
আনিতে অনন্ত-মণি
যদি বলে বিনোদিনী
অমনি সাগর মাঝে দুঃসাহসে ডুবিল
হাঙ্গর কুম্ভীর ভয় কিছুই না ভাবিল।

১৯

যত বলে যত করে সবি সহা যায় ত
প্রমদার অকাজ-কুকাজ কিছু নয় ত
সকলি সহিতে পারি
এইটি সহিতে নারি
মোর ভালবাসা ভুলি অন্যে ভাল বাসিল
এইটি অসহ্য বজ্র সম হৃদি ভেদিল।

২০

শেষে এই মনে হ'ল তুই অতি অকৃতি
আজিও ত শিখিলিনা প্রেমিকের সুনীতি
ভালবাসা ফিরে পাবে
তা ব'লে ভাল বাসিবে
ভালবাসা বলি এরে, কোন জন ভাষিল !
স্বার্থহীন প্রেম কই ? প্রেমিকে যা পূজিল।

২১

স্বপনেতে এই সব ভাবা গোনা করিতে
সন্দেহ-দোলায় মন আছিলেক দুলিতে
হেন কালে শশিমুখী
সহসা সমুখে দেখি
ওষ্ঠাধর হেলাইয়া মৃদু ভাবে হাসিল
হৃদয়ের তমোরাশি দেখামাত্র নাশিল।

২২

কহিল "ক্ষমহ, নাথ! সব কথা শুনেছি
তোমার বুঝিতে প্রেম এ ছলনা ক'রেছি
অনেক খুজেছ মোরে
স্বপনে ঘুমের ঘোরে
যত কিছু বলিয়াছ দাসী সব শুনিল
তবরুক্ষ ভাষ কর্ণে সুধারাশি ঢালিল"।

২৩

"কোনো দোষে দোষী নহি (তব মন বুঝিতে)
ও তনু-রসাল ছাড়ি অন্য তরু ছুইতে
যাইনি কখন, নাথ!
বিনা পাপে কষাঘাত
করিলে মনের মত, সব প্রাণে সহিল
গোপনে ছিলাম বলি তারি ফল ফলিল।"

২৪

"ভালবাস কি না বাস, সে তোমার বাসনা
আমার এ ভালবাসা আর কেহ পাবেনা
তোমায় বেসেছি ভাল
প্রতিদান কর ভাল,
না কর, তাতেও দাসী ক্ষতি নাহি গণিল
মছিবেনা, হৃদে-তব যেই ছবি উঠিল।"

২৫

শুনি প্রেয়সীর কথা লজ্জান্বিত হইয়া
ক্ষমা চাহিলাম তার দুটি পদ ধরিয়া
“কর দুটি ধরি করে”—
কহিলা অমিয় স্বরে
“কখনো তোমার দোষ এ দাসী কি লইল ?
আনন্দের নীরে, নাথ ! এ হৃদয় ভরিল” ।

২৬

“যাই, নাথ ! ক্ষম দোষ বহুক্ষণ এসেছি
খুজিতে আমায়, তোমা কত কষ্ট দিয়াছি
সে সব ক’রনা মনে
দেখিতে দেখাতে স্বপ্নে
মাঝে মাঝে আসিব হে, শশী অস্তে চলিল
নমস্কার পদে, দাসী অন্তর্দ্ধান হইল” ।

২৭

এতবলি গেল চলি স্বপ্ন মোর ভাঙ্গিল ।
তাম্রচূড় সবে অতি উচ্চরবে নাদিল
দম্পতি যুগল হৃদি
তীক্ষ্ণ ছুরিকায় ভেদি
করিল শতধা, হায় ! দক্ষিণের অনিল ;
পদ্মিনী সুগন্ধ [illegible] বহিল !

২৮

ওরে দাদ! আজি তুই অপ্রেমিক হইলি
এতকাল ভালবে'সে এই আখ্যা লভিলি
শিখ প্রেয়সীর কাছে
প্রেমে কি মাহাত্ম্য আছে
ধন্য সেই জন যেই ও হৃদয় গড়িল
ধন্য সেই জন যেই তাঁর পদ চিনিল।

২৯

তোর ত মনের আশ কিছুই না মিটিল
তরণীর ক্ষেপণী ও হাল পাল ছিঁড়িল
যাইতে নারিলি পারে
তরি আবর্ত্তের ঘোরে
ঘূরিছে, ক্ষেপণিবাহি, বহিত্রটি ছাড়িল
ভবার্ণবে তরি তোর এইবার মজ্জিল।

৩০

ভয় কিরে চিৎকার ক'রে নাম ডাক্‌রে
কিছার জলের পাক সহস্র বিপাক রে
যাঁর নামে যায় দূরে
রক্ষা করিবেন তোরে
সেই অনাথের নাথ যাঁর সৃষ্টি নিখিল
তাঁর বাক্যে অবি এসে তোর স্থানে বসিল।

মদন ।

১

ওরেরে মদন ! দুরাচার
তোর অতি ক্রূর ব্যবহার
জন্মিয়া দেবের কুলে,
হেন শিক্ষা কোথা পেলে ?
খুজিলে তুলনা মিলা ভার ।

২

দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর
পশু পক্ষী পন্নগাদি নর
তোর কাছে, মনো ভব !
সকলেই পরাভব
কিবা দীন কিবা কোটীশ্বর ।

৩

সুকোমল অস্ত্র শস্ত্র গুলি
গুণেতে আগ্নেয় অস্ত্র, গুলী
পরাজিত করিয়াছে,
ভিন্নতা কি রূপে আছে ?
প্রকাশিয়া বলি সে সকলি ।

৪

আগ্নেয়াস্ত্র বিঁধিয়া শরীরে
চর্ম্ম অস্থি মাংস ভেদ করে
গলিত রুধির ধারা
প্রবাহে তিতয়ে ধরা
দেখিলে আহত মনে করে।

৫

পুষ্প বৃক্ষ-শাখায়, মদন!
করিয়াছ গাণ্ডীব রচন
মৃণাল লতায় গুণ,
দিয়াছ, হে সুনিপুণ!
পুষ্পে ইষু ক'রেছ সৃজন।

৬

মতান্তরে পুষ্পেরি কোদণ্ড
যাহাতে জগৎ লণ্ড ভণ্ড
পুষ্পে ইষু পুষ্পে গুণ,
পুষ্পেরি রচিত তূণ
পুষ্পময় সত্ত্বেও প্রচণ্ড।

৭

একে তনু না ধর অতনু
তাহে তব করে ফুল-ধনু
কি কৌশলে হান হৃদে,
পড়িয়া বিষের হ্রদে
অন্তর্দ্দাহে তনু হয় তনূ।

৮

বাহিকে দেখিতে নারে কেহ
অন্তরে জ্বলয়ে অহরহঃ,—
রত্নাকরে ঔর্ব্বানল,
পশি দগ্ধ করে জল
সেই মত জ্বলে সদা দেহ।

৯

তোমার বিক্রম তিন পুরে
অমরেও তব ভয় করে
বিধির ধীরতা হ'রে,
সন্ধ্যায় আসক্ত ক'রে
কাটাইলে একমুণ্ড, স্বরে।

১০

সহস্রাক্ষ ত্রিদিব-রাজন
তারে কি না করিলে ?— মদন !
ভগাঙ্গ করিলে তারে,
শিলা কৈলে গৌতমীরে
পরে হ'ল সহস্র লোচন।

১১

শশধরে কলঙ্ক অঙ্কন
তবকীর্ত্তি, মকরকেতন !
গুরুপত্নী তারা তার,
তারে করি অপহার
হৃদি মাঝে কলঙ্ক ধারণ।

১২

সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই
কি চাতুরী বলিহারি যাই !
তিলোত্তমা রূপ হেরে,
দুভায়ে বিরোধ ক'রে
মরিল যাদের মৃত্যু নাই।

১৩

শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ কালে
দেব সমাজের সুকৌশলে
তুমি হ'য়ে অগ্রসর,
শুম্ভরে বিঁধিলে শর
জগদ্ধাত্রী রূপে মজাইসে।

১৪

লইয়া যাইতে সে বামারে
পাঠাইলা ভ্রাতা নিশুম্ভেরে
পরে সে নিজেও এ'ল,
সৈন্য সহ মারা গেল
তব চক্র বুঝিতে না পে'রে।

১৫

নির্জ্জর অজেয় দশানন,—
ইন্দ্রাদি যতেক দেবগণ
যার ভয়ে ভয়ান্বিত,
স্বর্গ হ'তে বিদূরিত
যে সন্ত্রাসে ত্রাসিত শমন।

১৬

তোমার কৌশল বিনা আর
বধে সে রাবণে সাধ্য কার ?
হেন শক্তি তিন পুরে,
দেব নরে নাহি ধরে
দেবগণে করিলে উদ্ধার।

১৭

সীতা রূপ শ্রবণে মোহিয়া
ছলে তারে লইল হরিয়া
যুদ্ধে রাঘবের সনে,
সবংশে মরিল প্রাণে
তব গুণ বলি কি করিয়া।

১৮

রাজ-অধি-রাজে কর যোগী
নীরোগী জনেরে কর রোগী
যোগীর বর্জ্জিত যোগ,
বাড়াও কামের রোগ
ভোগী কর যে জন বিরাগী।

১৯

উদাসীরে করহ সংসারী
সাংসারীরে করহ ভিখারী
যে আহত তব শরে,
উন্মাদ হইয়া ফিরে
বনে বনে গৃহ পরিহরি।

২০

জ্ঞানবানে করহ অজ্ঞান
জরাকে যুবায় অধিষ্ঠান
'যজাতি' দৃষ্টান্ত তার,
পুত্রে দিলা জরা ভার
ধন্য তুমি ধন্য, পুষ্পবাণ

২১

যাজ্ঞসেনী-রূপ গুণে ভুলি
কিচক, লভিতে কুতূহলী
পবর্ন-নন্দন সনে,
মল্লযুদ্ধে ম'ল প্রাণে
এটিও তোমার চাতুরালী।

২২

তবু অঙ্গ নাহিক তোমার
কিম্বা গুণ ধর তুমি, মার।
অনঙ্গে ত্রিপুর জয়,
দেব নর করে ভয়
অঙ্গ রৈলে কি করিতে আর।

২৩

কতই কহিব গুণ তোর
দুর্ব্বলের কাছে তোর জোর
হৃদয় যাহার উচ্চ,
তার কাছে তুমি তুচ্ছ
হৃদিহীনে করহ বিভোর।

২৪

তথা তুমি নাহি কর গতি,
যথায় থাকেন উমাপতি
একবার গিয়াছিলে,
তপে তাঁর বাধা দিলে
তারপর হ'ল কি দুর্গতি?

২৫

ভস্ম হ'লে নেত্রের আগুনে
রতি পুনঃ বাঁচাল জীবকে
করিয়া শিবের স্তুতি,
আশিস লভিলা রতি
পাবে পতি আশ্বাস বচনে।

২৬

মৎস্যের উদরে জন্ম নিলে
তাতেই কুস্বভাব পাইলে
নীচ বংশে উচ্চ কোথা
জনমে? অযুক্ত কথা
কুসংসর্গে মৎসর হইলে।

২৭

জানি জানি তোমার শকতি
নাহি যাও যথা গোপা-পতি
তাঁর কাছে, রে কন্দর্প,
নাহি খাটে তোর দর্প
তাঁর রোষে নাই অব্যাহতি।

২৮

যাও যাও যথায় 'কুমার'
শক্তি তব বুঝা যাবে, আর।
শক্তি-পুত্র শক্তি-ধর,
বুঝিব, শম্বরহর!
কত শক্তি কার্ম্মুকে তোমার

২৯

মনে নাই 'শিবলি'র কথা?
কভু ভয়ে যাওনিক সেথা
নিরয় নির্জ্জর-স্থান,
যেজন দণ্ডিতে চান
সেথা গেলে মরণ সর্ব্বথা।

৩০

ছিলেন 'রাবেয়া' তপস্বিনী
রমণী কুলের শিরোমণী
তাঁর কাছে রে অনঙ্গ!
হইয়াছে দর্প ভঙ্গ
'দর্গক্ষ' এর গুণ বল শুনি।

৩১

দিল্লী অধিরাজের দুহিতা
জীবন্নেসা রমণীর কথা
বিদ্যায় বিদুষী অতি,
রূপে গুণে সরস্বতী
অদ্বিতীয়া কাব্য রচয়িতা।

৩২

তাঁর কাব্য এতই মধুর
মোহ যায় সংযোগী বিধুর
তাঁর কাছে তোর আশ,
পূরেনিক, মহেষাস!
তোর শক্তি নিতান্ত ভঙ্গুর।

৩৩

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভায়
পুষ্পধন্বে! তোমারে তাড়ায়
কই আজীবন তাঁর
কি করিলে? বল মার!
নারী কুলাদর্শ প্রতিভায়।

৩৪

মম প্রণয়িনী সন্নিধান
ভয়ে নাহি হও আগুয়ান
যাও তারে হান শর,
বুঝাযাবে, পঞ্চশর !
কেমন ফুলের ধনুর্ব্বাণ।

৩৫

কভু সেথা যেতে না পারিবে
গেলে প্রাণ আবার হারাবে
রতিরঁ মিনতি শুনি,
বড়ই নির্দ্দয় তিনি
পুনঃ তোমা কভু না জিয়াবে।

৩৬

আমি অতি বিয়োগ-বিধুর
একা পে'য়ে তাই বুঝি ক্রূর
বাণাঘাতে জর জর,
করিবে, হে পঞ্চশর !
দেখাইবে ক্ষমতা প্রচুর।

৩৭

এ দুরাশা কখনো ক'রনা
করিলেও সুফল হবেনা
প্রেয়সীর প্রেমবর্ম্মে,
এ দেহ এ অস্থি চর্ম্মে
আবরি রেখেছি, কি ভাবনা ?

৩৮

কোমল হৃদয় হয় যার
ফুলবাণ ব্রহ্ম অস্ত্র তার
এ হৃদি কোমল নয়,
কেবলি পাষাণ ময়
তব শর ব্যর্থ হবে মার।

৩৯

আজি হতে ত্যজ ধনুঃ শর
ভাঙ্গিল হে তোমার গুমর !
আর কেহ না ডরিবে,
সকলেই টিট্‌কারিবে
সর সর সর, পঞ্চশর !

৪০

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোরে
কার্ম্মুক ও ফুলময় শরে
তব পুনর্জ্জন্মে ধিক্,
পৌরুষেও শত ধিক্
ধিক্ তোর নির্ম্মম অন্তরে।

৪১

যে নামে মহর্ষি 'মনসুর'
ঐশীশক্তি দেখায়ে প্রচুর
শূলকাষ্ঠে দেহ মন
প্রাণ দেন বিসর্জ্জন
প্রেম-সরে ডুবিয়া,—বিভুর।

৪২

যে নাম জপিয়া পশুপতি
জগতে বিখ্যাত পূর্ণ যতি,
সেই নামামৃত দীন,
পান করে রাত্রি দিন
যে নামেতে পাপীর মুকতি।

৪৩

খ্রীষ্টদেব যে নামের বলে
তোমারে দুপায়ে ঠেলে ফেলে
গিয়াছেন স্বর্গ পুরে,
যে নামে, হে হর-অরে!
কাল-ভয় যায় কালে কালে।

৪৪

সে নামের মহিমা কি কব
জাননা কি, ওহে মনোভব!
যে নামেতে লৌহ গলে,
পাষাণ ভাসেরে জলে
যেই জন ত্রিলোকের ধব।

৪৫

ছিলেন মহর্ষি 'খানজাই'
ধন্য শক্তি বলিহারি যাই
তাঁর যোগ-শক্তি বলে,
প্রস্তর ভাসিল জলে
কণামাত্র দ্বিধা এতে নাই।

৪৬

দেখ যদি চল বাগহাটে
'খানজাই' মস্‌জিদ নিকটে
দেখিবে সুকীর্ত্তি তাঁর,
বিশ্বপতি নাম সার
দেখাব তোমায় অকপটে।

৪৭

সে নামে, হে মকরকেতন!
করিয়াছি কেতন রচন
এই ভব-পারাবারে,
এ দেহ-তরণি পরে
তুলিয়াছি শাশ্বত কেতন।

৪৮

সেই ধ্বজা দেখিলে অদূরে
পাপাবর্ত্ত ঊর্ম্মি যায় দূরে
ক্রোধ মদ অহঙ্কার,—
কুম্ভীরাদি জলচর
আসেনা সে তরণির ধারে।

৪৯

যে আরোহী সেই তরণির,
তার হৃদি সদা রহে স্থির
কামরূপ কু বায়ুতে,
পারেনা বিপথে নিতে
মহাম্মদ (দঃ) মাঝি যে তরির।



চন্দ্র।

ওই যে উদিয়া মরকত নিভমণি রে
শোভিল গগন, ওটি বুঝি দিনমণি রে
সায়ংকালে কোথা রবি ?
ও নহে রবির ছবি
দিনমণি অস্তাচল-গৃহে বিশ্রামিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২

ও যদি শীতলকর হবে তবে কেনেরে
পোড়াইছে অভাগারে খর কর দানে রে
ও কভু শশাঙ্ক নয়
দাবাগ্নির শিখা হয়
দহিয়া গহন বন নভঃ পরশিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

তাও কি কখন হয় দাবানল-শিখা রে !
সুদূর বিমানে কভু পড়ে কি সে রেখা রে !
প্রলাপে কে কি না বলে ?
জ্ঞান কোথা মত্ত হ'লে
তাই অসম্ভব কথা মুখে বাহিরিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

৪

হেমন্ত শিশির দুটি ঋতু আগমনে রে
খেলেনি চপলা রাশি জীমূতের সনে রে
তাই সঙ্কুচিত রূপে
আছিল আবাস কূপে
চঞ্চলা চপলা স্থিরভাবে দেখা দিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৫

মেঘহীন স্বচ্ছাকাশে তড়িৎ কি রয় রে
এ কথা বিশ্বাস যোগ্য কোনকালে নয় রে
এবার উঁহার ভাব
এ হৃদয়ে আবির্ভাব
হ'য়েছে, নিশ্চয় দীন তাই প্রকটিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৬

বিরহীর প্রাণ-বায়ু ভক্ষণ কারণ রে
নিশি-আশিবিষ আসি ছাইল গগন রে
তাহারি মাথার মণি
ও নহে যামিনী মণি
কে রক্ষিবে মোরে আজি গরাস করিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৭

নিশি, উড়ু, কুমুদিনী, এ তিনটি সতী রে
প্রাণ সপিয়াছে, তুমি এ তিনেরি পতি রে
এক স্নেহ তিন স্থানে
একমন তিন জনে
কিরূপেতে দাও তিন(ই) কি গুণে মোহিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৮

ভুলাইতে কি মোহিনী মন্ত্র তুমি জান রে
এতিনেরি হাসাইয়া কোমল আনন রে
বিকীর্ণ করিয়া সুধা
মিটাও চকোর-ক্ষুধা
বিয়োগ-বিধুর-ক্ষুধা ক্রমেই বাড়িল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৯

সবে বলে হিমকর হিম কর দিয়া রে
শান্তির কোমল অঙ্কে জীবে আরোপিয়া রে
দুখ-বিক্লমিত দেহে
শান্তির এ পুষ্প-গেহে
শ্রান্তি বিদূরিতে জীব সঙ্গে শোয়াইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১০

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপ-সংক্লিষ্ট ধরায় রে
সুসিত কৌমুদী শীত-বারেতে ভিজায় রে

শীতাংশুতে সেচনিলে
পাইল জীবন, পুষ্পাভরণে শোভিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১১

বহি ঈষদুষ্ণ মৃদু সান্ধ্য সমীরণ রে
ভাবী অমঙ্গল বার্ত্তা করে বিঘোষণ রে
অলি সহ রসালাপ
ঘুচাও মনের তাপ
সুখের রজনী, হায়! অল্পায়ু ধরিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে

১২

সপত্নীর সহকান্তে দেখিয়া গগনে রে
ঈর্ষায় কুমুদী প্রেমে মজে অলিসনে রে
কান্ত পর-পত্নীগত
দেখি পদ্ম লজ্জানত
ধিক্কারিয়া কুমদীরে নয়ন মুদিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১৩

ফুটিল মালতী যুথী মল্লিকা ও জাতি রে
কামিনী টগর কুন্দ, ফুল নানা জাতি রে
গন্ধবহ সে সুগন্ধে
বহি আনি অলিবৃন্দে
প্রিয়া সহ সম্মিলন সুসম্বাদ দিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১৪

সুধাকর-করে ধরা সুধাকর হ'ল রে
সংযোগীগণের মন আনন্দে ভাসিল রে
সম্মিলিত কান্তাকান্ত
সুদূরে বিরহ-ধ্বান্ত
দ্রুত গতি প্রাণভয়ে যেন পলাইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

চুম্বিয়া কান্তার (কান্ত) বদন সরোজে রে
বলে, "প্রিয়ে ! দেখ নভে যেই দ্বিজরাজে রে
ও নহে কখন শশী
মুখ ছবি, হে প্রেয়সি !
অম্বর মুকুরে যে'য়ে বিম্বিত হইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১৬

"তব মুখ নিষ্কলঙ্ক ও কলঙ্কী কেন রে ?
তার বিবরণ, প্রিয়ে ! বলি তবে শুন রে
"ও কভু কলঙ্ক নয়
তব কৃষ্ণ অক্ষিদ্বয়
চন্দ্রানন সহ ছায়া অঙ্কিত হইল রে"
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১৭

যে যাহারে ভালবাসে কিসে তুষ্ট হবে রে
অন্য ভাব পরিহরি তাই সদা ভাবে রে
বারেক মধুর ভাষে
সম্ভাষয়ে যদি হে'সে
চতুর্ব্বর্গ ফল যেন অমনি পাইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১৮

তব শীত-করে প্রমোদিত করে নরে রে
কিন্তু বিয়োগীর মন বিদ্ধ কর-শরে রে
যদি কর অবিশ্বাস
যাও বিয়োগীর পাশ
সত্য মিথ্যা বুঝ যাহা এ দীন ভাবিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১৯

তব হৃদে মসি-চিহ্নে কি যেন চিহ্নিত রে
কেহ বলে তারা-পতি শাপে কলঙ্কিত রে
কেহ বলে তাহা নয়,
ধরিত্রীর ছায়া হয়,
কেহ বলে রবি-কর যথা না পড়িল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২০

কেহ বলে নিশাকালে শশী দশ দিশি রে
আলোকিত করিলেক গ্রাসি তমোরাশি রে
রজত-সন্নিভ শশী
কুক্ষিতে সে ধ্বান্ত রাশি
তাই কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন প্রকাশ পাইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২১

প্রাচীদিক-ভুজঙ্গম সংসর্গের ফলে রে
বিভাবরী-ভুজঙ্গিনী ডিম্ব প্রসবিল রে
অম্বরেতে শশী কই
প্রসবিত ডিম্ব ওই
সর্প-শিশু ডিম্ব মাঝে জনম লইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২২

কল্পনার ফলে যার মনে যা উদয় রে
অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই প্রকাশ করয় রে
যে যা বলে নিশাপতি
তাতে তব কিবা ক্ষতি
সেই জানে তব তথ্য যে তোমা গড়িল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২৩

রূপের সাগর হ'তে বিন্দুমাত্র দিয়া রে
আলোকিছে এ সংসার তোমায় সৃজিয়া রে
তোমার সুচিত্র দেখে
তাঁর চিত্র হৃদে আঁকে
সেই নর, মোহ-তমঃ সেই সে নাশিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২৪

সে রূপ-অম্বুধি মাঝে যে ডুবিতে পারে রে
সেই ধন্য নর কুলে! পূজে লোকে তারে রে
যে পেয়েছে তাঁর দয়া
মনোল্লাসে সাঁতারিয়া
মনের বাসনা সেই সফল করিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২৫

হে সুধাংশু তবপদে দাসের প্রার্থনা রে
আমার সে মনোরমা করিয়া ছলনা রে
অকালে গিয়াছে দিবে
তুমি তারে সুধাইবে
আমি'ত ভুলিনি সে কি আমায় ভুলিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২৬

তুমি ভিন্ন সে ত্রিদিবে কে দিবে সম্বাদ রে
কে ঘুচাবে দগ্ধ হৃদয়ের বিসম্বাদ রে
সে যদি না ভুলে থাকে
আমায় লইতে নাকে
যাচুক বিভুরে—বল এ দীন বলিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২৭

যদিও সেরূপ কর্ম্মফল মম নয় রে
কিন্তু তাঁর নামে দেয় পাপীরে অভয় রে
'গফুর রহিম' নাম
ব্যক্ত আছে এ ত্রিধাম
পাপীরে তারিতে প্রভু এনাম ধরিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

২৮

ওহে বিশ্বম্ভর! কত ভার পাপী তনু রে?
তব শক্তি সমুখে এ অণু হ'তে অণু রে
কোটি কোটি পাপিষ্ঠেরে
উদ্ধারিছ অকাতরে
ধর ধর তব দাস পাপাব্ধে ডুবিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।



অপ্রেমিক।

১

এ সংসারে কে হে তুমি ?
তব কি বিলাস ভূমি ?
তোমার স্বার্থের জন্য সংসার সৃজন হে ?
তুমিই লভিবে স্বার্থ
অন্যের কি হবে ব্যর্থ
মনোআশা, স্বপনেও ভেবনা কখন হে।

বিধাতার এ নিয়ম
কেবা করে অতিক্রম ?
কেবল তোমার কাছে সমাদর নাই হে !
প্রকৃতির বিপরীত
কেবল তোমার রীত
সৃজিলেন কেন তোমা মনে ভাবি তাই হে।

৩

সকলেই হ'লে সাধু
ষড়রস যদি সুধু
হইত মধুর, তবে মধুর কি হ'ত হে?
সুধাকর দিবাকরে
উষ্ণতা কি স্নিগ্ধ করে
প্রভেদ আছে কি দুয়ে কেমনে বুঝিত হে?

৪

যে কভু হয়নি রোগী
যে হয়নি ভুক্ত ভোগী
কেমনে বুঝিবে সেই স্বাস্থ্যে কত সুখ হে?
বারমাস শীত যথা
জানেনা গ্রীষ্মের কথা
মলয় অনিল সুখে সেজন বিমুখ হে।

৫

আঁধার যদি না হ'ত
আলোকে কে আদরিত?
দুর্গন্ধ আছয়ে বলি সুগন্ধে যতন হে।
কুরূপ চ'খেতে হেরে
সুরূপে আদর করে
মূল্যহীন কপর্দ্দক অমূল্য রতন হে।

৬

তাই দেখাইতে নরে
প্রত্যক্ষ উপমা তরে
প্রেমিক ও অপ্রেমিক দুটি আখ্যা দিয়া হে।
গড়িয়াছে দুটি চিত্ত
প্রেমিকেতে হরষিত
অপ্রেমিকে অসন্তোষ হয় তাঁর হিয়া হে।

৭

কোন পথে যাবে তুমি?
এ তব করম ভূমি
যা করিবে তারি ফল পাবে পরলোকে হে।
সে দিকেতে লক্ষ্য নাই
স্বার্থ-সুখ মাত্র চাই
তাই তব চরিতটি এ লিখক লিখে হে।

৮

হইও না অসন্তোষ
মোরে করিও না রোষ
প্রকাশিতে তব দোষ নাহিক বাসনা হে।
এখনো বলি হে তোমা
আমারে করিও ক্ষমা
শিখ তুমি, প্রকাশিছে যা মোর রসনা হে।

৯

যারে তুমি বাস ভাল
যে তোমার হৃদি আলো।
করে, তব ইচ্ছামত সুখের সময় হে।
তাহার সুখের সাথী
হও তুমি দিবা রাতি
তুমি কি দুখের সাথী সে জনের নয় হে?

১০

হইয়া সে রোগাতুরা
যদ্যপি গড়ায় ধরা
তার দিকে লক্ষ্য করা উচিত কি নয় হে?
ভিষক আনিয়া তার
সে রোগের প্রতিকার।
আনহ ঔষধ যদি প্রয়োজন হয় হে।

১১

আবশ্যক হ'লে পথ্য
দাও, লও তথ্যাতথ্য
কোমল ভাষায় দুটি সান্ত্বনা করনা হে।
স্বাস্থ্য কালে কৈলে রুষ্ট
তাতেও সে হবে তুষ্ট
উগ্রভাবে এ সময়ে দিওনা যাতনা হে।

১২

যে তোমার অনুগত
বিপদ সম্পদ যত
তোমার উপরে তার সম্পূর্ণ নির্ভর হে।
তুমি না দেখিলে তায়
সে আর বলিবে কায়
তুমিই সে ললনার দুখ-তাপ-হর হে।

১৩

পরণে চিরবসন
দেখিলেও ও নয়ন
পড়েনাক সেই দিকে, অন্যদিকে যায় হে।
পাদুকা বিহীন পদ
শুনে ভাব কি আপদ
কথাটি মনঃপীড়দ কেন উহা চায় হে।

১৪

তোমার প্রচুর অর্থ
রহিতেও আশা ব্যর্থ,
অবলার বড় সাধ পরে অভরণ হে!
কহিলা সাহস ভরে
আশায় নির্ভর ক'রে
"এ কপালে হয়নিক কভু সাররণ হে!

১৫

"দাও, নাথ! দয়া ক'রে
রহিবে তোমার ঘরে
তোমারি কার্য্যেতে, নাথ! দিব যবে চাবে হে!
এ দাসী কটিতে প'রে
বেড়াবে যখন ঘুরে
তোমার সমুখে, নাথ! তোমারে দেখাবে হে!'

১৬

"যা দিবে যখন স্বামী
কেবল বহিব আমি
চিনির বলদ সম, চাহিলেই দিব হে
কেবল মনের আশ
মিটাইতে অভিলাষ
সকলেরি দেখি, সাধ হয়, কি করিব হে।"

১৭

অমনি ধমক দিয়ে
চক্ষু দুটি রাঙ্গাইয়ে
মিষ্ট স্বরে ক'লেও ত কতক মঙ্গল হে!
যা তব অভ্যস্থ মুখে
রুষ্ট স্বরে মুখ বেঁকে
কহিলে, "গেয়ান কোথা হ'য়েছ, পাগল হে!"

১৮

"তহবিলে নাই টাকা
মামেলায় ভেবা চেকা
উকিলের বেতনের দায়েতে অস্থির হে !"
শিক্ষিত প্রমাণ ছুটি
"পঞ্চাশের হ'লে ত্রুটি
মামেলা করিবে মাটি ভাবিয়া অধীর হে !"

১৯

"তোমার সুখের দিন
পড়িয়াছে জ্ঞানহীন
তাই এবে অলঙ্কারে এত ঝোঁক দেখি হে !
চুপ কর দেখা যাবে
অলঙ্কারে কি হইবে ?
বোঝা ব'তে ইচ্ছা আছে নীচু কর আঁখি হে।"

২০

শুনিয়া তোমার ভাষ
হন ধনী হত আশ
জনমে যা হয়নিক আর ত চাবে না হে !
এ রাগ কদিনে যাবে
কিসে ক্রোধ মাটি হবে
ভেবে ধনী হন সারা উহাই ভাবনা হে।

২১

তোমার বিলাস তরে
দুচারি শ অকাতরে
দাও, যদি বিবাহের ঘটক আইল হে।
শুনিলে কাহারো সুতা
বয়স্থা ও রূপ যুতা
অমনি ভাণ্ডার দ্বার অনর্গল হ'ল হে।

২২

তোমা উপমিতে চাই
জগতে খুজে না পাই
ঈশ্বরের সৃষ্টি মাঝে নাহিক অভাব হে।
আছয়ে একটি জাতি
তারাই তোমার সাথী
মিলেছে উভয়ে বেশ স্বভাবে স্বভাব হে।

২৩

দেখ সারমেয় ভাব
হেলা আদি হাব ভাব
আদি রসে তনু তার হ'লে পুলোকিত হে।
যে'য়ে সারমেয়ী কাছে
রসিকতা প্রকাশিছে
কত যেন ভালবাসা হৃদয়ে নিহিত হে।

২৪

বিভ্রম বিলাস কত
ভালবাসা নানামত
দেখাইছে ভুলাইতে তাহার হৃদয় হে।
সে ভাব দেখিলে মনে
বড়ই প্রেমিক জ্ঞানে
শত বার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয় হে।

২৫

ক্ষুধার সময় হ'লে
এ দুয়েরে খেতে দিলে
কখনই কুক্কুরীকে খাইতে দিবে না হে।
দংশিয়া তাড়াবে দূরে
রক্তস্রাব সে শরীরে
তবুও তাহার প্রতি সদয় হবে না হে।

২৬

ভক্ষ্যগুলি নিজে খাবে
তার দিকে না চাহিবে
ক্ষুধায় মরুক আর বাঁচুক কি ক্ষতি হে।
আবার ক্ষণেক পরে
পূর্ব্বভাব যবে ধরে
অমনি পায়েতে ধ'রে করিবে মিনতি হে।

২৭

নর হ'য়ে এ স্বভাব
হৃদে পশুময়-ভাব
কিসে মনুষ্যত্ব হয় নাহিক সে মতি হে।
যা করিলে এত দিন
স্বার্থপর অর্ব্বাচীন
অমর ত হও নাই, ভাব ভাবী গতি হে।

২৮

'শাদ্দাদ' বলিয়া রাজা
ছিল অতি মহা তেজা
ধন জন জ্ঞান বলে কিবা না করিল হে।
হইলেক এক ছত্র
তাঁর সমতুল্য পাত্র
ছিল নাক ভূমণ্ডলে, গৌরবে মাতিল হে।

২৯

হইলেক জ্ঞানহারা
হৃদি অহঙ্কারে ভরা
অন্তরে কলুষ পোরা নাস্তিক হইল হে।
আজীবন চেষ্টা করি
মরতে অমর পুরী
করিলা প্রস্তুত, হৃদি আনন্দে ভরিল হে।

৩০

অন্তরঙ্গ পরিজন
বন্ধু ও বান্ধবগণ
সভাসদ দাস দাসী সংহতি চলিল হে !
স্বকৃত স্বরগ মাঝে
সাজি মনোহর সাজে
স্বরগের দ্বারে একপদ বাড়াইল হে !

৩১

দ্বিতীয় পদটি আর
বাড়াইতে সাধ্য তার
হইল না, যমরাজ পরাণ হরিল হে ।
এমন সাধের স্বর্গ
হ'ল তার উপসর্গ
নরকেতে গেল, স্বর্গ কোথায় রহিল হে

৩২

দেখ এই ভূমণ্ডল
কার চির বাসস্থল ?
পদ্মপত্র জল সম জীবের জীবন হে !
ক্ষণে আছে ক্ষণে নাই
মনে ভে'বে দেখ তাই
কখন হইবে বদ্ধ নিশ্বাস পবন হে !

৩৩

হইলে নিশ্বাস বন্ধ
রহিবে না এ আনন্দ
হেন মনোহর বপু ও নব যৌবন হে!
কিছুই রবে না, যাবে
পূতি গন্ধময় হবে
এ দেহ গলিত হবে কীটের ভক্ষণ হে!

৩৪

ত্যাজ স্বার্থ হিংসা দ্বেষ
ভাব সদা পরমেশ
কুকথা কুকাজে আর হ'ওনা ধাবিত হে।
ধর, সাধুজন মার্গ
যাতে পাবে চতুর্ব্বর্গ
এখন তোমার পক্ষে উহাই বিহিত হে।

৩৫

শত শত বিভীষিকা
এই মত দেখি আঁকা
মানব হৃদয়ে, তাই না ব'লে বাঁচি না হে।
লেখনী লিখিতে আর
হয় নাক অগ্রসর
কাজেই করিনু সাঙ্গ কলুষ রচনা হে।

৩৬

পাঠক পাঠিকাগণ
মোর প্রতি রুষ্ট মন
কখনই হইও না প্রার্থনা বিনীত হে।
কু কথার আন্দোলন
করিলাম এতক্ষণ
সেইঅনুতাপে 'দাদ' নিজেই তাপিত হে!

বিদায়।

১

কাঁপিছে হৃদয় মম আরো ধমনী ও শিরা
স্নায়ুগুলি কাঁপিতেছে হইয়া অতি অধীরা
কাঁপিছে লেখনী, কর
কাঁপে কায়া থর থর
শেল-সম বাক্য বাহিরিল রসনায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়!

তোমাদেরে বিঁধিবারে এ শেল উন্মুক্ত নয়
ভেবনা কখনো সবে ক'রনা হৃদয়ে ভয়
সুনাসীর-প্রহরণ
সম উগ্র বিভীষণ
এ তনু করিছে পরমাণু—তনু তায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়!

৩

যাই আমি, বঙ্গভূমি! তুমিত জননী মম
আছে করুণার মধু তব হৃদে বিধু সম
বিতরিতে সদা সুধা
পে'লেও শতেক বাধা
নানা উপাদেয় খাদ্যে তুষিতে ক্ষুধায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৪

হেন কুলাঙ্গার পুত্র আর তব নাই দুটি
কেবল নিজের স্বার্থ তাই বুঝিলাম খাঁটি
জীবন করিনু মাটি
বালুকা কণায় খুঁটি
লই পরিত্যক্ত সিটি, কাঁথে ফেলি হায়!
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৫

জননী কোমল পদ সন্তানের তরে স্বর্গ
সবি বিদ্যমান তাতে চে'লে পায় চতুর্ব্বর্গ
জানেনা বিন্দুবিসর্গ
মাতৃভূমি উপসর্গ
তার কাছে,—পরিবারবর্গ সুখ চায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

মানবে পাশবে বল কি গুণে পার্থক্য আছে ?
আত্ম সুখ আত্ম দুখ তুল্য এ দুয়েরি কাছে
সমাজের উপকার
স্বদেশের সমুদ্ধার
আর্ত্তের ক্রন্দনে যে না ধায় ধিক্ তায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায় !

৭

তোমার সন্তান হ'য়ে আমিত দ্বিপদ পশু
সে ক্ষোভে হৃদয়ে, মাতঃ ! জ্বলে সদা বিভাবসু
কুপুত্রে দাওনি বসু
শান্তি দাও হৃদে আশু
নহে বিভাবসু-সুতে নিলে জ্বালা যায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৮

তোমার সন্তান, মাতঃ ! এ ভারতে দুটি জাতি
সুভক্ষণে বৈরী ভাব ত্যজি দু'য়ে প্রেমে মাতি
বদনে হর্ষের ভাতি
হৃদয়ে নাহিক ভীতি
হ'য়ে দুয়ে এক সাথী সেবে মা তোমায়
সদয়ে হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

তোমার অভাব যত লিখে তা জানাব কত
যেজন ভকত, মাতঃ! তার হৃদি স্বভাবতঃ
কি নিদ্রিত কি জাগ্রত
কিবা কোনো কাজে রত
যাতেই সে নিয়োজিত ভুলেনা তোমায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১০

তোমার সন্তানদের পরণে নাহিক বাস
বলিতে হৃদয় কাটে ঘাটে মাঠে দিকবাস
বাসের নাহিক বাস
মাঝে মাঝে উপবাস
কাটে ঘাস, দাস বৃত্তি বিদেশী সেবায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়!

১১

মা! তব কোমল শিশুদের খেলিবার যাহা
সেটিও এদেশে নাই সিন্ধু পারে জন্মে তাহা
এ কথা কি যায় কহা?
হৃদয় অমনি 'আহা'
বলি হাহাকার করি পাঁতারে ভাসায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১২

তব শিল্পী পুত্রদের কতই অভাব আজি
সূচ ও অঙ্গুলীত্রাণ আর কর্ত্তরিকা রাজি
সাত নদ তের নদী
তরিতে বিলম্ব যদি
তব পুত্রগণ রন উন্মুক্ত কায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৩

তোমারি সম্ভব পাট, ঊর্ণা পশু-লোম আদি
স্বদেশ ঠেলিয়া পদে বিদেশেতে নিরবধি
গতি অতি হীন ভাবে
বিদেশীর যন্ত্রে যবে
হইল দলিত, শ্রেষ্ঠ গুণ গরিমায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়!

১৪

তোমার শিক্ষিত পুত্রদের মাত্র সুসম্বল
লেখনী, লেখনাধার, মস্যাধার, মসি-জল
ন্যস্ত পর-করতল
বলিতে হৃদি বিকল
অহো! কি দুর্ব্বল পুত্র দল তব হায়!
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৫

বড়ই দুঃখের কথা ক'তে হৃদি ফেটে যায়
না কহিলে নয় কিন্তু কহাও বিষম দায়
সোণার ভারতে, মাতঃ!
জনমে যা স্বভাবতঃ
শস্যরূপ স্বর্ণরেণু অতুল্য ধরায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৬

চণক মসূরী মুদ্গ গোধুম তণ্ডুল আদি
এহেন সুখাদ্য যায় বিদেশেতে নিরবধি
কি কি বিনিময়ে তার
করি মোরা ব্যবহার
বলিতে শিহরে তনু শুনে হাসি পায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৭

অস্পৃশ্য অখাদ্য যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে আছে বিধি
সর্ব্ববিধ পাপকরী মত্তকরী-সুরা, আধি—
ব্যাধি নিরবধি দিছে
ভে'বেও তা না ভাবিছে
শিক্ষিত সন্তান সেই স্রোতে ভেসে যায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৮

কাচ ও মৃত্তিকা আরো টিন জাত পাত্র গুলি,
বাহিরের দৃশ্যে মোরা আত্মহারা হই বলি
কাংস্য ও পিত্তলে ফেলি
হ'য়ে অতি কুতূহলী
সে গুলি ঘরেতে তুলি সাজাই সজ্জায়।
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৯

ভাবী ভাব মনে ভাবা এ যেন মোদের নাই
উপস্থিত জ্ঞান ভিন্ন ভাবী জ্ঞান নাহি চাই
বাহ্য দৃশ্যে ভুলে যাই
অন্তরে রহিলে ছাই
তার দিকে না তাকাই মাকালে মজায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২০

এতই মনের ক্ষোভ এ হৃদে পূরিয়া আছে
কে করিবে প্রতিকার কহিব কাহার কাছে
আগেই বলেছি, দেবি!
আমিত ও পদ সেবি
মিটাতে মনের আশা নারিলাম, হায়!
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২১

মনের আবেগে, মাতঃ! বলিলাম এত কথা
তব পুত্রগণ যেন মনে নাহি পায় ব্যথা
তারাই তোমার পদ
সেবি পাবে সু সম্পদ
যে গুলি অভাব তব মিটাবে ত্বরায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়!

২২

এস ভাই মোসলেম এস ভ্রাতঃ হিন্দুগণ।
ভায়ে ভায়ে মিশামিশি ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন
ভায়ে ভায়ে একমন
হিংসা মদ বিসর্জ্জন
আজীবন প্রাণ খুলে সেবা কর মায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৩

বিলাতী বর্জ্জনে মন ক'রেছ অভিনিবেশ
দুকূল অভাবে কা'ল আকুল হইবে দেশ
এ ভাবনা ভাব আগে
যে কাজে যে জন লাগে
লাগ, ভ্রাতঃ ধনীগণ! স্বদেশ সেবায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৪

স্থাপহ বস্ত্রের কল এইটি সর্ব্বাগ্রে চাই
এর তুল্য গুরুভার আর কোনোটিতে নাই
লবণ আকর খোজ
ভবিষ্যৎ ভাল বুঝ
সিগারেট দেশালায়ে কিবা আসে যায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৫

হই চই করিওনা ধীরভাবে কর কাজ
অধৈর্য্য হইয়া কার্য্য করিলে মিলয়ে লাজ
একতায় কিনা হয়
তৃণে বাঁধে করী হয়
বল্মিকেতে কাহার বিস্ময় না জন্মায় ?
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৬

ন্যায়রূপে ধন, মান, প্রাণ আরো দিয়া দেহ
করিতে কর্ত্তব্য কার্য্য রোধিতে পারে কি কেহ ?
তাই বলি ছাত্রকুল
হ'ওনাক ক্রোধাকুল
তোমরাই কুলের প্রদীপ সুপ্রভায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৭

রাজার বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিওনা
রাজ প্রতিনিধিগণে কভু রূঢ় ভাষিও না
স্বদেশী গ্রহণ কর
বৈদেশীকে পরিহর
এ অমূল্য মন্ত্রে ব্যাখ্যা কে করে ভাষায় ?
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৮

একটির অভাবেতে কিছু আসে যায় নাক
লক্ষ লক্ষ ভাই ভগ্নী সবাই বাঁচিয়া থাক
তোমরা উন্নত চিতে
জন্মভূমি উদ্ধারিতে
নিশ্চয় সফল কাম হবে দীন গায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৯

হে বন্ধু বান্ধবগণ! সবাই মিলিয়া আজ
দীনের কারণে কর সরল হৃদয়ে কাজ
পরমেশ সন্নিধান
হও সবে যাচমান
করুণা নিধান মম কামনা পূরায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়

৩০

কোনো গুণ নাই মম, কি দিয়া তুষিব সবে
নিজ উদারতা গুণে বাড়ালে মম গৌরবে
লও এই উপহার
নমস্কার নমস্কার
সরল মনেতে দীন এই ভিক্ষা চায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩১

যাই সিন্ধু পারে তথা, 'মক্কা' বলি আখ্যা যার
তদন্তে 'মদিনা' ধামে,—যথায় সে গুণাধার—
সমাধি বিরাজমান
হ'য়ে তথা বিদ্যমান
এ ভাঙ্গাপ্রাণের কথা জানাব তাঁহায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩২

এ লোকে সে লোকে ভাঙ্গাপ্রাণ যোড়া দিতে আর
সে দেব বিহনে, হেন সাধ্য বল আছে কার?
যদি দয়া হয় তাঁর
তবে ভব-পারাবার
তরিতে পারিব, বুক বাঁধিব আশায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৩

পাপ দেহে যদি প্রাণ আর কিছু দিন রয়
ফিরিতে জনমভুমে যদি তাঁর আজ্ঞা হয়
আসিবে ত্বরায় দাস
হ'ওনাক হতাশ্বাস
এস বন্ধুগণ ! মিলি গলায় গলায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৪

প্রাণাধিক ভালবাসা আমার নয়ন তারা
ইদি, মনু, এহছান, মেহরুন ও জোহরা
ইউসফ ও চেহরা
আয় সব আয় তোরা
চুম্বি বদনারবিন্দ আয় তোরা আয়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৫

সুখে থাক পুত্র, কন্যা, পতি, পত্নী, সহকারে—
স্বাস্থ্যসহ দীর্ঘ আয়ু দিবে বিভু সবাকারে
ভুলে যে'ও মোর কথা
অন্তরে পে'ওনা ব্যথা
এ ভাঙ্গা প্রাণের কথা বলিব না কায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৬

পাঠক পাঠিকা দোষ লইও না অভাগার
শূর্পসম গুণগ্রাহী সাধুজন ব্যবহার
বর্জ্জন করিও দোষ,
হইওনা অসন্তোষ
কবি নহি কাব্য লিখা কঠিন ভাষায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৭

ভাঙ্গাপ্রাণ-বিনির্গত তপ্ত-রক্ত-কণাগুলি
একত্র করিয়া উপহার সবে দিব বলি
মুদ্রা যন্ত্রে দিয়া, পরে
অর্থে অকুলান তরে
হ'লনা দ্বিতীয় খণ্ড ক্ষোভ রৈল'হায়!
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৮

লইনু বিদায় আজি সকলে বিদায় দিয়া
তোমারে বিদায় দিব বল, প্রিয়ে! কি করিয়া
স্বপ্নাবেশে দেখা দিয়া
মাঝে মাঝে তোষ হিয়া
চল সাথে সাথে, আমি যাইব যথায়
বিদায় দিবনা তোরে, হবনা বিদায়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা,	কবিতা	পংক্তি	অসুদ্ধ	সুদ্ধ
৮	২২	৩	অন্নপান	অন্নাশন
"	"	৪	বস্ত্রদান	বস্ত্রার্পণ
২৩	৯	১	হল	হ'ল
৪৪	২৩	৫	রবিসুত	দণ্ডধর
৪৮	৩৫	১	অপ্সয়	অপ্সর
৫১	৪২	৫	তামঃ	মাতঃ
৬০	১৮	২	আদিত্যনন্দন	দুরন্তশমন
"	"	৫	মুহূর্ত্তের	মুহূর্ত্তের
৭৬	১৭	৫	শরশিব	পরশিব
৭৯	২৫	২	'সে—রে'	০
৮৮	২	৩	বাখিয়া	রাখিয়া
৯০	৮	৩	যেন বাড়িয়া উঠেলো	যবে সহসা বাড়িত
"	"	৬	করল	করিত
৯৩	১৬	২	দ'ধিতি	দিধিতি
"	১৭	৩	প্রাতঃস্নান	প্রাতঃস্নান
৯৭	১২	২	ক'রেনিক	করেনিক
১০০	৩০	২	শুভ্রদ্বীপ	শুভ্রদ্বিপ
"	৩১	২	কন্ধুগ্রীবা	কম্বুগ্রীবা
১০১	৪০	১	কোকনদ-পদ	কোকনদপদ
"	"	"	কোকনদ-পদ	কোকনদপদ
১০৭	১৩	৩	চাঁদ মুখে	চাঁদ মুখে
১০৮	১৫	৭	" "	০
১১১	২৪	৩	কমল	কোমল
১১৪	৪	৭	অন্ধেরে	অন্ধরে
১১৭	১০	৩	স্তম্ভেস্তে	স্তম্ভেতে
১১৮	১২	১	ক্রিমিকূল	ক্রিমিকুল
"	"	৫	নিম্নেতে	নিম্নেতে
১২২	২০	৩	অন্ধর	আঁধার

পৃষ্ঠা,	কবিতা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৮	৩২	৮	অতুনু	অতনু
১৩০	৩৬	২	ত্রি দিবে	ত্রিদিবে
১৩৯	৯	৩	হর্যে	হর্ষে
১৪০	১১	১	মনো-চাতুকের	মনশ্চাতকের
১৪৮	২৮	১	মনো-শিখা বলে	মন-শিখাবলে
১৪৯	২৯	১	মনো-চকোরের	মন-চকোরের
১৫১	৩৩	৫	চতুবর্গ	চতুর্ব্বর্গ
১৫২	৩৬	৬	মুথে	মুখে
১৫৫	২	৭	ঘুরে	ঘুরে
১৬০	১১	১	কদম্ব	কদম্ব
১৬৩	১৮	৮	ঘোর,—রব	ঘোর রব,—
”	”	৯	পরান	পরাণ
১৬৬	২৩	৪	কভূ	কভু
১৬৮	২৮	৫	ঘুরাও	ঘুরাও
১৮৫	৬	১	উজ্জল	উজ্জ্বল
১৯৩	২১	১	মধুথ বর্ত্তিকে	মধুখবর্ত্তীকে
১৯৪	২৪	৮	বর্য	বর্ষ
১৯৫	২৫	৭	মুকূতার	মুকুতার
”	২৬	২	কোন	কোন্
১৯৬	২৮	১	রেণূ	রেণু
১৯৭	১	১	সুথের	সুখের
১৯৯	৮	৫	জানে না	জানে না,
২১৫	২৬	২	কুস্বভাব	কুস্বভাব
২১৭	৩৩	২	পুষ্পধন্বে	পঞ্চবাণ
২২২	৪৮	৪	কূম্ভীরাদি	কুম্ভীরাদি
২২৫	৪	২	থেলেনি	খেলেনি
২২৭	১০	৫	পুস্পাস্তরণে	পুষ্পাস্তরণে
২২৮	১৩	১	যুথী	যূথী
”	”	”	জাতি	জাতী

পাবনা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র লাহিড়ী	২৲
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট	১০৲
" মৌলবী আবুল মাহমুদ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট	৫৲
" হাসেনজান চৌধুরী	১৫৲
" মুজিরদ্দীন চৌধুরী	৫৲
" মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১৲
" তারকনাথ মিত্র	২৲
" বনমালী মজুমদার	২৲
" মৌলবী ওয়াছিমউদ্দীন	১৲
" আহাদালী মিয়া	১৲
" মুন্সী বছিরদ্দীন	১৲
" আনওয়ার আলী	১৲
" জয়লাল আবেদিন	১৲
" সওহর উদ্দীন	১৲
" গোলাম সব্দার ওস্তাগার	১৲
" জ্ঞানেন্দ্রলাল সাহা	১৲
" বসন্তকুমার সিংহ	২৲
" ললিতমোহন ঘোষাল	১৲
" শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী	২৲
" হরিনাথ বাগচী	২৲
" তারকনাথ প্রামাণিক	৫৲
" সুরেন্দ্রনাথ বাগচী	২৲
" দীননাথ দাস	৩৲
	৬৫৲

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ	১৲
" ত্রৈলোক্যমোহন নিয়োগী	১৲
" তারকনাথ অধিকারী	১৲
" বরদাপ্রসাদ বসু	২৲
" দুর্গাসুন্দর রায়	১৲
" নিত্যানন্দ রায়	১৲
" সীতানাথ অধিকারী	১৲
" প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরি	১৲
" অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" প্রকাশচন্দ্র রায়	১৲
" রাধাবিনোদ বিশ্বাস	১৲
" গিরীশচন্দ্র রায়	১৲
" মৌলবী আব্দুল গফফার	১৲
" " আব্দল লতিফ স্কুল ইনস্পেক্টর	২৲
" " নুরজ্জমান	১৲
" নগেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৲
" হেদাতুল্লা মিয়া	২৲
" জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী	২৲
" গৌরীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৲
" হেমচন্দ্র ভৌমিক	১৲
" প্যারিমোহন দাস সবইনস্পেক্টর	১৲
" কিশোরিলাল সাহা	৫৲
" আশুতোষ সরকার সব্ জজ্	৪৲
" খবিরদ্দীন মিঞা	৩৲
" মনসুর আলী মিঞা	৩৲
	৩৯৲

শ্রীযুক্ত মুনসী রহিমদ্দীন ১৲
" " আব্দুল গফার ১৲
" " এব্রাহিম ১৲
" কেদারনাথ পাল
জামিরতা ১৲
" দ্বারকানাথ মিত্র দৌলতপুর ১৲
" দেবলাল সরকার সরিষা ১৲
" কাজী সেরাজ উদ্দীন ১৲
" যোগেশচন্দ্র ভাদুড়ী
পোরজানা ৫৲
" মুন্‌সী ছেফাতুল্যা মিয়া
চক শোব ২৲
বনওয়ারী নগর, তাড়াশ ষ্টেট
বড় তরফ, অমাত্যবর্গ ২৮৲
" মুন্‌সী মহব্বত উল্যা
সবইনস্পেক্টর ৩৲
" ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৲
" পূর্ণচন্দ্র রায় ২৲
" রামচন্দ্র দাস ২৲

সাঁড়া।

" খোন্দকার এর্শাদ আলী ২৲
" গণেশদাস আগরআউলা ২৲
" সাগরদাস আগরআউলা ১৲
" ওয়াহেদ আলী খাঁ ১৲
" ফকির মহাম্মদ খাঁ ১৲
" ডাক্তার দলিলদ্দীন ১৲
" ছবিরদ্দীন মিয়া ১৲
শ্রীমতী ওহিদন্নেছা বিবি ২৲

কুষ্টিয়া।

শ্রীযুক্ত হাজি কছিমদ্দীন বিশ্বাস ১৲
" ফকির মহাম্মদ বিশ্বাস ১৲
" হাফিজদ্দীন বিশ্বাস ২৲
" লাল মহাম্মদ বিশ্বাস ২৲
বছিরদ্দীন জস্তার্দ্দার ১৲
" সাদী বিশ্বাস ১৲
" হাজী নাজির জস্তার্দ্দার ১৲
" পাঞ্জাব আলী বিশ্বাস ১৲
" আব্দুল বিশ্বাস ১৲
" গোলাম বিশ্বাস ১৲
" আহাদালি বিশ্বাস ১৲
" কাজী পানা উল্লা ১৲
" কওছর আলী মিয়া ১৲
" সৈয়েদ আলী হোছেন ২৲
শ্রীমতী রতিবন্নেছা বিবি ১৲
" আকলিমা খাতুন ২৲
শ্রীযুক্ত মদীহদ্দীন চৌধুরী ১৲
" জেহেরালী মিয়া ১৲
" আবু ইউছফ মিয়া ২৲
" চন্দ্রশিখর চৌধুরি ২৲

২৬৲

দামুকদিয়া

শ্রীযুক্ত মনসী ছামিরুদ্দীন ১৲
" " বজলোর রহমান ১৲
" মইজদ্দীন মণ্ডল ১৲
" আব্দুল মিয়া কণ্ট্রাক্টর ২৲

যশোর

শ্রীযুক্ত চৌধুরি আহাম্মদ হোসেন ২০৲
" জীবনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ৫৲
" মুন্সী ফজলে হক ২৲
" জয়নদ্দীন মিয়া ১৲
" মাষ্টার সাহেব ১৲
" সেটল মেণ্ট ক্লার্ক ১৲

৩৪৲

সাঁড়া।

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চৌধুরী ২৲
" আব্দুর রউফ মিয়া ২৲
" খোন্দকার গোলাম ওয়াজেদ ১৲
" আব্দুল হকমিয়া ১৲
" নছিমদ্দীন মিয়া ১৲
" মৈজদ্দীন প্রামাণিক ১৲
" সেরাজদ্দীন সর্দ্দার ১৲
" আলিমদ্দীন প্রামাণিক ৩৲
" মৌলবী আব্দর রহমান ২৲
" " আব্দুল আজিজ ১৲
" জছিমদ্দীন সর্দ্দার ১৲
" তমিজদ্দীন বিশ্বাস ১৲
" আছিরদ্দীন মণ্ডল ৪৲
" সৈয়েদ আব্দুল আলী সবইনস্পেক্টর ৩৲
" মুন্সী সাহেব কনট্রাক্টর ১৲
" জাবেদ আলী বিশ্বাস ১৲

পাবনা।

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বসু ১৲
" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য ১৲
" কুঞ্জলাল নন্দী ১৲
" ব্রজলাল সরকার ১৲
" কেদারনাথ শিকদার ১৲
" শ্রীকান্ত ভৌমিক ১৲
" সুরেন্দ্রলাল রায় ১৲
" যোগেশচন্দ্র সরকার ১৲
" হরিশচন্দ্র রায় ১৲
" বাগীশচন্দ্র লাহিড়ী ১৲
" অধরচন্দ্র মল্লিক ১৲

১১৲

শাহাজাদপুর।

শ্রীযুক্ত মৌলবী ওছমান গণি ২৲
" " মাজুম আলিখাঁ ৫৲
" " আব্দুচ্ছোবাহান ১৲
" মুন্সী আব্দুল আজিজ ১৲
" " এব্রাহিম হোসেন ২৲
" " নছিরদ্দীন মিয়া ২৲
" " মাহাতাবদ্দীন মিয়া ১৲
" মতওয়াল্লী সাহেব ১৲
" খোন্দকার আহাম্মদ সাহা ওয়ারেছী ১৲
" খোন্দকার সাহেব ১৲
" মুকুন্দলাল সাহা ১৲
" দ্বারকানাথ সেন হেডমাষ্টার ২৲

ঠাকুর বাবুর ষ্টেটের শাহা-
জাদপুরের কাচারীর
অমাত্যবর্গ ১৬৲

চাট মোহর।

শ্রীযুক্ত রোকনদ্দীন মিয়া	২৲
„ মৌলবী গোলার রব্বানি	৫৲
„ ছকরদ্দীন মিয়া	১৲
„ সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	৪৲
„ দেলবার সরকার	১৲
	৪৯৲

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোড়াসাঁকো	১০৲
„ মৌলবী গোলাম হায়দার চিনাপট্টী	৪৲
„ মুন্সী সাহেবদিগর	২৲
„ „ এব্রাহিম হোসেন সোলতান অফিশ	২৲
„ ওয়ারেছ আলী বিশ্বাস বড়বাজার থানা	২৲

কুষ্টিয়া।

শ্রীযুক্ত মৈনদ্দীন বিশ্বাস	১৲
„ মফিজদ্দীন বিশ্বায়	১৲
„ মিয়াজান আলী বিশ্বাস	২৲
„ আব্বাছ আলী সর্দ্দার	১৲
„ মির তালেব হোসেন	১৲
„ „ রস্তম আলী দিগর	১৲
„ কলিমদ্দীন বিশ্বাস	১৲
„ হামেদালি বিশ্বাস	১৲
„ মৈয়জদ্দীন বিশ্বাস	১৲
„ রাম দুর্লভ সাহা	১৲
„ যদুনাথ বিশ্বাস	১৲
„ নফরালি বিশ্বাস	১৲
„ অছিমদ্দীন বিশ্বাস	১৲
„ বছিরদ্দীন বিশ্বাস	১৲
„ ফতেহাব খাঁ	২৲
মুন্সী ছমিরদ্দীন আহমদ	২৲
„ সাহাদতুল্লা মিঞা	১৲
„ আব্দুল গফুর	১৲
„ মীর আক্কেল আলী	১৲
	৪৬৲

I have much pleasure to certify that the poem "Bhanga Pran" composed and published by Moulvi Mahammed Dad Ali shaheb of Atigram, Kooshtia, is an excellent production. The book testifies the power of the author over Bengalee Language. The book is very attractive and interesting, and especially so, as it is written by a Mohammedan gentleman, it ought to be read by person of different persuasions. The author is personally known to me, he has written other poems and songs, which are yet to be published. His pecuniary circumstances are not as it should be. He deserves every encouragement,

Pabna,
Dated the 7th
July, 1906.

Trailakya Mohan Niogi
Kabikiritee, B. A B L.
Pleader of the Pabna District Bar, Author of the Sanskrit poem Geet Bharatam, Formerly a Professor of the General Assembly's College, Calcutta.

শ্রীযুক্ত মুন্সী মহাম্মদ দাদ আলী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার বিরচিত কাব্য শ্রবণ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। মুসলমান জাতির বাঙ্গালা ভাষায় এত অধিকার জন্মিতে পারে ইহা অগ্রে আমার বিশ্বাস ছিল না। পরন্তু ইঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ শক্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইঁহার মুখে ইঁহার বিরচিত কাব্যের "ঈশ্বর স্তোত্র"টি শুনিয়া ইঁহার কবিত্বের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। ইঁহার বিরচিত কবিতার মধ্যে একটি মাধুর্য্য গুণ—সকলেরই চিত্তাকর্ষক সংস্কৃত কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে আর কোনও মুসলমান কবিকে দেখিনাই।

শ্রীফণিভূষণ কাব্যতীর্থ তর্কবাগীশ,
পাবনা কলেজ ও দর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ভাঙ্গাপ্রাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞমণ্ডলীর মতামত।

I have much pleasure in stating that I have perused with much interest and delight the Bengali poems composed by Munshi Mohammed Dad Ali of Kooshtea. They display a command over Bengali language and literature, and an appreciation of the fugitive qualities of rhythm and cadence which are really creditable to a gentleman of the Mehomedan persuasion. The Munshi Saheb is gifted with poesy and is certainly deserving of encouragement. He appears to be a devoted admirer of the Hindu style of thought and his liberalism towards it is a matter of congratulation. His verses are marked by a deep spirituality.

Jessore,
The 24th July 05.

B. C. Mitra,
District & Sessions Judge
Jessore & Khulna.

Munshi Mahamad Dad Ali of Kushtea has been good enough to show all his poems in Bengali, which he is collectively calling "Bhanga Pran" I have also had some interesting conversation with him. I need hardly add to the remarks of Mr. B. C. Mitra, with which I agree. It is indeed a matter for much gratification I trust that the Munshi Saheb will meet with the encouragement that he deserves.

Pabna,
18. 7. 06.

S. C. Mukherjee
Dist. Magistrate.

I have great pleasure in testifying to the rather uncommon accomplishments of Munshi Dad Ali a respectable Mohamedan gentleman of Kustia. In him one combined both Hindu and Mahomedan ideas and feelings, derived from close familiarity with both literatures. He is an author, and his poems, which are of no mean order, bear ample evidence to this unique combination. Aa a devoted Mahomedan, he has been to Mecca, and the description of his pilgrimage is beautiful and graphic. His circumstances, however, do not enable him to present his writings to the public ; and the consequent mortification is really painful to a writer of his parts. I recommend him, therefore, to the consideration of the educated public.

Pabna,
The 21st June
1906.

Gopal Chandra Lahiri
Principal.
Pabna Institution.